একাদশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ব্রহ্মৌদনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মৌদন। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্, জগতী, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

অগ্নে জায়স্বাদিতির্নাথিতেয়ং ব্রহ্মৌদনং পচতি পুত্রকামা।
সপ্তঋষয়ো ভূতকৃতস্তে ত্বা মন্থন্তু প্রজয়া সহেহ ॥ ১॥
কৃণুত ধূমঃ বৃষণঃ সখায়োঽদ্রোঘাবিতা বাচমচ্ছ।
অয়মগ্নিঃ পৃতনাষাট্ সুবীরো যেন দেবা অসহন্ত দস্যূন্ ॥ ২॥
অগ্নেঽজনিষ্ঠা মহতে বীর্যায় ব্রহ্মৌদনায় পক্তবে জাতবেদঃ।
সপ্তঋষয়ো ভূতকৃতস্তে ত্বাজীজনন্নস্যৈ রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছ ॥ ৩॥
সমিদ্ধো অগ্নে সমিধা সমিধ্যস্ব বিদ্বান্ দেবান যজ্ঞিয়াঁ এক বক্ষঃ।
তেভ্যো হবি শ্রপয়ং জাতবেদ উত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৪॥
ত্রেধা ভাগো নিহিতো যঃ পুরা বো দেবানাং পিতৃণাং মর্ত্যানাম্।
অংশান্ জানীধ্বং বি ভজামি তান্ বো যো দেবানাং স ইমাং পারয়াতি ॥ ৫॥
অগ্নে সহস্বানভিভূরভীদসি নীচে ন্যুব্জ দ্বিষতঃ সপত্নান্।
ইয়ং মাত্রা মীয়মানা মিতা চ সজাতাংস্তে বলিহৃতঃ কৃণোতু ॥ ৬॥
সাকং সজাতৈঃ পয়সা সহৈধ্যুদুব্জৈনাং মহতে বীর্যায়।
ঊর্ধ্বো নাকস্যাধি রোহ বিষ্টপং স্বর্গো লোক ইতি যং বদন্তি ॥ ৭॥
ইয়ং মহী প্রতি গৃহ্নাতু চর্ম পৃথিবী দেবী সুমনস্যমানা।
অথ গচ্ছেম সুকৃতস্য লোকম্ ॥ ৮॥
এতৌ গ্রাবাণৌ সযুজা যুঙ্গ্ধি চর্মণি নির্ভিন্ধ্যংশূন যজমানায় সাধু।
অবঘ্নতী নি জহি য ইমাং পৃতন্যব ঊর্ধ্বং প্রজামুদ্ভরন্ত্যুদূহ ॥ ৯॥
গৃহাণ গ্রাবাণৌ সকৃতৌ বীর হস্ত আ তে দেবা যজ্ঞিয়া যজ্ঞমগুঃ।
ত্রয়ো বরা যতমাংস্ত্বং বৃণীষে তাস্তে সমৃদ্ধীরিহ রাধয়ামি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই দেবমাতা অদিতি পুত্র-কামনায় ব্রহ্মোদন নামে আখ্যাত যজ্ঞ (জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্দেশে স্বাহাকারে দেয় অন্ন ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করানোর নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান) করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। হে অগ্নি! তুমি মন্থনের দ্বারা উৎপন্ন হও। মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ, যাঁরা ভূতসমূহের উৎপাদন-কর্তা, তাঁরা এই দেব-যজ্ঞে যজমানের পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথে মন্থনের দ্বারা তোমাকে প্রকট করুন ॥ ১॥ হে সপ্তর্ষিবৃন্দ! তোমরা জগৎ-সংসারের মিত্র-স্বরূপ এবং অভীষ্টবর্ধক। তোমরা মন্থনের দ্বারা ধূমকে পুষ্ট করো। এই অগ্নি যজমানগণের রক্ষক। এই ঋক্ সমূহ (মন্ত্র সমুদায়)-রূপ

Scanned with CamScanner

স্তুতিবাক্যের দ্বারা অগ্নিকে তুষ্ট করো। এই অগ্নি শত্রু-সেনাকে বশ ক'রে থাকেন; দেবতাগণ নিজেদের ক্ষয়করণশালী অসুররূপী শত্রুগণকে এঁরই দ্বারা বশীভূত (পরাজিত) করেছিলেন ॥ ২॥ হে অগ্নি! তুমি উৎপন্ন প্রাণীবর্গের জ্ঞাতা হয়ে বিরাজমান এবং মন্থনের দ্বারা প্রকট হয়ে থাকো। তুমি দাহ-পাকে (ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত অন্ন পাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মোদনে) সমর্থ। আমাকে অত্যন্ত বীর্য প্রদানের নিমিত্ত মন্ত্রশক্তির দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে থাকো। সপ্তর্ষিগণ তোমাকে ব্রহ্মোদনের নিমিত্ত প্রকট করেছেন। এই নিমিত্ত এই পত্নীকে (যজমান-পত্নীকে) ধন পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সমন্বিত ধন প্রদান করো ॥ ৩॥ হে অগ্নি! তুমি মন্ত্রের দ্বারা অধীয়মান এই সমিধের মাধ্যমে প্রজ্বলিত হয়ে দেবতাগণের নিমিত্ত হবিঃ পাক করো এবং এই যজমানের দেহাবসানের পর এঁকে উৎকৃষ্ট স্বর্গলোকে স্থিত করো ॥ ৪॥ হে দেবতাগণ! অগ্নি প্রমুখ দেবগণ; পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তথা ব্রাহ্মণ ইত্যাদির যে ভাগ, সেই তিন ভাগ আমি বন্টন (বা বিভাগ) ক'রে রেখেছি; তার মধ্যে হ'তে তোমরা আপন অংশকে জ্ঞাত হও। এর মধ্যে দেব-ভাগ অগ্নিতে হবিঃ স্বরূপে হূয়মান হয়ে যজমানের এই পত্নীকে অভীষ্ট ফল দানশালী হয়ে থাকে। (সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—দেবগণের ভাগের দ্বারা নির্বাপ অর্থাৎ দান ইত্যাদি কর্তব্য, পিতৃবর্গের ভাগের দ্বারা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অর্থাৎ আভ্যুদায়িক বা সমৃদ্ধি-সাধক শ্রাদ্ধ এবং মনুষ্যগণের ভাগের দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন অর্থাৎ ব্রহ্মোদন যজ্ঞ কর্তব্য) ॥ ৫॥ হে অগ্নি! তুমি শত্রুগণকে বশ করণশালী বলের সাথে যুক্ত; তুমি আমাদের শত্রুবর্গকে নিম্নে পাতিত করো। হে যজমান! এই গৃহের উপনয়ন দ্রব্য ইত্যাদি (বলিঃ) তোমার সমানজন্ম পুরুষদের (সজাতগণকে) উপহার দেবার নিমিত্ত আমার সাথে মিলিত করো ॥ ৬॥ হে যজমান! তুমি সমৃদ্ধি লাভ করো। এর অধিক (আরও) পরাক্রমের নিমিত্ত এই পত্নীকে উন্নত করো এবং দেহাবসানের পরে সেই ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করো, যাকে অভিজ্ঞ জনেরা সুকৃতফলভোগের উপযুক্ত দুঃখস্পর্শরহিত স্বর্গলোক নামে অভিহিত ক'রে থাকেন ॥ ৭॥ সম্মুখস্থ এই যজ্ঞভূমি আস্তীর্ণ চর্ম (অজিন) স্বীকার করুন। এই পৃথিবী দেবী (অজিনের দ্বারা আস্তীর্ণ হওয়ার পর) আমাদের উপর কৃপাশালিনী হোন। তাঁর কৃপাকে প্রণাম পূর্বক আমরা যজ্ঞ ইত্যাদি হ'তে উৎপন্ন পুণ্যফলের কারণরূপ লোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হবো ॥ ৮॥ হে ঋত্বিক! তোমরা এই পুরোবর্তী পাষাণবৎ দৃঢ়তর উলূখল ও মুসলকে এই আস্তীর্ণ অজিনে স্থাপিত করো এবং যজমানের নিমিত্ত ধান্যসমূহকে সোমলতাখণ্ডবৎ শোভন করো। হে পত্নী! অবহনন ক'রে (অবঘ্নতী) আমাদের প্রজারূপ তোমার পুত্রগণকে বিনাশ করণের উদ্দেশে যে পৃতনা (শত্রুসেনা) আগমন করছে, তাদের স্তম্ভিত (বা নিবৃত্ত) করো এবং হবনের পরে মুসলকে উত্থিত ক'রে আমাদের সন্তানগণকে শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করো ॥ ৯॥ হে বীর্যবান্ অধ্বর্যু! তুমি উত্তম কর্মশালী হস্তে উদূখল-মুসলকে গ্রহণ করো। দেবতাগণ তোমাদের যজ্ঞে আগত হয়েছেন। হে যজমান! তুমি যে তিনটি বর (অভীষ্ট) যাচনা করতে চাইছো, সেই কর্মসমৃদ্ধি, ফল-সমৃদ্ধি এবং পরলোকের সমৃদ্ধি, আমি এই যজ্ঞের দ্বারা সেই তিনটিকেই সিদ্ধ করছি। ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — একাদশকাণ্ডে পঞ্চানুবাকঃ। প্রথমেনুবাকে সপ্ত সূক্তানি। তত্র 'অগ্নে জায়স্ব' ইত্যাদি সূক্তচতুষ্টয়ঃ অর্থসূক্ত। তেন ব্রহ্মৌদনসবে নিরুপ্তহবিরভিমর্শনসম্পাত দাতৃবাচনদানানি কুর্যাৎ।...(কৌ. ৮/১, ৮/২)॥ (১১কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — পাঁচটি অনুবাক সমন্বিত এই কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সাতটি সূক্তের মধ্যে উপর্যুক্ত সূক্তটি সহ প্রথম চারিটির দ্বারা ব্রহ্মৌদন-যজ্ঞে বিনিয়োগ হয়। এই যজ্ঞে এই সূক্তগুলির দ্বারা নিরুপ্ত হবিঃ

Scanned with CamScanner

অভিমর্শন পূর্বক দান ইত্যাদি করণীয়। বলা বাহুল্য, আরও কয়েকটি কর্মে এর বিনিয়োগ উপরে উল্লেখিত সূত্রানুসারে করণীয়॥ (১১কা. ১অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মৌদনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মৌদন। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্, জগতী, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

ইয়ং তে ধীতিরিদমু তে জনিত্রং গৃহ্ণাতু ত্বামদিতিঃ শূরপুত্রা।
পরা পুনীহি য ইমাং পৃতন্যবোঽস্যৈ রয়িং সর্ববীরং নি যচ্ছ॥ ১॥
উপশ্বসে দ্রুবয়ে সীদতা যূয়ং বি বিচ্যধ্বং যজ্ঞিয়াসস্তুষৈঃ
শ্রিয়া সমানানতি সর্বান্ৎস্যামাধস্পদং দ্বিষতস্পাদয়ামি॥ ২॥
পরেহি নারি পুনরেহি ক্ষিপ্রমপাং ত্বা গোষ্ঠোঽধ্যরুক্ষদ্ ভরায়।
তাসাং গৃহ্ণীতাদ্ যতমা যজ্ঞিয়া অসন্ বিভাজ্য ধীরীতরা জহীতাৎ॥ ৩॥
এমা অগুর্যোষিতঃ শুম্ভমানা উত্তিষ্ঠ নারি তবসং রভস্ব।
সুপত্নী পত্যা প্রজয়া প্রজাবত্যা ত্বাগন্ যজ্ঞঃ প্রতি কুম্ভং গৃভায়॥ ৪॥
ঊর্জো ভাগো নিহিতো যঃ পুরা ব ঋষিপ্রশিষ্টাপ আ ভরৈতাঃ।
অয়ং যজ্ঞো গাতুবিন্নাথবিৎ প্রজাবিদুগ্রঃ পশুবিদ্ ধীরবিদ্ বো অস্তু॥ ৫॥
অগ্নে চরুর্যজ্ঞিয়স্ত্বাধ্যরুক্ষচ্ছুচিস্তপিষ্ঠস্তপসা তপৈনম্।
আর্ষেয়া দৈবা অভিসংগত্য ভাগমিমং তপিষ্ঠা ঋতুভিস্তপন্তু॥ ৬॥
শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা আপশ্চরুমব সর্পন্তু শুভ্রাঃ।
অদুঃ প্রজাং বহুলান্ পশূন্ নঃ পক্তৌদনসা সুকৃতামেতু লোকম্॥ ৭॥
ব্রহ্মণা শুদ্ধা উত পূতা ঘৃতেন সোমস্যাংশবস্তণ্ডুলা যজ্ঞিয়া ইমে।
অপঃ প্র বিশত প্রতি গৃহ্ণাতু বশ্চরুরিমং পক্ত্বা সুকৃতামেব লোকম্॥ ৮॥
উরুঃ প্রথস্ব মহতা মহিম্না সহস্রপৃষ্ঠঃ সুকৃতস্য লোকে।
পিতামহাঃ পিতরঃ প্রজোপজাহং পক্তা পঞ্চদশস্তে অস্মি॥ ৯॥
সহস্রপৃষ্ঠঃ শতধারো অক্ষিতো ব্রহ্মৌদনো দেবযানঃ স্বর্গঃ।
অমূংস্ত আ দধামি প্রজয়া রেষয়ৈনান্ বলিহারায় মৃড়তান্মহ্যমেব॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে শূর্প (কুলা)! চাউল হ'তে তুষকে পৃথক করাই তোমার কর্ম। তোমাকে মিত্র, বরুণ, ধাতা ইত্যাদি দেবগণের মাতা অদিতি ঝাড়াই-বাছাই করণের নিমিত্ত হস্তে গ্রহণ করুন। এই পত্নীকে হত্যার নিমিত্ত যে শত্রু সৈন্য-সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করে, তাদের নিপাতিত করণের নিমিত্ত ব্রীহিরূপ ধন হ'তে অমঙ্গলরূপ ভূসিগুলি পৃথক ক'রে দাও এবং এই পত্নীকে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি যুক্ত ধন দান করো॥ ১॥ হে চাউল! তোমাদের সত্য ফলরূপ কর্মের নিমিত্ত প্রভূত করছি। তোমরা শূর্পে অবস্থান পূর্বক তুষসমূহ হ'তে পৃথক হয়ে যাও। তোমাদের প্রাপ্ত হয়ে শ্রীর (সম্পদের) দ্বারা আমরাও সমানজন্মা পুরুষবর্গকে অতিক্রম ক'রে যাবো এবং শত্রুগণকে পদদলিত করবো॥ ২॥ হে

Scanned with CamScanner

নারী! তুমি জলাশয় হ'তে জল সংগ্রহ ক'রে শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করো। জলকুম্ভ পূর্ণ ক'রে শিরে বহন পূর্বক সেই সময়ের মধ্যে গোষ্ঠে আগমন করো, যে সময়ে গাভীগণ জল পান ক'রে থাকে। এর মধ্যে যা যজ্ঞের যোগ্য জল তা ঘট ইত্যাদি পাত্রে গ্রহণ করো, অযজ্ঞীয় জল, ধীমতী তুমি, বিবেচনা পূর্বক পরিত্যাগ করো ॥ ৩॥ শোভন অলঙ্কার সংযুক্তা রমণীগণ জল বহন ক'রে উপস্থিত হয়েছে, হে পত্নী! তুমি আসন হ'তে উত্থিত হয়ে সেই জল গ্রহণ করো। তুমি সুন্দর পতিশালিনী এবং শোভন পুত্রযুক্ত সৌভাগ্যবতী, তুমি জলের কলশ গ্রহণ করো। এইরূপে এই যজ্ঞ তোমাকে উদকরূপের দ্বারা প্রাপ্ত হোক ॥ ৪॥ হে জলরাশি! পূর্বকালে ব্রহ্মা যে সারভূত ভাগকে তোমাদের নিমিত্ত পরিকল্পিত করেছিলেন, তা-ই এইস্থানে আনীত হবে। হে ভার্যা! তুমি এই সারভূত জলকে অজিনের উপর স্থাপিত করো। ঋষিদের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান এই ব্রহ্মোদন নামক যজ্ঞ স্বর্গপথ প্রদর্শন করিয়ে থাকে, বল দান ক'রে থাকে এবং পুত্র-পৌত্র গো-ইত্যাদি পশুসমূহকে প্রদানশালিনী হয়ে থাকে। হে যজমানের পত্নী ইত্যাদি! এই যজ্ঞ তোমাদের ঐসব ফলসমূহ প্রদানশালিনী হোক ॥ ৫॥ হে অগ্নি! হবি প্রস্তুতের নিমিত্ত তোমার উপর চরুস্থালী স্থাপিত হোক এবং তুমি আপন শুদ্ধ ও সন্তাপক তেজের দ্বারা একে তপ্ত করো। গোত্রপ্রবর্তক ঋষিগণের জ্ঞাতা আর্ষেয় ব্রাহ্মণগণ তথা ইন্দ্র ইত্যাদির সাথে সম্বন্ধিত দেবতাগণ আপন-আপন ভাগ প্রাপ্ত হয়ে একে (এই হবিঃ বা চরুকে) বসন্ত ইত্যাদি কালবিশেষে তপ্ত করুন ॥ ৬॥ এই যজ্ঞের যোগ্য নির্মল জলরাশি চরুস্থালীতে প্রবিষ্ট হোক। এই জলরাশি আমাদের পুত্র ইত্যাদি এবং পশুসমূহ প্রদান করুক। ব্রহ্মোদন পাককারী যজমান পুন্যবানগণের সুখের স্থান স্বর্গলোককে প্রাপ্ত হোন ॥ ৭॥ মন্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ এবং ঘৃতের দ্বারা পাককৃত দোষ রহিত হওনশালী এই চাউলগুলি সোমের অংশরূপ। হে চাউল সমুদায়! তোমরা যজ্ঞের যোগ্য, অতএব চরুস্থালীর মধ্যে রক্ষিত জলরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হও; এই ব্রহ্মোদন পাককারী যজমান পুণ্যলোক প্রাপ্ত হোন ॥ ৮॥ হে ওদন (অন্ন)! তোমরা সহস্র অবয়বশালী হয়ে আছো। তোমাদের দ্বারা আমাদের পিতৃ-পিতামহ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন সপ্ত পুরুষ এবং পুত্র-পৌত্র ও তাদেরও সন্তান ইত্যাদি অধস্তন সপ্ত পুরুষ (ভাবী বংশধরগণ) তোমার দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করুক, আর এর অতিরিক্ত আমিও, এই ব্রহ্মোদনের পাককারী যজমানও তোমার দ্বারা তৃপ্ত হয়ে পঞ্চদশ সংখ্যক পুরুষের পূরক হবো (অর্থাৎ ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ ও অধস্তন সাতপুরুষের মধ্যবর্তী আমাকে নিয়ে আমার পঞ্চদশ পুরুষ তৃপ্ত হোক) ॥ ৯॥ হে যজমান! তোমার দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান এই ব্রহ্মোদন নামক যজ্ঞ সহস্র শরীর এবং শতসংখ্যক ধারাযুক্ত। এ কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হবার নয়। এই ব্রহ্মোদন কর্মশালী যজমান ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। হে যজ্ঞ! আমি এই সজাতিগণকে তোমার সকাশে উপস্থিত করছি, তুমি তোমার উপায়নদ্রব্য হরণের কারণে তাদের পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদির সাথে উপক্ষীণ ক'রে দাও। তুমি আমাকে সর্বোৎকৃষ্টভাবে সুখী করো ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ইয়ং তে ধীতিঃ' ইতি সূক্তস্য ব্রহ্মৌদনসবে পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ। তত্র 'ইয়ং তে ধীতিঃ' ইতি প্রথমায়া ঋচঃ পূর্বার্ধর্চেন পরাপবনার্থং শূর্পং গৃহ্নীয়াৎ।...সূত্রিতং হি।...(কৌ, ৮/২, ৮/৯ ইত্যাদি॥ (১১কা. ১অ. ২সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি পূর্ব সূক্তের সাথে ব্রহ্মৌদন-সবে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণগণের ভোজনের নিমিত্ত কুলায় চাউল ঝাড়া, জল আনয়ন জলকুম্ভদাত্রী যজমান-পত্নীকে আহ্বান, দাতৃবাচন, চরুপাক ইত্যাদি যথাযথ সূত্রানুসারে করণীয় ॥ (১১কা. ১অ. ২সূ.) ॥

Scanned with CamScanner

তৃতীয় সূক্ত : ব্রহ্মৌদনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মৌদন। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্, জগতী, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

উদেহি বেদিং প্রজয়া বর্ধয়ৈনাং নুদস্ব রক্ষঃ প্রতরং ধেহ্যেনাম্।
শ্রিয়া সমানানতি সর্বান্ৎস্যামাধস্পদং দ্বিযতস্পাদয়ামি ॥ ১॥
অভ্যাবর্তস্ব পশুভিঃ সহৈনাং প্রত্যঙেনাং দেবতাভিঃ সহৈধি।
মা ত্বা প্রাপচ্ছপথো মাভিচারঃ স্বে ক্ষেত্রে অনমীবা বি রাজ ॥ ২॥
ঋতেন তষ্টা মনসা হিতৈষা ব্রহ্মৌদনস্য বিহিতা বেদিরগ্রে।
অংসদ্রীং শুদ্ধামুপ ধেহি নারি তত্রৌদনং সাদয় দৈবানাম্ ॥ ৩॥
অদিতের্হস্তাং স্রুচমেতাং দ্বিতীয়াং সপ্তঋষয়ো ভূতকৃতো যামকৃণ্বন্।
সা গাত্রাণি বিদুষ্যোদনস্য দর্বির্বেদ্যামধ্যেনং চিনোতু ॥ ৪॥
শৃতং ত্বা হব্যমুপ সীদন্ত দৈবা নিঃসৃপ্যাগ্নেঃ পুনরেনাম্ প্র সীদ।
সোমেন পূতো জঠরে সীদ ব্রহ্মণামার্যেয়াস্তে মা রিষন্ প্রাশিতারঃ ॥ ৫॥
সোম রাজন্ৎসংজ্ঞানমা বপৈভ্যঃ সুব্রাহ্মণা যতমে ত্বোপসীদান্।
ঋষীনার্যেয়াংস্তপসোঽধি জাতান্ ব্রহ্মৌদনে সুহবা জোহবীমি ॥ ৬॥
শুদ্ধাঃ পূতা যোষিতো যজ্ঞিয়া ইমা ব্রহ্মণাং হস্তেষু প্রপৃথক্ সাদয়ামি।
যৎকাম ইদমভিষিঞ্চামি বোঽহমিন্দ্রো মরুত্বান্ৎস দদাদিদং মে ॥ ৭॥
ইদং মে জ্যোতিরমৃতং হিরণ্যং পক্কং ক্ষেত্রাৎ কামদুঘা ম এষা।
ইদং ধনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ ॥ ৮॥
অগ্নৌ তুষানা বপ জাতবেদসি পরঃ কম্বুকাঁ অপ মৃড্টি দূরম্।
এতং শুশ্রুম গৃহরাজস্য ভাগমথো বিদ্ম নির্ঋতের্ভাগধেয়ম্ ॥ ৯॥
শ্রাম্যতাঃ পচতো বিদ্ধি সুন্বতঃ পন্থাং স্বর্গমধি রেহৈয়েনম্।
যেন রোহাৎ পরমাপদ্য যদ বয় উত্তমং নাকং পরমং ব্যোম ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে পক্কৌদন (পাকনিষ্পন্ন অন্ন)! তুমি বেদীতে হবিঃ রূপে স্থিত হওয়ার নিমিত্ত আগত হও এবং এই যজমান-পত্নীকে সন্তান ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ করো। যজ্ঞ-হিংসক রাক্ষসকে এই স্থান হ'তে অপসারিত ক'রে দাও এবং এই পত্নীকে প্রকৃষ্টতরভাবে পোষণ করো। আমরা সজাত পুরুষগণ অপেক্ষা অধিক শ্রী (অর্থাৎ ঐশ্বর্য) সম্পন্ন হয়ে তাদের অতিক্রম করেছি এবং আমি আমাদের শত্রুগণকে পদদলিত করছি ॥ ১॥ হে ব্রহ্মৌদন! তুমি যজমান ইত্যাদির সমান পশুবান্ হয়ে পূজ্য দেবতাগণের সাথে আগমন করো। হে যজমান দম্পতি! তোমরা যেন অপরের আক্রোশ প্রাপ্ত না হও। অন্যের দ্বারা কৃত (বা প্রেরিত) অভিচার কর্ম (মারণ-ক্রিয়া) তেমাদের নিকট না আগমন করতে পারে। তোমরা রোগ রহিত হয়ে ঐশ্বর্য ভোগ করতে থাকো ॥ ২॥ ব্রহ্মা এই বেদীকে রচনা করেছেন, হিরণ্যগর্ভ এটিকে স্থাপনা করেছেন। ঋষিগণ ব্রহ্মৌদনের নিমিত্ত এই

Scanned with CamScanner

বেদীর কল্পনা করেছিলেন। হে পত্নী! তুমি দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যবর্গের আশ্রয়স্বরূপ এই বেদীর সমীপে গমন করো এবং তার উপর দেবগণের অন্ন স্থাপন করো ॥ ৩॥ দেবমাতা অদিতির দ্বিতীয় হস্তস্বরূপ, হোমসাধনভূত যে স্রুক্‌কে (যজ্ঞীয় পাত্রকে) প্রাণীগণের স্রষ্টা সপ্তর্ষিগণ নির্মিত করেছেন, সেই দর্বী (যজ্ঞীয় স্রুক্ বা হাতা) অন্নের পক্ক দেহকে জ্ঞাত হয়ে (অর্থাৎ অন্ন ঠিকমতো পাক হয়েছে কিনা তা জ্ঞাত হয়ে) বেদীর উপর ব্রহ্মৌদনকে স্থাপন করুক ॥ ৪॥ হে পক্ক ওদন! তুমি হবনযোগ্য হওয়ায় তোমার সমীপে যজ্ঞার্হ দেবতাগণ আগত হবেন। তুমি অগ্নি হ'তে বহির্গত (বা উত্থিত) হয়ে তাঁদের প্রাপ্ত হও। দুগ্ধ, দধি ইতাদি অমৃতস্বরূপ পদার্থ ও সোমরসের দ্বারা শুদ্ধিকৃত হয়ে তুমি ব্রাহ্মণবর্গের উদরে গমন করো। এঁরা আপন-আপন গোত্র-প্রবরের জ্ঞাতা। তুমি এঁদের হিংসা করো না ॥ ৫॥ হে ব্রহ্মৌদন! তুমি রাজা সোমের সাথে সম্বন্ধিত। এই ব্রাহ্মণবর্গকে মোহে পাতিত করো না। যাঁরা তোমার সমীপে স্থিত, সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্যক জ্ঞান প্রদান করো। তপস্যা হ'তে উৎপন্ন (ভৃগু, অঙ্গিরা ইত্যাদি বংশীয়) এই যে ঋষিগণ তোমায় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের এবং শোভন আহ্বানা ঋষি-পত্নীগণকে বা মহিলা ঋষিগণকে (ঋষী) ব্রহ্মোদনের নিমিত্ত প্রাপ্ত করছি (বা পুনঃ পুনঃ আহ্বান করছি) ॥ ৬॥ আমি যজ্ঞের উপযুক্ত, নির্মল, পবিত্র করণশালিনী, পাপরহিত জলসমূহকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে প্রক্ষালনের নিমিত্ত প্রদান করছি (ঢেলে দিচ্ছি)। হে জলরাশি! আমি অভীষ্টের নিমিত্ত তোমাকে অভিসিঞ্চিত করছি, আমার সেই অভীষ্টকে মরুৎ-বর্গের মাধ্যমে ইন্দ্র পূর্ণ করুন ॥ ৭॥ এই নিধীয়মান (নিধিস্বরূপ) হিরণ্য (হিরণ্যসদৃশ ওদন) অবিনশ্বর, আমার জ্যোতি বা প্রকাশক (অর্থাৎ আমার স্বর্গ-মার্গের প্রকাশক। এই শুদ্ধ ওদন ধান যব ইত্যাদিযুক্ত ক্ষেত্র হ'তে প্রাপ্ত কামধেনু সদৃশ। আমি এই ওদনরূপ ধনকে দক্ষিণা-রূপে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করতে রত হয়েছি; এই ধন স্বর্গে কোটি-গুণ হয়ে যাক। তথা পিতৃগণের যে অভিপ্সিত স্বর্গ, এর দ্বারা সেই পুণ্যলোকের মার্গ প্রশস্ত (বা প্রস্তুত) করছি ॥ ৮॥ হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ! ব্রহ্মোদনের চাউলগুলি হ'তে পৃথক ক'রে তুষগুলিকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করো এবং ফলীকরণগুলিকে (কম্বূকগুলিকে) পাদের দ্বারা অপমার্জন করো। এই ফলীকরণগুলি গৃহাধিপতি বাস্তনাথের (বা বাস্তনাগের) ভাগরূপে নির্ধারিত—এই কথা অভিজ্ঞজনের নিকট হ'তে শ্রুত হওয়া যায়। তথা এটি নিঋতির (অর্থাৎ পাপদেবতার) হবির্ভাগ ব'লেও আমরা জ্ঞাত আছি ॥ ৯॥ হে ব্রহ্মৌদন! তুমি তপঃকরণশীল, ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত অন্নপাকের শ্রমের পর সর্ব যজ্ঞরূপ সোমাভিষবশালী, যজমানগণকে জ্ঞাত হয়ে তাঁদের স্বর্গমার্গে (স্বর্গ প্রাপ্তির পথে) আরোহণ করাও। পরে এঁরা যেন এই উৎকৃষ্ট শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে স্বর্গ-নামক পরমব্যোমে উপনীত হ'তে পারেন, এমনই করো ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উদেহি বেদিং' ইতি সূক্তস্য ব্রহ্মৌদনসবে 'অগ্নে জায়স্ব' (১১/১) ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।....ইত্যাদি। সূত্র—কৌ, ৮/২, ৮/৩, ৮/৪, ৮/৯ ইত্যাদি ॥ (১১কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

টীকা — এই সূক্তটিও পূর্ববৎ প্রথম সূক্তের সাথে ব্রহ্মৌদনসবে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে। এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা সূত্রানুসারে চরু-উদ্বাসন, চরুস্থালী প্রদক্ষিণ, চারিজন আর্ষেয় (ঋষিপ্রযুক্ত) ঋত্বিক্‌কে আসনে উপবেশনের জন্য আহ্বান, হস্ত প্রক্ষালনের নিমিত্ত উদক্ প্রদান, দাতৃবাচন ইত্যাদি কর্ম সাধনীয় ॥ (১১কা. ১অ. ৩সূ.) ॥

Scanned with CamScanner

চতুর্থ সূক্ত : ব্রহ্মৌদনম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মৌদন। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্, জগতী, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

বভ্রেরধ্বর্যো মুখমেতদ্ বি মৃড্ঢ্যাজ্যায় লোকং কৃণুহি প্রবিদ্বান্।
ঘৃতেন গাত্রানু সর্বা বি মৃড্ঢি কৃণ্বে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ ॥ ১॥
বভ্রে রক্ষঃ সমদমা বপৈভ্যোঽব্রাহ্মণা যতমে ত্বোপসীদান্।
পুরীষিণঃ প্রথমানাঃ পুরস্তাদার্ষেয়াস্তে মা রিষন্ প্রাশিতারঃ ॥ ২॥
আর্ষেয়েষু নি দধ ওদন ত্বা নানার্ষেয়াণামপ্যস্ত্যত্র।
অগ্নির্মে গোপ্তা মরুতশ্চ সর্বে বিশ্বে দেবা অভি রক্ষন্ত পক্কম্ ॥ ৩॥
যজ্ঞং দুহানং সদমিৎ প্রপীনং পুমাংসং ধেনুং সদনং রয়ীণাম্।
প্রজামৃতত্বমুত দীর্ঘমায়ু রায়শ্চ পোষৈরুপ ত্বা সদেম ॥ ৪॥
বৃষভোঽসি স্বর্গ ঋষীনার্ষেয়ান্ গচ্ছ।
সুকৃতাং লোকে সীদ তত্র নৌ সংস্কৃতম্ ॥ ৫॥
সমাচিনুষ্বানুসম্প্রয়াহ্যগ্নে পথঃ কল্পয় দেবযানান্।
এতৈঃ সুকৃতৈরনু গচ্ছেম যজ্ঞং নাকে তিষ্ঠন্তমধি সপ্তরশ্মৌ ॥ ৬॥
যেন দেবা জ্যোতিষা দ্যামুদায়ন্ ব্রহ্মৌদনং পক্কা সুকৃতস্য লোকম্।
তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং স্বরারোহন্তো অভি নাকমুত্তমম্ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে অধ্বর্যু! এই বভ্র অর্থাৎ ভরণশীল ওদনের মুখ অর্থাৎ উপরিভাগকে বিশেষ ভাবে শুদ্ধ করো, পুনরায় ওদনের মধ্যভাগে আজ্য ধারণের নিমিত্ত গর্তরূপ স্থান প্রস্তুত করো, তথা সকল স্থালীগত ওদনের অবয়বকে ঘৃত-সিঞ্চিত করো। যে মার্গ আমাদের পূর্বপুরুষগণের অভিলষিত স্বর্গলোকের প্রতি ঋজুভাবে চলে গিয়েছে, এই ওদনের দ্বারা আমরা সেই পথকে প্রস্তুত করছি ॥ ১॥ হে বভ্রে (ভরণশীল ব্রহ্মৌদন)! ব্রাহ্মণব্যতিরিক্ত ক্ষত্রিয় ইত্যাদি যারা প্রাশন হেতু তোমার সমীপবর্তী হয়েছে, তাদের রাক্ষসগণের সাথে যুদ্ধ-কলহে প্রবৃত্ত করো, তারা রাক্ষসকৃত পীড়া প্রাপ্ত হোক। এবং যে গোত্র-প্রবর ইত্যাদি জ্ঞাতা ঋষিগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁরা পুত্র-পৌত্র ও পশু ইত্যাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হোন। সেই প্রাশন করণশালী ব্রাহ্মণগণ, হে ওদন! যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হন ॥ ২॥ হে ওদন! আমি তোমাকে আর্ষেয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্থিত করছি। এই ব্রহ্মোদনে অনার্ষের (অর্থাৎ ঋষিগোত্রপবর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ) পুরুষগণের সম্ভাবনা (বা স্থান) নেই। অগ্নি, মরুৎ-বর্গ, বরুণ ইত্যাদি সকল দেবতা এই পাকের দ্বারা সংস্কৃত ব্রহ্মৌদনকে রক্ষা করণশীল হোন ॥ ৩॥ এই ব্রহ্মৌদন যজ্ঞসমূহের উৎপাদন করণশালী, প্রবৃদ্ধাত্মক, ধনের আধার এবং পুংরূপা (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) ধেনু। হে ব্রহ্মৌদন! আমরা তোমার দ্বারা পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি ধন-পুষ্টি এবং দীর্ঘ আয়ু (অমরণধর্মতা) প্রাপ্ত হবো ॥ ৪॥ হে ব্রহ্মৌদন! তুমি বৃষভ (অর্থাৎ কাম-বর্ষক); তুমি স্বর্গ-প্রাপ্ত করিয়ে থাকো; অতএব আর্ষেয় ব্রাহ্মণগণকে আমার দ্বারা প্রাপ্ত হও এবং পুনরায় পুণ্যাত্মাবর্গের

Scanned with CamScanner

স্বর্গে গমন করো। সেখানে আমাদের ও তোমার (ভোক্তৃভোক্তব্যাত্মক) সংস্কার হোক ॥ ৫॥ হে ওদন! তুমি সমাচয়ন (অর্থাৎ সকলের অঙ্গে সমূহীভবন) ক'রে গন্তব্যকে প্রাপ্ত হও। হে অগ্নি! এই ওদনের গমনের নিমিত্ত দেব-মার্গের (দেবতাগণের গমনের নিমিত্ত দেবযান পথের) রচনা করো এবং আমরাও সেই পথে সপ্তরশ্মিসমন্বিত আদিত্যমণ্ডলের উপরে স্থিত যজ্ঞের অনুগামী হবো॥ ৬॥ ব্রহ্মৌদন যজ্ঞের দ্বারাই ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ দেবযান মার্গ অবলম্বন ক'রে সুকৃত ফলস্বরূপ স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। এই হেতু দেবযান মার্গ নামে অভিহিত সেই হেন পথ ধ'রে আমরাও সবযজ্ঞাত্মক পুণ্যকর্মের ফলভূত সেই লোক প্রাপ্ত হবো। আমরা প্রথমে স্বর্গলোকে আরোহণ করবো, এবং তার পরে নাক পৃষ্ঠ নামক উৎকৃষ্টতম স্থানে স্থিত হবো ॥ ৭॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'বভ্রেরধ্বর্যো' ইতি সূক্তস্য ব্রহ্মৌদনসবে 'অগ্নে জায়স্ব' (১১/১) ইত্যনেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ।—ইত্যাদি ॥ (১১কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ইত্যাদি ব্রহ্মৌদনসবে পূর্ববর্তী সূক্তের মতো উল্লেখিত সূক্তানুসারে করণীয়। যেমন, এই সূক্তের প্রথম ঋক্‌টির দ্বারা ওদনের উপরিভাগে গর্ত করণ; আবার 'ঘৃতেন গাত্রা' এই পাদের দ্বারা যেমন স্থালীস্থ সমস্ত ওদন ঘৃতে সিঞ্চন করা হয়, তেমনই 'কৃণ্বে পন্থাং' এই চরম পাদে দাতৃবাচন করা হয়ে থাকে।—ইত্যাদি ॥ (১১কা. ১অ. ৪সূ.) ॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : রুদ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভব ইত্যাদি। ছন্দ : জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী।]

ভবাশর্বৌ মৃড়তং মাভি যাতং ভূতপতী পশুপতী নমো বাম্।
প্রতিহিতামায়তাং মা বি স্রাস্টং মা নো হিংসিষ্টং দ্বিপদো মা চতুষ্পদঃ ॥ ১॥
শুনে ক্রোষ্ট্রে মা শরীরাণি কর্তমলিক্লবেভ্যো গৃধ্রেভ্যো যে চ কৃষ্ণা অবিষ্যবঃ।
মক্ষিকাস্তে পশুপতে বয়াংসি তে বিঘসে মা বিদন্ত ॥ ২॥
ক্রন্দায় তে প্রাণায় যাশ্চ তে ভব রোপয়ঃ।
নমস্তে রুদ্র কৃন্মঃ সহস্রাক্ষায়ামর্ত্য ॥ ৩॥
পুরস্তাৎ তে নমঃ কৃন্ম উত্তরাদধরাদুত।
অভীবর্গাদ্ দিবস্পর্যন্তরিক্ষায় তে নমঃ ॥ ৪॥
মুখায় তে পশুপতে যানি চক্ষূংষি তে ভব।
ত্বচে রূপায় সন্দৃশে প্রতীচীনায় তে নমঃ ॥ ৫॥
অঙ্গেভ্যস্ত উদরায় জিহ্বায়া আস্যায় তে।
দদ্ভ্যো গন্ধায় তে নমঃ ॥ ৬॥
অস্ত্রা নীলশিখণ্ডেন সহস্রাক্ষেণ বাজিনা।
রুদ্রেণার্ধকঘাতিনা তেন মা সমরামহি ॥ ৭॥

Scanned with CamScanner

স নো ভবঃ পরি বৃণক্তু বিশ্বত আপ ইবাগ্নিঃ পরি বৃণক্তু নো ভবঃ।
মা নোঽভি মাংস্ত নমো অস্ত্বস্মৈ ॥ ৮॥
চতুর্নমো অষ্টকৃত্বো ভবায় দশ কৃত্বঃ পশুপতে নমস্তে।
তবেমে পঞ্চ পশবো বিভক্তা গাবে অশ্বাঃ পুরুষা অজাবয়ঃ ॥ ৯॥
তব চতস্রঃ প্রদিশস্তব দ্যৌস্তব পৃথিবী তবেদমুগ্রোর্বন্তরিক্ষম্।
তবেদং সর্বমাত্মন্বদ্ যৎ প্রাণৎ পৃথিবীমনু ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — (এইটি এবং এর পরবর্তী সূক্তদ্বয়ের দ্বারা ভৌম, অন্তরিক্ষ ইত্যাদির উৎপাত-দোষ নিবৃত্তির উদ্দেশে অষ্টমূর্তিধারী মহাদেবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপিত হচ্ছে। আগমশাস্ত্রে মহাদেবের এই অষ্টমূর্তি অনুক্রান্ত হয়েছে, যথা—শর্ব, পশুপতি, উগ্র, রুদ্র, ভব, ঈশ্বর, মহাদেব ও ভীম। এগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠকাণ্ডে 'অসদ্ বা ইদং অগ্র আসীৎ' (শ. ব্রা. ৬।১।১।১) ইত্যাদির মাধ্যমে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উপস্থিত এই সূক্তে ভব, শর্ব, পশুপতি, রুদ্র ও উগ্রের নিকট প্রার্থনা প্রজ্ঞাপিত হচ্ছে)—

হে ভব (সর্ব-জগতের সৃষ্টি ইত্যাদি কর্তা মহাদেব)! হে শর্ব (সংহার কালে সর্ব-জগতের লয়কারী মহাদেব)! তোমরা সুখ প্রদান করো। রক্ষার নিমিত্ত আমাদের অভিমুখে গমন করো। হে ভূতেশ্বরদ্বয় (প্রাণীবর্গের প্রভু)! হে পশুপতিদ্বয় (পশুগণের পালক)! আমি তোমাদের নমস্কার করছি। এতে প্রসন্ন হয়ে তোমরা আমাদের দিকে আপন বাণ নিক্ষেপ করো না এবং আমাদের দ্বিপদ (মনুষ্য), চতুষ্পদ (পশু)গণকেও সংহার করো না ॥ ১॥ হে ভব ও শর্বদেব! আমাদের দেহের মাংস যেন কুক্কুর, শৃগাল, শকুন-কাক ইত্যাদি যেন ভক্ষণ না করতে পারে। তোমাদের যে মক্ষিকা ও পক্ষীসমূহ আছে, তারা খাদ্যরূপে যেন আমাদের প্রাপ্ত না হয় ॥ ২॥ হে ভব! অন্তকালে সকলকে ক্রন্দন কারক তোমার শক্তি (বা শব্দ) এবং জগৎ প্রাণভূত তোমার মায়াময় মহিমাকে নমস্কার। হে ভব! তুমি জগতের সাক্ষীরূপ (নিরাবরণজ্ঞানরূপ) দেবতা, তুমি অমরণ-ধর্মশীল; তোমাকে আমরা নমস্কার করছি ॥ ৩॥ হে রুদ্র! পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তোমাকে আমরা নমস্কার করছি। আকাশের মধ্যে অবস্থিত হয়ে সকলকে নিয়ন্তারূপে প্রতিষ্ঠিত তোমাকে আমরা নমস্কার করছি ॥ ৪॥ হে ভবদেব! তোমার মুখ, চক্ষু, ত্বক ও নীলপীত বর্ণকে আমরা নমস্কার করছি। তোমার সমান রূপশালিনী দৃষ্টিকে ও প্রত্যগাতমরূপী (প্রতীচীনায়) তোমাকে নমস্কার। হে দেব! আমার নমস্কার গ্রহণ করো ॥ ৫॥ হে দেব! তোমার উদর, জিহ্বা, দন্ত, ঘ্রাণেন্দ্রিয় তথা অন্য অঙ্গসমূহের উদ্দেশে নমস্কার করছি ॥ ৬॥ নীলকেশশালী, সহস্রচক্ষুধারী, অশ্বসম বেগশালী, সেনাবর্গকে শীঘ্র হননকারী রুদ্রের দ্বারা আমরা যেন কখনও আহত না হই ॥ ৭॥ যে ভবদেবের মহিমা প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, তিনি আমাদের সকল উৎপাত হ'তে পৃথক্ রূপে রক্ষা করুন। অগ্নি যেমন জলকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ দহন করে না), ভবদেবও যেন সেইভাবে আমাদের পরিত্যাগ করুন (অর্থাৎ আমাদের হিংসা না করুন)। সেই ভবদেবকে নমস্কার ক'রি ॥ ৮॥ শর্বদেবকে চারিবার নমস্কার ও ভবদেবকে অষ্টবার নমস্কার। হে পশুপতি! তোমাকে দশবার নমস্কার। তোমার স্বভূত (অর্থাৎ তোমার দ্বারা উৎপাদিত) বিভিন্ন জাতীয় গো, অশ্ব, অজ, অবি ইত্যাদি একখুর বা দ্বিখুর পশু এবং মনুষ্যগণকে রক্ষা করো ॥ ৯॥ হে রুদ্র (রোদনকারক দেব)! তুমি প্রচণ্ড উগ্র (অর্থাৎ উদ্গূর্ণবল)। এই প্রাচী ইত্যাদি প্রধানভূতা চারিটি দিক, পৃথিবী ও ভূলোক তোমার স্বভূতা। এই

Scanned with CamScanner

পরিদৃশ্যমান বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষও তোমার অধীন। এই দিক্-বলয় ও লোকত্রয়, এই পরিদৃশ্যমান সব কিছু তোমার শরীররূপ। যা কিছু প্রাণনব্যাপার (অর্থাৎ জীবনধারণের ক্রিয়া), সবই তুমি। সকলের প্রতি অনুগ্রহকারী এই হেন তোমাকে নমস্কার ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'ভবাশর্বৌ মৃড়তং' ইত্যাদি সূক্তত্রয়ং অর্থসূক্তং। তেন অর্থসূক্তেন স্বস্ত্যয়নকামঃ আজ্য সমিৎপুরোডাশাদিশষ্কুল্যন্তানাং ত্রয়োদশদ্রব্যাণাং অন্যতমং জুহুয়াৎ! সর্বানি বা ত্রয়োদশ দ্রব্যানি জুহুয়াৎ। সূত্রিতং হি।....কৌ. ৭/১, ৭/২ ইত্যাদি ॥ (১১কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

টীকা — পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে—এই সূক্তটি এবং এর পরবর্তী দু'টি সূক্ত অর্থসূক্ত। এই তিনটি অর্থসূক্তের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন কামনায় আজ্য সমিৎ পুরোডাশ ইত্যাদি ত্রয়োদশ দ্রব্যের যে কোন একটি বা সবগুলির দ্বারা হোমে বিনিয়োগ কর্তব্য। তথা রুদ্র-ভূত-প্রেত-রাক্ষস-লোকপাল ইত্যাদির নিমিত্ত অভিঘাতের স্বস্ত্যয়নের নিমিত্ত সরূপ-বৎসা (তুল্য রূপশালিনী বৎসযুক্তা) গাভীর দুগ্ধে পক্বকৃত চরু তিনভাগে ভাগ ক'রে সমস্ত অর্থসূক্তের দ্বারা তিন রুদ্রদেবতার উদ্দেশে তিনটি আহুতির দ্বারা যজ্ঞ নির্বাপণ করণীয়। বলা হয়েছে 'মাংসমুখাগ্রপতনলক্ষণাদ্ভূত' শান্তির নিমিত্তও এই অর্থসূক্তের দ্বারা রুদ্রের উদ্দেশে আজ্যাহুতি সমর্পণের বিধান আছে। তথা অগ্নিচয়নে এই অর্থসূক্তের দ্বারা অনুমন্ত্রণে বিনিয়োগ হয়। তথা সর্বকামনা প্রাপ্তির নিমিত্ত বা শান্তির নিমিত্ত ক্রিয়মানে লক্ষহোমে এই অর্থসূক্তের বিনিয়োগ হয় ॥ (১১কা. ১অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : রুদ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভব ইত্যাদি। ছন্দ : জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী।]

উরুঃ কোশো বসুধানস্তবায়ং যস্মিন্নিমা বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ।
স নো মৃড় পশুপতে নমস্তে পরঃ ক্রোষ্টারো অভিভাঃ
শ্বানঃ পরো যন্ত্বঘরুদো বিকেশ্যঃ ॥ ১॥
ধনুর্বিভর্ষি হরিতং হিরণ্যয়ং সহস্রঘ্নি শতবধং শিখণ্ডিনম্।
রুদ্রস্যেষুশ্চরতি দেবহেতিস্তস্যৈ নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥ ২॥
যোঽভিযাতো নিলয়তে ত্বাং রুদ্র নিচিকীর্ষতি।
পশ্চাদনুপ্রযুঙ্ক্ষে তং বিদ্ধস্য পদনীরিব ॥ ৩॥
ভবারুদ্রৌ সযুজা সংবিদানাবুভাবুগ্রৌ চরতো বীর্যায়।
তাভ্যাং নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥ ৪॥
নমস্তেঽস্তায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে রুদ্র তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥ ৫॥
নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর্নমো রাত্র্যা নমো দিবা।
ভবায় চ শর্বায় চোভাভ্যামকরং নমঃ ॥ ৬॥

Scanned with CamScanner

সহস্রাক্ষমতিপশ্যং পুরস্তাদ্ রুদ্রমস্যন্তং বহুধা বিপশ্চিতম্।
মোপারাম জিহ্বয়েয়মানম্ ॥ ৭॥
শ্যাবাশ্বং কৃষ্ণমসিতং মৃণন্তং ভীমং রথং কেশিনঃ পাদয়ন্তম্।
পূর্বে প্রতীমো নমো অস্ত্বস্মৈ ॥ ৮॥
মা নোঽভি স্রা মত্যং দেবহেতিং মা নঃ ক্রুধঃ পশুপতে নমস্তে।
অন্যত্রাস্মদ্ দিব্যাং শাখাং বি ধূনু ॥ ৯॥
মা নো হিংসীরধি নো ব্রূহি পরি ণো বৃঙ্গ্ধি মা ক্রুধঃ।
মা ত্বয়া সমরামহি ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে পশুপতি (পশুগণের পালকরূপী মহাদেব)! নিবাসের কারণরূপ কর্ম (অর্থাৎ পাপপুণ্যরূপ কর্ম) যে স্থানে ধৃত হয়, সেই অণ্ডকটাহাত্মক কোশ তোমারই। এরই মধ্যে এই পরিদৃশ্যমান সকল প্রাণী নিবাস ক'রে থাকে। তুমি আমাদের সুখ প্রদান করো। তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে ক্রোশনশীল শৃগালেরা ও মাংসভক্ষক কুক্কুরগুলি আমাদের নিকট হ'তে দূরদেশে গমন করুক। রোদনকারিকা অমঙ্গলকারিণী বিকীর্ণকেশা পিশাচিনীগণও অন্যত্র গমন করুক ॥ ১॥ হে রুদ্র! তুমি সংহারকালে সংহারাত্মক ধনু ধারণ ক'রে থাকো। সেই হরিতবর্ণ, হিরণ্ময় ধনু সহস্র সংখ্যককে একই সঙ্গে হননক্ষম, শতসংখ্যক প্রাণীজাতের মারক (অথবা অপরিমিত সংখ্যক বিশ্বকে সংহারক্ষম)। তোমার সেই ধনুকে প্রণাম। রুদ্রের বাণ সকল দিকে অবাধ গতিতে ধাবিত হয়ে থাকে। এই বাণ দেবহেতি অর্থাৎ দেবতাগণের সম্বন্ধিনী শক্তির মতো, আমাদের দিক হ'তে যে দিকেই এই বাণ অবস্থান করুক, সেই দিকেই সেই বাণকে আমরা নমস্কার করছি ॥ ২॥ হে রুদ্র! যে পুরুষ অসমর্থ হয়ে তোমার সম্মুখ হ'তে পলায়ন করে, সেই অপরাধীকে তুমি উচিত দণ্ড দিতে সমর্থ । তার দৃষ্টান্ত, শস্ত্রহত পুরুষের লুক্কায়িত চিহ্নের দ্বারা তার নিবাস স্থানে উপনীত হয়ে হনন করা হয়; তুমি তেমনই ক'রে থাকো ॥ ৩॥ ভব ও রুদ্র দু'জনেই সমান মতি সম্পন্ন, এবং পরস্পর মিত্র-রূপে বিরাজমান। সেই প্রচণ্ড পরাক্রমী দুই মূর্তিই কারো দ্বারা অভিভূত না হয়ে আপন শির প্রকট ক'রে পরিক্রমণ ক'রে থাকেন। তাঁদের নমস্কার। যে দিকেই তাঁরা বিরাজমান আছে, সেই দিকেই তাঁদের উদ্দেশে আমাদের প্রণাম প্রাপ্ত হোক ॥ ৪॥ হে রুদ্র! আমাদের সম্মুখভাগে আগমনশীল তোমাকে নমস্কার, আমাদের দিক হ'তে প্রত্যাগমনশীল তোমাকে নমস্কার। এইরকম আগমন ও পরাগমন ব্যাতিরিক্ত তুমি যেস্থানেই উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হয়ে আছো, সেই স্থানস্থায়ী তোমাকে আমাদের নমস্কার ॥ ৫॥ হে রুদ্র তোমাকে সায়ংকালে, প্রাতঃকালে, রাত্রিতে বা দিবাতেও আমরা নমস্কার করছি। ভব ও শর্ব, পরস্পর অনুরাগযুক্ত, এই দুই দেবতাকে আমরা নমস্কার করছি ॥ ৬॥ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সহস্র নেত্রশালী, মেধাবী, অসংখ্য বাণ নিক্ষেপকারী এবং জিহ্বাগ্রে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্তকারী রুদ্রের সম্মুখে আমরা উপনীত হবো না ॥ ৭॥ কপিশবর্ণ অশ্বশালী, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারী, ভয়ঙ্কর স্বভাবশালী, কেশী নামক দৈত্যের রথকে ভূমিতে নিক্ষেপকারী, সেই রুদ্রদেবকে আপন-রক্ষকরূপে জ্ঞাত স্তোতৃগণের পূর্ব হ'তেই আমরা জ্ঞাত আছি। সেই হেন রুদ্রদেবের উদ্দেশে আমাদের নমস্কার ॥ ৮॥ হে রুদ্র! আমরা মরণধর্মশীল মনুষ্য, আমাদের উপর তোমার আপন দেবসম্বন্ধী আয়ুধরূপী বজ্রাত্মক বাণ নিক্ষেপ করো না। আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ো না। অন্যদেশে বিস্তৃত শাখার ন্যায় আপন দিব্যাস্ত্রকে নিক্ষিপ্ত করো। তোমার উদ্দেশে আমরা

Scanned with CamScanner

নমস্কার করছি ॥ ৯॥ হে রুদ্র! আমাদের প্রতি হিংসাত্মকভাব পোষণ করো না। আমাদের আপন অনুগ্রহের যোগ্য ব'লে সংজ্ঞা (অধিবচনং) প্রদান করো। আমাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়ো না। তোমার শাস্ত্রসমূহ আমাদের হ'তে পৃথক্ থাকুক। আমরা তোমার ক্রুদ্ধ ভাবের সাথে যেন মিলিত না হই ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উরুঃ কোশঃ' ইত্যস্য সূক্তস্য পূর্বসূক্তেন সহ উক্তো বিনিয়োগঃ ॥ (১১কা. ১অ. ৬সূ.) ॥

টীকা — পূর্ববর্তী সূক্তের মতোই এই সূক্তের বিনিয়োগ করণীয়।

প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকেই শিব বা রুদ্র বা মহাদেবের চিহ্ন বা সূচকরূপে লিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থই চিহ্ন বা সূচক। সুতরাং বৈদিক যুগে প্রধান প্রধান দেবতার স্তুতির মধ্যেই শিবের বা রুদ্রের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তাঁকে দেবগণের আদিদেব মহাদেব অর্থাৎ দেবাদিদের মহেশ্বর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে ॥ (১১কা. ১অ. ৬সূ.) ॥

◆

সপ্তম সূক্ত : রুদ্রঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভব ইত্যাদি। ছন্দ : জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, শক্করী।]

মা নো গোষু পুরুষেষু মা গৃধো নো অজাবিষু।
অন্যত্রোগ্র বি বর্তয় পিয়ারুণাং প্রজাং জহি ॥ ১॥
যস্য তক্মা কাসিকা হেতিরেকমশ্বস্যেব বৃষণঃ ক্রন্দ এতি।
অভিপূর্বং নির্ণয়তে নমো অস্ত্বস্মৈ ॥ ২॥
যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠতি বিষ্টভিতোঽযজ্বনঃ প্রমৃণন্ দেবপীয়ূন্।
তস্মৈ নমো দশভিঃ শক্করীভিঃ ॥ ৩॥
তুভ্যমারণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতা হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
তব যক্ষং পশুপতে অপ্স্বন্তস্তুভ্যং ক্ষরন্তি দিব্যা আপো বৃধে ॥ ৪॥
শিংশুমারা অজগরাঃ পুরীকয়া জষা মৎস্যা রজসা যেভ্যো অস্যসি।
ন তে দূরং ন পরিষ্ঠাস্তি তে ভব সদ্যঃ সর্বান্ পরি
পশ্যসি ভূমিং পূর্বস্মাদ্ধংস্যুত্তরস্মিন্ সমুদ্রে ॥ ৫॥
মা নো রুদ্র তক্মনা মা বিষেণ মা নঃ সং স্রা দিব্যেনাগ্নিনা।
অন্যত্রাস্মদ্ বিদুজতং পাতয়ৈতাম্ ॥ ৬॥
ভবো দিবো ভব ঈশে পৃথিব্যা ভব আ পপ্র উর্বন্তরিক্ষম্।
তস্মৈ নমো যতমস্যাং দিশীতঃ ॥ ৭॥
ভব রাজন্ যজমানায় মৃড় পশূনাং হি পশুপতির্বভূথ।
যঃ শ্রদ্দধাতি সন্তি দেবা ইতি চতুষ্পদে দ্বিপদেঽস্য মৃড়ে ॥ ৮॥

Scanned with CamScanner

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা নো
বহন্তমুত মা নো বক্ষ্যতঃ।
মা নো হিংসীঃ পিতরং মাতরং চ স্বাং তন্বং রুদ্র মা রীরিযো নঃ ॥ ৯॥
রুদ্রস্যৈলবকারেভ্যোঽসংসূক্তগিলেভ্যঃ।
ইদং মহাস্যেভ্যঃ শ্বভ্যো অকরং নমঃ ॥ ১০॥
নমস্তে ঘোষিণীভ্যো নমস্তে কেশিনীভ্যঃ।
নমো নমস্কৃতাভ্যো নমঃ সম্ভুঞ্জতীভ্যঃ।
নমস্তে দেব সেনাভ্যঃ স্বস্তি নো অভয়ং চ নঃ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — হে রুদ্র! আমাদের গো, পুত্র, ভৃত্য ইত্যাদির প্রতি হিংসা-কামনা করো না। সেই রকমই, আমাদের মেষ ও ছাগসমূহের প্রতিও হিংসা কামনা করো না। তুমি আপন অস্ত্র-শস্ত্রগুলিকে দেববিরোধীগণের উপর নিক্ষেপ পূর্বক তাদের সন্তান ইত্যাদিকেই বিনষ্ট করো ॥ ১॥ রুদ্রদেবের যে আয়ুধ-রূপ আর্তস্বরকরী পীড়াময় কাস ও জ্বর ইত্যাদি ব্যাধিগুলি বর্তমান, সেগুলি সেচন-সমর্থ অশ্বের হ্রেষার ন্যায় অপকারী (বা অপরাধী) পুরুষগণেরই প্রাপ্য হোক। সেই অস্ত্র-শস্ত্র পূর্ব পূর্ব অপরাধীর কর্মকে লক্ষ্য ক'রে যারা যোগ্যরূপে প্রতীত হয়, তাদের নিঃশেষে বিনাশ ক'রে থাকে। এই হেন সেই জ্বর ইত্যাদি উপদ্রবকারী রুদ্র দেবতার উদ্দেশে আমরা নমস্কার করছি ॥ ২॥ যে রুদ্রদেবতা নিরাধার প্রদেশে (অন্তরিক্ষে) অবস্থান পূর্বক অযজ্ঞকারী (বা অজ্ঞানী) জনকে সংহার ক'রে থাকেন, আমরা সেই রুদ্রের উদ্দেশে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম করছি ॥ ৩॥ হে পশুপতি! শার্দূল, মৃগ, শ্যেন, হংস, শকুন, বাজ ইত্যাদি বনচর পশু ও বনবিহারী পক্ষীগণকে তোমার ভাগের নিমিত্ত বিধাতা নির্ধারণ করেছেন; তুমি এদের আপন ইচ্ছানুসারে স্বীকার করো (অর্থাৎ আমাদের গ্রাম্য পশুগণের প্রতি দৃষ্টি দিও না বা তাদের বিনাশ করো না)। তোমার পূজনীয় রূপ জলের মধ্যে স্থিত রয়েছে। এই নিমিত্ত তোমাকে অভিষিক্ত করতে দিব্য জল প্রবাহমান হয়ে চলেছে। (অর্থাৎ আমাদের উপভোগ্য উদকও স্পর্শ করো না) ॥ ৪ ॥ হে রুদ্র! শিংশুমার (জলজন্তু বিশেষ, শিশুমার বা শুশুক), অজগর (বিরাটায়তন সর্পবিশেষ), পুরীকয় ইত্যাদি (জলচর প্রাণীবিশেষ), জয, মৎস্য ইত্যাদি জলচরও তোমার নিমিত্ত ভাগরূপে নির্ধারিত হয়েছে, তাদের উদ্দেশে তুমি আপন তেজরূপ শস্ত্র নিক্ষিপ্ত করো। হে ভব! তুমি সর্বগত, তোমা হ'তে দূর ব'লে কিছু নেই। তুমি ক্ষণমুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীকে দেখতে এবং পুরোবর্তী সমুদ্র হ'তে উত্তর-দিক্‌বর্তী সমুদ্রে পৌঁছাতে পারো ॥ ৫॥ হে রুদ্র! তুমি আমাদের জ্বর ইত্যাদি ব্যাধিরূপ অস্ত্রের সাথে মিলিত (বা সংযুক্ত) করো না, এবং স্থাবর-জঙ্গম হ'তে উদ্ভূত প্রাণঘাতী বিষের সাথেও মিলিত করো না। আকাশের বিদজৎরূপ অগ্নির সাথেও আমাদের যুক্ত করো না। তোমার আয়ুধ স্বরূপ বিদ্যোতমান অশনিকে অন্যত্র (অর্থাৎ আরণ্য পশু ইত্যাদি উপর) প্রক্ষিপ্ত করো, আমাদের উপর নয় ॥ ৬॥ ভবদেবতা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অধিপতি, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে স্থিত অন্তরিক্ষকে তিনিই আপন তেজের দ্বারা যুক্ত ক'রে থাকেন। ত্রৈলোক্যব্যাপী এই হেন ভবদেব যে দিকেই থাকুন, তাঁর উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি ॥ ৭ ॥ হে ভব! হে সকলের অধিপতি! তোমার উদ্দেশে যজ্ঞকারী যজমানকে যজমানকে সুখ প্রদান করো। তুমি পশুপতিরূপে গো, অশ্ব প্রভৃতি বহু পশুর পালক। যে পুরুষ ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণকে আপন রক্ষক ব'লে মনে করেন, সেই শ্রদ্ধাশীল জনের চতুষ্পদ গো ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

পশুকে এবং দ্বিপদ পুত্র-ভৃত্য ইত্যাদিকে সুখ প্রদান করো ॥ ৮॥ হে রুদ্র! আমাদের জ্যেষ্ঠ গণকে (অর্থাৎ পিতা-মাতা প্রমুখ বৃদ্ধজনদের), ভারবহনক্ষম মধ্যবয়স্কদের (অর্থাৎ ভ্রাতা, পুত্র, ভৃত্য প্রমুখ যুবজনদের), অথবা আমাদের কনিষ্ঠবর্গকে (অর্থাৎ শিশুদের) প্রতি হিংসা (বা সংহার) করো না, এবং আমাদের শরীরের প্রতিও হিংসা করো না ॥ ৯॥ রুদ্রের প্রেরণাযুক্ত কর্মকারী প্রমথগণকে নমস্কার করছি, অশোভনভাষীবর্গকে দণ্ডদানকারী রুদ্রের গণকে (অর্থাৎ গণশক্তিকে) নমস্কার করছি। মৃগয়ার নিমিত্ত কিরাত-বেশধারী বিরাট মুখবিবর সম্পন্ন ভবের কুক্কুরগণকে নমস্কার করছি ॥ ১০॥ হে রুদ্র! তোমার প্রভূত ঘোষযুক্ত সেনাদের উদ্দেশে নমস্কার, তোমার বিপরীতাকৃতিকেশযুক্ত বা বিকীর্ণকেশশালী সেনাগণের উদ্দেশে নমস্কার, তোমার চণ্ডেশ্বর ইত্যাদি সেনাদের উদ্দেশে নমস্কার, তোমার সহ-ভোজনকারী সেনাদের উদ্দেশে নমস্কার। হে রুদ্র! তোমার উক্তব্যতিরিক্ত সেনাদের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি। হে দেব! তোমার প্রসাদে আমাদের স্বস্তি (অর্থাৎ ক্ষেম বা মঙ্গল) ও অভয় (অর্থাৎ ভয়রাহিত্য) ঘটুক ॥ ১১॥

টীকা — এই সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্বসূক্তবৎ। স্বস্তিশব্দযোগে স্বস্ত্যয়নকর্মগুলির বিনিয়োগ করণীয়। লিঙ্গানুসারের দ্বারা সর্বত্র বিনিয়োগ দ্রষ্টব্য ॥ (১১কা. ১অ. ৭সূ.) ॥

◆◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ওদনঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : বার্হস্পত্যৌদন। ছন্দ : গায়ত্রী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, জগতী, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্]

তস্যৌদনস্য বৃহস্পতিঃ শিরো ব্রহ্ম মুখম্ ॥ ১॥
দ্যাবাপৃথিবী শ্রোত্রে সূর্য চন্দ্রমসাবক্ষিণী সপ্তঋষয়ঃ প্রাণাপানাঃ ॥ ২॥
চক্ষুর্মুসলং কাম উলূখলম্ ॥ ৩॥
দিতিঃ শূর্পমদিতিঃ শূর্পগ্রাহী বাতোঽপাবিনক্ ॥ ৪॥
অশ্বাঃ কণা গাবস্তণ্ডুলা মশকাস্তুষাঃ ॥ ৫॥
কব্রু ফলীকরণাঃ শরোঽভ্রম্ ॥ ৬॥
শ্যামময়োঽস্য মাংসানি লোহিতমস্য লোহিতম্ ॥ ৭॥
ত্রপু ভস্ম হরিতং বর্ণঃ পুষ্করমস্য গন্ধঃ ॥ ৮॥
খলঃ পাত্রং স্ফ্যাবংসাবীষে অনূক্যে ॥ ৯॥
আন্ত্রাণি জত্রবো গুদা বরত্রাঃ ॥ ১০॥
ইয়মেব পৃথিবী কুম্ভী ভবতি রাধ্যমানস্যৌদনস্য দ্যৌরপিধানম্ ॥ ১১॥
সীতাঃ পর্শবঃ সিকতা উবধ্যম্ ॥ ১২॥
ঋতং হস্তাবনেজনং কুল্যোপসেচনম্ ॥ ১৩॥
ঋচা কুম্ভ্যধিহিতার্ত্বিজ্যেন প্রেষিতা ॥ ১৪॥

Scanned with CamScanner

ব্রহ্মণা পরিগৃহীতা সাম্না পর্য়ূঢ়া ॥ ১৫॥
বৃহদাযবনং রথন্তরং দর্বিঃ ॥ ১৬॥
ঋতবঃ পক্তার আর্তবাঃ সমিন্ধতে ॥ ১৭॥
চরুং পঞ্চবিলমুখং ঘর্মোঽভীন্ধে ॥ ১৮॥
ওদনেন যজ্ঞবচঃ সর্বে লোকাঃ সমাপ্যাঃ ॥ ১৯॥
যস্মিন্‌ৎসমুদ্রো দ্যৌর্ভূমিস্ত্রয়োঽবরপরং শ্রিতাঃ ॥ ২০॥
যস্য দেবা অকল্পন্তোচ্ছিষ্টে ষড়শীতয়ঃ ॥ ২১॥
তং ত্বৌদনস্য পৃচ্ছামি যো অস্য মহিমা মহান্ ॥ ২২॥
স য ওদনস্য মহিমানং বিদ্যাৎ ॥ ২৩॥
নাল্প ইতি ব্রয়ান্নানুপসেচন ইতি নেদং চ কিং চেতি ॥ ২৪॥
যাবদ্ দাতাভিমনস্যেত তন্নাতি বদেৎ ॥ ২৫॥
ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি পরাঞ্চমোদনং প্রাশীঃ প্রত্যঞ্চামিতি ॥ ২৬॥
ত্বমোদনং প্রাশীস্ত্বমোদনা ইতি ॥ ২৭॥
পরাঞ্চং চৈনং প্রাশীঃ প্রাণাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ ॥ ২৮॥
প্রত্যঞ্চং চৈনং প্রাশীরপানাস্ত্বা হাস্যন্তীত্যেনমাহ ॥ ২৯॥
নৈবাহমোদনং ন মামোদনঃ ॥ ৩০॥
ওদন এবৌদনং প্রাশীৎ ॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ — এই বিরাডাত্মক ভাবনীয় ওদনের শির হলো বৃহস্পতিদেব। তারও কারণভূত যে ব্রহ্ম, তিনি এর মুখ ॥ ১॥ আকাশ ও পৃথিবী এই ওদনের দুই কর্ণস্বরূপ; সূর্য ও চন্দ্র এর দুই নেত্রস্বরূপ এবং মরীচি, অত্রি প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ তার প্রাণ ও অপান বায়ুস্বরূপ। (এখানে প্রাণবায়ু অর্থে নিশ্বাস ও অপানবায়ু অর্থে প্রশ্বাস) ॥ ২॥ এই ওদনের উপাদান রূপ ব্রীহিবহনের জন্য যে মুসল (ঢেঁকির মোনা) নির্মিত, তা হলো তার চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং উদূখল (উলূখল অর্থাৎ ধান্য ইত্যাদি কণ্ডনের নিমিত্ত পাত্রবিশেষ) এর কাম (অর্থাৎ অভিলাষ)। (উদূখলে ধান রেখে মুসলপ্রহারে পরিষ্কার করা হয়) ॥ ৩॥ অসুরমাতা দিতিই শূর্প (অর্থাৎ কুলা) এবং যিনি সেই শূর্পকে ধারণকারিণী (বা চালনকারিণী), তিনি দেবমাতা অদিতি। এবং বায়ু হলো ধান ও চাউলের বিবেচয়িতা (অর্থাৎ পৃথক্‌কারী) ॥ ৪॥ ওদনের কণা হলো অশ্ব, ওদনের উপাদানভূত তণ্ডুল হলো গো এবং পৃথকীকৃত হয়ে যাওয়া তুষ হলো ক্ষুদ্রজন্তু মশকস্বরূপ ॥ ৫॥ ফলীকরণ হলো কব্রু বা কভ্রু। (যে প্রাণীর মস্তক ও ভ্রূর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না, সেইরকম প্রাণীর ভাবনীয় হলো ফলীকরণ)। অন্তরিক্ষে সঞ্চরণশীল মেঘ এর শির ॥ ৬॥ শ্যামবর্ণ যে লৌহ অর্থাৎ খনিত্র ইত্যাদি উপাদান তা এই বিরাডাত্মক ওদনের মাংস এবং লোহিত বর্ণ যে তাম্রাত্মক ধাতু এই লোকে দেখা যায়, সেই সবই এই ওদনের রক্ত ॥ ৭॥ ওদন পাকের পর যে ভস্ম থেকে যায়, তা হচ্ছে ত্রপু অর্থাৎ সীসা; ওদনের যে হেম বর্ণ তা-ই স্বর্ণ। ওদনেলর গন্ধ হলো কমল। ব্রীহি ইত্যাদি ধান্যের খড়গুলিকে পৃথক করার স্থানই হলো এর পাত্র; ধান্য ধারণের শকটের দু'টি অবয়ব এর অংস (বা স্কন্ধ), ঈষাদ্বয় (অর্থাৎ লাঙ্গলের দণ্ডদ্বয়) এর অনূক্য (অর্থাৎ স্কন্ধের বা দেহের সন্ধি); ওদন-সম্বন্ধি শকটে যোজিত

Scanned with CamScanner

বৃষভের কণ্ঠে আবদ্ধ রজ্জুগুলি এর অন্ত্র (নাড়ীভুঁড়ি) এবং শকট -লাঙ্গল যোজনের চর্মময় রজ্জুদ্বয় এর দুই গুহ্যস্থান (লিঙ্গ ও পায়ু) ॥ ৮-১০॥ এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবী (অর্থাৎ বিস্তীর্ণা ভূমি)ত্র রাধ্যমান (অর্থাৎ রন্ধন করা হচ্ছে, এমন) ওদনের কুম্ভী (অর্থাৎ পাকার্থ হাঁড়ি বা স্থালী); আকাশ এই কুম্ভীমুখের আচ্ছাদন-পাত্র (ঢাকনা বা সরা) ॥ ১১॥ সীতা (অর্থাৎ কর্ষণোৎপন্না বীজবপনার্থ লাঙ্গল-পদ্ধতিসমূহ) এই ওদনের পার্শ্বস্থ অস্থি এবং নদীসমূহের বালুকারাশি তার অর্ধজীর্ণ তৃণাত্মক উদরগত শকৃৎ (অর্থাৎ বিষ্ঠা) ॥ ১২॥ লোকে বিদ্যমান জলসমূহ এই ওদনের প্রক্ষালনের জন্য, এবং ক্ষুদ্রকায় নদীসমূহের সমস্ত জল এর উপসেচন (অর্থাৎ মিশ্রণসাধনরূপ) ॥ ১৩॥ উদীরিতলক্ষণা এই ওদনের পাকের নিমিত্ত কুম্ভী ঋগ্বেদের দ্বারা অগ্নিতে স্থাপিতা, সেই সম্পর্কিত কর্ম-প্রতিপাদকের দ্বারা (অর্থাৎ যজুর্বেদের দ্বারা) তা প্রেরিতা, ব্রহ্মবেদের দ্বারা (অর্থাৎ আথর্বণের দ্বারা) সর্বতোভাবে পরিগৃহীতা এবং সামবেদের দ্বারা অঙ্গারে পরিবেষ্টিতা (অর্থাৎ কুম্ভীর চতুর্দিকে অঙ্গার সংযুক্ত হয়ে আছে) ॥ ১৪-১৫॥ বৃহৎ সাম হলো জলে প্রক্ষিপ্ত তণ্ডুলসমূহের মিশ্রণসাধন কাষ্ঠ (অর্থাৎ তণ্ডুলে ও জলে মিশ্রিত করণের নিমিত্ত কাষ্ঠনির্মিত যজ্ঞীয় খন্তী) এবং রথন্তর সাম হলো ও ওদন উদ্ধারসাধন দর্বি (যজ্ঞীয় হাতা) ॥ ১৬॥ বসন্ত ইত্যাদি ঋতু সমুদায় এই ওদনের পাকক্রিয়ার কর্তা। ঋতুসম্বন্ধি অহোরাত্রগুলি বা সেই সেই ঋতুতে জায়মান প্রাণীবিশেষ একে সন্দীপিত করছে। (ঋতুগণই এই ওদনের পাক-কর্তা; কারণ 'সর্বজগদাত্মকৌদন-পাকস্য কালাধীনত্বাৎ নান্যঃ পক্তুং শক্লোতীত্যর্থঃ'—সায়ণাচার্য) ॥ ১৭॥ (চরু শব্দে ওদন কিংবা ওদনপাকের স্থালীও বোঝায়)—এই চরুর পাঁচটি বিভিন্ন মুখ। (কারণ এটি গো-অশ্ব-মনুষ্য-মেষ-ছাগ এই পাঁচটি পশুর উৎপত্তির হেতুভূত—১১/১/৫)। অতএব এই হেন চরু বা স্থালীকে তেজস্বী আদিত্য তাপিত করছেন ॥ ১৮॥ অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞের দ্বারা যে লোক-প্রাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে, সেই সব লোক এই মহাপ্রভাবশালী পক্ক ওদনের দ্বারা সম্যক্ প্রাপ্তি সম্ভব হয়ে থাকে ॥ ১৯॥ যে ওদনের নিম্নে ও উপরে পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশ স্থিত হয়ে আছে, এ ওদন তা-ই ॥ ২০॥ যে ওদনের উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ যাগাবশিষ্ট অংশে ষড়্গুণিতাশীতিসংখ্যক (৪৮০ সংখ্যক) দেবতা বীর্যবন্ত হয়েছেন, হে গুরুদেব! সেই ওদনের যে মহিমা তা আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করছি ॥ ২১-২২॥ উদীরিত লক্ষণ এই ওদনের মহিমাকে যে গুরু জ্ঞাত আছেন, তিনি উপদেশ দেওয়ার সময়ে এর মহিমাকে অল্প বলেন না এবং এও বলেন না যে, এই ওদনে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ইত্যাদির অবশ্যকতা নেই। এটির পুরোবর্তীত্ব নির্দেশ করেন না, আবার এটিকে অনির্দিষ্টরূপেও বলেন না। (অর্থাৎ কেবল এটির মাহাত্ম্যটুকুই ব'লে থাকেন) ॥ ২৩-২৪॥ সব যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দানী যেমন অভিমত ফলের কামনা করেন, তার অধিক বলেন না ॥ ২৫॥ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ পরস্পর ব'লে থাকেন—হে দেবদত্ত! তুমি এই ওদনপরাঙ্মুখে (অর্থাৎ প্রতিকূল রূপে) অথবা আত্মাভিমুখে (অর্থাৎ আপন অনুকূল রূপে) ভক্ষণ করেছো। যদি তুমি পরাঙ্মুখরূপে (পশ্চাতে স্থিত) এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে প্রাণবায়ু তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন কথা প্রাশিতকে (ভক্ষণকারীকে) বলা উচিত। যদি তুমি প্রতিমুখ-স্থিত এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তা হ'লে অপানবায়ু তোমাকে ত্যাগ করবে—এই রকম কথা প্রাশিতকে বলা প্রয়োজন ॥ ২৬-২৯॥ ওদনকে ভক্ষণ আমি করিনি, এবং ওদন আমাকে ভক্ষণ করেনি। ভোক্তৃভোক্তব্য (ভক্ষক ও ভক্ষণীয়) প্রপঞ্চাত্মক (মায়াময়) এই ওদনই ওদনের কর্তারূপে ভক্ষণীয় ওদনকে ভক্ষণ করেছে। (ওদন এব কর্তা ওদনং স্বাত্মানং প্রাশিতবান্) ॥ ৩০-৩১॥

Scanned with CamScanner

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — দ্বিতীয়েনুবাকে ষট্ সূক্তানি। 'তসৌদনস্য' ইত্যাদি সূক্তএয়ং অর্থসূক্তং। তেন বৃহস্পতিসবাখ্যে সবযজ্ঞে হবিরভিমর্শনসম্পাতদাতৃবাচনদানাদীনি কর্মাণি কুর্যাৎ। তথা অভিচারকর্মণি সববিধানেন ওদনং পক্কা পৃযাতকেন উপসিচ্য অনেন অর্থসূক্তেন অভিমৃশ্য সম্পাত্য অভিমন্ত্র্য দ্বেষ্যায় প্রযচ্ছেৎ...ইত্যাদি ॥ (১১কা. ২অ. ১সূ.) ॥

টীকা — দ্বিতীয় অনুবাকের মোট ছ'টি সূক্তের মধ্যে এইটি এবং এর পরবর্তী দু'টি সূক্ত অর্থসূক্ত। এই তিনটি সূক্তের দ্বারা বৃহস্পতিসব নামক সবযজ্ঞে হবি-অভিমর্শন, সম্পাত, দাতৃবাচন ইত্যাদি কর্মসমূহ অনুষ্ঠেয়। তথা অভিচার কর্মে সববিধানের দ্বারা ওদন পাক ক'রে পৃযাতকের দ্বারা উপসেচন (জল দিয়ে নরম ক'রে) পূর্বক এই অর্থসূক্তের দ্বারা অভিমর্শন সম্পাতিত ও অভিমন্ত্রিত ক'রে দ্বেষকারীর প্রতি নিক্ষেপ করণীয়।...ইত্যাদি ॥ (১১কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ওদনঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্ত। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, বৃহতী, উষ্ণিক্]

ততশ্চৈনমন্যেন শীর্ষ্ণা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
জ্যেষ্ঠতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
বৃহস্পতিনা শীর্ষ্ণা । তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
বধিরো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং শ্রোত্রাভ্যাং। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপুরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ২॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামক্ষীভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
অন্ধো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্।
সূর্যাচন্দ্রমসাভ্যামক্ষীভ্যাম্। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপুরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপুরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩॥
ততশ্চৈনমন্যেন মুখেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
মুখতস্তে প্রজা মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চম্।

Scanned with CamScanner

ব্রহ্মণা মুখেন। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪॥
ততশ্চৈনমন্যয়া জিহ্বয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
জিহ্বা তে মরিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
অগ্নের্জিহ্বয়া।
তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫॥
ততশ্চৈনমন্যৈর্দন্তৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
দন্তাস্তে শৎস্যন্তীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
ঋতুভির্দন্তৈঃ। তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬॥
ততশ্চৈনমন্যৈঃ প্রাণাপানৈঃ প্রাশীর্যৈশ্চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
প্রাণাপানাস্ত্ব হাস্যন্তীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
সপ্তর্ষিভিঃ প্রাণাপানৈঃ।
তৈরেনং প্রাশিষং তৈরেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭॥
ততশ্চৈনমন্যেন ব্যচসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
রাজযক্ষ্মস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
অন্তরিক্ষেণ ব্যচসা।
তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৮॥
ততশ্চৈনমন্যেন পৃষ্ঠেন প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
বিদজৎ ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
দিবা পৃষ্ঠেন। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।

Scanned with CamScanner

এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯॥
ততশ্চৈনমন্যেনোরসা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
কৃষ্যা ন রাৎস্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
পৃথিব্যোরসা। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমন্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০॥
ততশ্চৈনমন্যেনোদরেণ প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্বং ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
উদরদারস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
সত্যেনোদরেণ। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১॥
ততশ্চৈনমন্যেন বস্তিনা প্রাশীর্যেন চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
অপ্সু মরিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
সমুদ্রেণ বস্তিনা। তেনৈনং প্রাশিষং তেনৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামূরুভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
ঊরূ তে মরিষ্যত ইত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
মিত্রাবরুণয়োরূরুভ্যাম্। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৩॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যামষ্ঠীবদ্ভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
স্রামো ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
ত্বষ্টুরষ্ঠীবদ্ভ্যাং। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৪॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং পাদাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
বহুচারী ভবিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
অশ্বিনোঃ পাদাভ্যাং। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৫॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং প্রপদাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।

Scanned with CamScanner

সর্পস্ত্বা হনিষ্যতীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
সবিতুঃ প্রপদাভ্যাং। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৬॥
ততশ্চৈনমন্যাভ্যাং হস্তাভ্যাং প্রাশীর্যাভ্যাং চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
ব্রাহ্মণং হনিষ্যসীত্যেনমাহ। তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
ঋতস্য হস্তাভ্যাং। তাভ্যামেনং প্রাশিষং তাভ্যামেনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গঃ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৭॥
ততশ্চৈনমন্যয়া প্রতিষ্ঠয়া প্রাশীর্যয়া চৈতং পূর্ব ঋষয়ঃ প্রাশ্নন্।
অপ্রতিষ্ঠানোঽনায়তনো মরিষ্যসীত্যেনমাহ।
তং বা অহং নার্বাঞ্চং ন পরাঞ্চং ন প্রত্যঞ্চং।
সত্যে প্রতিষ্ঠায়। তয়ৈনং প্রাশিষং তয়ৈনমজীগমম্।
এষ বা ওদনঃ সর্বাঙ্গঃ সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ।
সর্বাঙ্গ এব সর্বপরুঃ সর্বতনূঃ সং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ — "পূর্বে অনুষ্ঠানকারী ঋষিগণ যে শিরের দ্বারা (অর্থাৎ ওদনের যে শিরোভাগ হ'তে) এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তার অতিরিক্ত অন্য শিরের দ্বারা যদি তুমি এই ওদনকে ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে তোমার প্রজা অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদি মরণপ্রাপ্ত হ'তে থাকবে।"—এই রকমই অভিজ্ঞজনেরা ভক্ষণকারীকে প্রতিজ্ঞার সাথে ব'লে থাকেন।—"আমি সেই ওদনকে অভিমুখ পরাঙ্মুখ ও আত্মাভিমুখ হওয়ার পরও ভক্ষণ ক'রিনি। পূর্ব ঋষিগণ বৃহস্পতির দ্বারা সম্বন্ধিত যে শিরের দ্বারা একে ভক্ষণ করেছিলেন, আমি ওদন-সম্বন্ধী সেই শিরের দ্বারা সেই রকমেই ভক্ষণ করেছি। (অর্থাৎ এইভাবে ভক্ষণ পূর্বক আমি গন্তব্য দেশ প্রাপ্ত হয়েছি)। (অথবা আমাকে ওদন ভক্ষণ করেছে)।" এই প্রকার ভক্ষিত এই ওদন সকল অবয়বসন্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে (অর্থাৎ সম্পূর্ণশরীরশালী হয়ে) সর্বাঙ্গ ফল লাভ পূর্বক এই সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিকে স্বর্গ ইত্যাদি লোকে উপনীত ক'রে থাকে ॥ ১॥ "পূর্ব ঋষিগণ যে শ্রোত্রের দ্বারা ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, সেই বিধির অতিরিক্ত অন্য লৌকিক শ্রোত্রের দ্বারা যদি ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তুমি বধির হবে।"—এই রকমই অভিজ্ঞজনেরা ভক্ষণকারীকে প্রতিজ্ঞার সাথে ব'লে থাকেন।—"আমি সেই ওদনকে অভিমুখ, পরাঙ্মুখ ও আত্মাভিমুখ হয়ে ভক্ষণ ক'রিনি। পূর্ব ঋষিগণ বৃহস্পতির দ্বারা সম্বন্ধিত যে শ্রোত্রের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, সেই দ্যাবা-পৃথিবীরূপ শ্রোত্রদ্বয়ের দ্বারা আমি এই ওদন ভক্ষণ অথবা আমাকে ওদন ভক্ষণ করেছে)।" এই প্রকারে ভক্ষিত এই ওদন সকল অবয়বসন্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে (অর্থাৎ সম্পূর্ণশরীরশালী হয়ে) সর্বাঙ্গ ফল লাভ পূর্বক এই সম্পর্কে জ্ঞাত জনকে স্বর্গলোকে উপনীত ক'রে থাকে ॥ ২॥ "পূর্ব ঋষিগণ যে নেত্রের দ্বারা ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি তার অতিরিক্ত লৌকিক নেত্রের দ্বারা যদি ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তুমি অন্ধ হয়ে যাবে।"—এই রকমই অভিজ্ঞজনেরা ভক্ষণকারীকে প্রতিজ্ঞার সাথে ব'লে থাকেন।—"আমি

Scanned with CamScanner

সেই ওদনকে অভিমুখ, পরাঙ্মুখ ও আত্মাভিমুখ হয়ে ভক্ষণ ক'রিনি। পূর্ব ঋষিগণ বৃহস্পতির দ্বারা সম্বন্ধিত যে নেত্রের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, সেই সূর্য-চন্দ্ররূপ নেত্র দু'টির দ্বারা আমি এই ওদন ভক্ষণ করেছি। (অথবা আমাকে ওদন ভক্ষণ করেছে)।" এই প্রকারে ভক্ষিত এই ওদন সকল অবয়বসন্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে (অর্থাৎ সম্পূর্ণশরীরশালী হয়ে) সর্বাঙ্গ ফল লাভ পূর্বক যিনি এই সম্পর্কে জ্ঞাত হন তাঁকে স্বর্গলোকে উপনীত ক'রে থাকে ॥ ৩॥ "পূর্বে অনুষ্ঠানকারী ঋষিগণ যে ব্রহ্মাত্মক মুখের দ্বারা ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি তার অতিরিক্ত লৌকিক মুখের দ্বারা যদি ওদন-ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে (শিরের দ্বারা ভক্ষণের মতো) তোমার প্রজা বা পুত্র ইত্যাদি মরণ প্রাপ্ত হবে।"—এই রকমই অভিজ্ঞ জনেরা ভক্ষণকারীকে প্রতিজ্ঞার সাথে ব'লে থাকেন।—"আমি সে ওদন অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে ভক্ষণ ক'রিনি। আমি জগৎকারণ ব্রহ্ম বা বেদান্তক মুখের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছি। (অথবা এই ওদন আমাকে ভক্ষণ করেছে, অর্থাৎ আমার প্রাপ্ত হয়েছে)।" এই প্রকারে ভক্ষিত এই ওদন সকল অবয়বসন্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরীরশালী হয়ে) সর্বাঙ্গ ফল লাভ পূর্বক এই সম্পর্কে জ্ঞাত জনকে স্বর্গলোকে উপনীত ক'রে থাকে ॥ ৪ ॥ "পূর্বে অনুষ্ঠানকারী ঋষিগণের বিধির অতিরিক্ত লৌকিক জিহ্বার দ্বারা যদি তুমি এই ওদনকে ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তোমার জিহ্বা প্রাণত্যাগের মাধ্যমে স্বকার্যক্ষমতাহীন হয়ে যাবে।" —এই রকমই অভিজ্ঞজনেরা ভক্ষণকারীকে ব'লে থাকেন। "—আমি অবাঙ্মুখে, পরাঙ্মুখে অথবা আত্মাভিমুখে সেই ওদনকে ভক্ষণ ক'রিনি। আমি অগ্নির অবয়বভূত জিহ্বার দ্বারা এই ওদনকে ভক্ষণ করেছি।" এই প্রকারে ভক্ষিত এই ওদন....... ॥ ৫॥ "পূর্ব ঋষিগণের বিধির অতিরিক্ত লৌকিক দন্তের দ্বারা যদি তুমি ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো তবে তোমার দন্তসকল বিশীর্ণ হয়ে পাতিত হয়ে যাবে।"........"আমি এই ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি বসন্ত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুরূপ দন্তের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছি, এই প্রকারে কৃত ভক্ষণ সর্বাঙ্গ ফল দান করে। যিনি এই ভক্ষণকে এই প্রকারে জ্ঞাত হন, তিনি সর্বাঙ্গ ফল প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গ ইত্যাদি লোকে স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ৬॥ "যে ঋষ্যাত্মক প্রাণ ও অপানের দ্বারা পূর্বে অভিজ্ঞ জনেরা ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি তার অতিরিক্ত লৌকিক প্রাণাপানের দ্বারা যদি ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তোমার প্রাণপানাত্মিকা অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের বৃত্তিসমূহ তোমাকে ত্যাগ ক'রে যাবে।"..........। "—আমি সে ওদন.......... ভক্ষণ ক'রিনি। আমি সপ্তর্ষিরূপ প্রাণাপানের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ ক'রেছি।" এই রকমে এই ওদন সকল অবয়সন্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে সর্বাঙ্গ ফল লাভ করে। যিনি এই ওদন-ভক্ষণকে জ্ঞাত হন, তিনি সর্বাঙ্গ ফল লাভ পূর্বক স্বর্গ ইত্যাদি লোকসমূহে স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ৭॥ "যে বিধির দ্বারা অর্থাৎ সর্বশরীরবর্তী যে ব্যাপ্তির দ্বারা পূর্ব ঋষিগণ এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি যদি তা ব্যতীত অন্য কোন বিধির দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তোমাকে রাজযক্ষ্মা নামক ক্ষয়রোগ বিনাশ ক'রে দেবে।"..........। —"আমি সে ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি অন্তরিক্ষাত্মক বিধির দ্বারা সেই ওদন ভক্ষণ করেছি।" এইরকম ওদন.........সর্বাঙ্গ ফল লাভ করে। যিনি এই.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ৮॥ "পূর্ব ঋষিগণ দজলোকাত্মক যে পৃষ্ঠের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তা ভিন্ন শরীরের অন্য কোন অংশের দ্বারা যদি তুমি এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে বিদ্যোতমানা অশনি তোমাকে হনন করবে।".........। —"আমি.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি দজলোকাত্মক শরীরের অপর ভাগের দ্বারা একে ভক্ষণ করেছি।".........এইরকম ওদন.........সর্বাঙ্গ ফল লাভ করে। যিনি এই.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ৯॥ পূর্ব ঋষিগণ যে বক্ষের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ

Scanned with CamScanner

করেছিলেন, সেই বক্ষ ব্যতীত স্তনমণ্ডলের উপরিবর্তী অর্থাৎ পুরোভাগস্থ অবয়বের দ্বারা যদি তুমি ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে কৃষিতে তুমি সফলতা প্রাপ্ত হবে না (অর্থা ব্রীহি, যব ইত্যাদি ফসলে সমৃদ্ধ হ'তে পারবে না।".........।—"আমি সে ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি পৃথিবীরূপ (পৃথিবীত্ব ভাবমান) বক্ষের দ্বারা সেই ওদন ভক্ষণ করেছি।" এইরকম ওদন.........ফল লাভ করে। যিনি এই.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১০॥ "পূর্ব ঋষিগণ যে উদরের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তার ব্যতিরিক্ত অন্য উদরের দ্বারা যদি এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তাহ'লে উদর বিদীর্ণকারী (দরণাত্মক) অতিসার নামক ব্যাধি তোমাকে গ্রাস পূর্বক বিনাশ ক'রে দেবে।".......। "আমি সে ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি সে ওদন যথার্থকথনাত্মক (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ) উদরের দ্বারা ভক্ষণ করেছি।" এই রকম ওদন.........সর্বাঙ্গ ফল লাভ করে। যিনি এই.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১১॥ পূর্বে ঋষিগণ যে বস্তি বা মূত্রাশয়ের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি যদি সেই বস্তি ব্যতিরেকে অন্য বস্তির দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তুমি জলেতেই (অর্থাৎ জলে নিমজ্জিত হয়েই) মৃত্যুপ্রাপ্ত হবে।"—এই কথা.........ব'লে থাকেন।—"আমি সে ওদন......... ভক্ষণ ক'রিনি। আমি সমুদ্রাত্মক বস্তির দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছি এবং এইভাবেই আমি একে লাভ করেছি।" এইরকম ওদন............সর্বাঙ্গ ফল লাভ করে। যিনি এই............স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১২॥ পূর্বে ঋষিগণ যে ঊরু দু'টির দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি যদি তার অতিরিক্ত অন্য ঊরুদ্বয়ের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তোমার দু'টি ঊরু ত্যক্তপ্রাণবৎ বিশুষ্ক হয়ে যাবে।"—এই কথা......... ব'লে থাকেন।—"আমি সে ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধী ঊরুদ্বয়ের দ্বারা সেই ওদন ভক্ষণ করেছি এবং তার দ্বারা এই ওদন আমাকে ভক্ষণ করেছে (অর্থাৎ ওদনই ওদনকে ভক্ষণ ক'রে প্রাপ্ত হয়েছে)।" এই প্রকারে ভক্ষিত এই ওদন......... সর্বাঙ্গ ফল দান করে। যিনি এই.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১৩॥ "পূর্বে ঋষিগণ ঊরুর নিম্নদিকস্থ যে দুই অস্থিমন্ত অবয়বের দ্বারা (অর্থাৎ দুই জানুর দ্বারা) ওদনকে ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি যদি তা ভিন্ন অন্ন জানুর দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তোমার জঙ্ঘাদ্বয় (অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ দু'টি) শুষ্ক হয়ে যাবে।"—এই কথা.........ব'লে থাকেন।—"আমি এ ওদন.......ভক্ষণ ক'রিনি। আমি ত্বষ্টাদেবের জঙ্ঘাদ্বয়ের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছি এবং তার দ্বারা.......করেছে।"—এই প্রকারে.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১৪॥ "পূর্বে ঋষিগণ জঙ্ঘার নিম্নবর্তী যে দুই পাদের (অর্থাৎ চরণের) দ্বারা এই ওদনকে ভক্ষণ করেছিলেন,সেই দুই পাদদ্বয় ব্যতিরেকে অন্য পাদদ্বয়ের দ্বারা যদি তুমি এই ওদনকে ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তুমি বহুচারী (অর্থাৎ সর্বদা অধিক ভ্রমণশীল বা প্রবাসশীল) হয়ে যাবে।" এই কথা.........ব'লে থাকেন।—"আমি.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি অশ্বিযুগলের পাদ সমূহের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছি এবং তার দ্বারা......... করেছে।"—এই প্রকারে.......স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১৫॥ "পূর্বে ঋষিগণ যে দুইপাদাগ্রভাগের দ্বারা এই ওদন ভক্ষন করেছিলেন, তা ব্যতীত অন্য পাদাগ্রভাগের দ্বারা যদি তুমি এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে সর্পগণ তোমাকে দংশন করবে।"—এই কথা.........ব'লে থাকেন।—"আমি এ ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি সর্বপ্রেরক সবিতাদেবের দুই প্রপদের (অর্থাৎ চরণপ্রান্তের) দ্বারা এ ওদন ভক্ষণ করেছি এবং তার দ্বারা.........করেছে।"—এই প্রকারে.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১৬॥ পূর্বে ঋষিগণ যে দুই হস্তের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, যদি তুমি তা ব্যতীত অন্য হস্তদ্বয়ের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকে, তবে তোমার ব্রহ্মহত্যা (ব্রাহ্মণ-

Scanned with CamScanner

হননরূপ) পাপ অর্জন করা হবে।”—এই কথা.........ব'লে থাকেন।—“আমি এ ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি পরব্রহ্মের সম্বন্ধিত সত্যস্বরূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা এই ওদন ভক্ষণ করেছি এবং......... করেছে।”—এই প্রকারে এই ওদন.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১৭ ॥ “সত্যব্রহ্মাত্মিকা যে প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রাচীন ঋষিগণ এই ওদন ভক্ষণ করেছিলেন, তুমি যদি তার বিপরীতে এই ওদন ভক্ষণ ক'রে থাকো, তবে তুমি প্রতিষ্ঠা রহিত হবে।” (অর্থাৎ উপবেশনের যোগ্য ভূমিও প্রাপ্ত হবে না)।—এই কথা.........ব'লে থাকেন।—“আমি এই ওদন.........ভক্ষণ ক'রিনি। আমি সর্বজগৎকল্পনাস্পদ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই ওদন ভক্ষণ করেছি এবং.........করেছে।”—এই প্রকারে এই ওদন.........স্থিত হয়ে থাকেন ॥ ১৮ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অর্থ উত্তরৈ পর্যায়ৈ ওদনস্যৈব ভোক্তৃত্বং ভোজ্যত্বং চ বিপক্ষে বাধপুরঃসরং সমর্থ্যতে। তত্র প্রথমং 'তস্যৌদনস্য বৃহস্পতিঃ শিবঃ' ইতি যদ্ উক্তং বিপক্ষে বাধপুরঃসরং তস্য প্রয়োজনং প্রথমেন পর্যায়েনাহ ॥ (১১কা. ২অ. ২সূ.)॥

টীকা — প্রথম সূক্তে বিপক্ষে বাধপুরঃসর ওদনের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত হয়েছিল। এই দ্বিতীয় সূক্তে ওদনের ভোক্তৃত্ব ও ভোজ্যত্বের বিপক্ষে বাধপুরঃসর সমর্থন করা হয়েছে। এর বিনিয়োগ ইত্যাদি পূর্ব সূক্তে উল্লিখিত ॥ (১১কা. ২অ. ২সূ.) ॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : ওদনঃ

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : মন্ত্রোক্তা (মন্ত্রে উক্ত)। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী।]

এতদ্ বৈ ব্রধ্নস্য বিষ্টপং যদোদনঃ ॥ ১ ॥
ব্রধ্নলোকো ভবতি ব্রধ্নস্য বিষ্টপি শ্রয়তে য এবং বেদ ॥ ২ ॥
এতস্মাদ্ বা ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতং লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ ॥ ৩ ॥
তেষাং প্রজ্ঞানায় যজ্ঞমসৃজত ॥ ৪ ॥
স য এবং বিদুষ উপদ্রষ্টা ভবতি প্রাণং রুণদ্ধি ॥ ৫ ॥
ন চ প্রাণং রুণদ্ধি সর্বজ্যানিং জীয়তে ॥ ৬ ॥
ন চ সর্বজ্যানিং জীয়তে পুরৈনং জরসঃ প্রাণো জহাতি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ — পূর্বোক্ত মহিমার সাথে যুক্ত (মহিমোপেত) ঐ ওদন আপন মহিমায় বিশ্বের রচয়িতা এবং সূর্যমণ্ডলে বর্তমান ঈশ্বরের স্বরূপ (অর্থাৎ এ ওদন সূর্যমণ্ডলাত্মক) ॥ ১ ॥ যে পুরুষ সূর্যমণ্ডলাত্মক ওদনের রূপকে জ্ঞাত হন (অর্থাৎ মণ্ডলাভিমানী সূর্যরূপে ওদনের উপাসনা করেন), তিনি ব্রধ্নলোক (অর্থাৎ সূর্যলোক) প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ সূর্যের মতো লোকনীয় বা দর্শনীয় হন)। তিনি সূর্যের বিষ্টপি অর্থাৎ মণ্ডলাত্মক স্থানের সেবা করেন (অর্থাৎ সূর্যাত্মক হয়ে যান) ॥ ২ ॥ প্রজাপতি এই সূর্যাত্মক ওদনের দ্বারা অষ্টবসু (আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ ও প্রভাব), একাদশরুদ্র (অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিণাকি, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর), দ্বাদশ-আদিত্য (ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও

Scanned with CamScanner

বিষ্ণু), প্রজাপতি ও বষট্‌কার-এই তেত্রিশ দেবতাকে সৃষ্টি পূর্বক তাঁদের অধিষ্ঠানও (লোকসমূহও) নির্মাণ করেন ॥ ৩॥ সেই দেবলোকসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে জানার জন্য (অর্থাৎ সেই সেই লোকের উপভোগ্য সুখের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত (তত্তলোকোপভোগ্যসুখসাক্ষাৎকারায়) তাদের সাধনত্বরূপে এই যজ্ঞের সৃষ্টি (বা বিধান) করেন ॥ ৪॥ এই প্রকার জ্ঞাতশীল উপাসককে যে পুরুষ উপদ্রষ্টা (সাক্ষাৎকর্তা) হন, সেই উপরোধক নিন্দক আপন শরীরস্থ প্রাণের গতিকে রুদ্ধ ক'রে দিতে পারেন ॥ ৫॥ শুধু প্রাণের গতিই অবরুদ্ধ হয় না, বরং সেই নিন্দাকারী জনের সন্তান, পশু ইত্যাদি অভিমত সকল বস্তুরও হানি ঘটে ॥ ৬॥ শুধু সর্বস্ব হানি হয় এমন নয়, তার সাথে তাঁর প্রাণও বৃদ্ধাবস্থার পূর্বেই তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে যায় (অর্থাৎ তাঁর অকালমরণ ঘটে) ॥ ৭॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ ইত্যাদি প্রথম সূক্তে উল্লেখিত হয়েছে ॥ (১১কা. ২অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : প্রাণঃ

[ঋষি : ভার্গব বৈদর্ভি। দেবতা : প্রাণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন্‌ৎসর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১॥
নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে নমস্তে প্রাণ বর্ষতে ॥ ২॥
যৎ প্রাণ স্তনয়িত্নুনাভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
প্র বীয়ন্তে গর্ভান্ দধতেঽথো বহ্বীর্বি জায়ন্তে ॥ ৩॥
যৎ প্রাণ ঋতাবাগতেঽভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
সর্বং তদা প্র মোদতে যৎ কিং চ ভূম্যামধি ॥ ৪॥
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
পশবস্তৎ প্র মোদন্তে মহো বৈ নো ভবিষ্যতি ॥ ৫॥
অভিবৃষ্টা ওষধয়ঃ প্রাণেন সমবাদিরন্।
আয়ুর্বৈ নঃ প্রাতীতরঃ সর্বা নঃ সুরভীরকঃ ॥ ৬॥
নমস্তে অস্ত্বায়তে নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥ ৭॥
নমস্তে প্রাণ প্রাণতে নমো অস্ত্বপানাতে।
পরাচীনায় তে নমঃ প্রতীচীনায় তে নমঃ সর্বস্মৈ ত ইদং নমঃ ॥ ৮॥
যা তে প্রাণ প্রিয়া তনূর্যো তে প্রাণ প্রেয়সী।
অথো যদ্ ভেষজং তব তস্য নো ধেহি জীবসে ॥ ৯॥
প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্।
প্রাণো হ সর্বস্যেশ্বরো যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন ॥ ১০॥

Scanned with CamScanner

বঙ্গানুবাদ — সকল প্রাণধারীগণের শরীরে ব্যাপ্ত (অর্থাৎ সমষ্টিশরীরাভিমানী) হিরণ্যগর্ভরূপ সেই প্রাণকে নমস্কার। সেই সগুণব্রহ্মাত্মক, যাঁর বশে এই সংসার (অর্থাৎ চরাচরাত্মক জগৎ) বর্তমান, যিনি অতীতকাল হ'তে অবিচ্ছিন্ন, যিনি প্রাণীবর্গের ঈশ্বর, যে উদীরিতলক্ষণ প্রাণে (অর্থাৎ পরমব্রহ্মাত্মকে) সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত, এমনই সেই প্রাণের উদ্দেশে নমস্কার ॥ ১॥ হে প্রাণ! তুমি ধ্বনি উৎসারণশালী, তুমি মেঘজালে প্রবিষ্ট এবং গর্জনশীল, এই হেন তোমাকে প্রণাম। তুমি বিদজরূপে বিদ্যোতমান, তোমাকে প্রমাম। তারপরে বৃষ্টি-সৃষ্টিকারী তোমাকে প্রণাম ॥ ২॥ যখন জগৎপ্রাণভূত সূর্যরূপী দেবতা মেঘধ্বনির ব্রীহি যব ইত্যাদি গ্রাম্য ও আরণ্য ঔষধি সমুদায়কে অভিলক্ষিত ক'রে গোযূথমধ্যে বৃষভের ন্যায় গর্জন করতে থাকেন, তখন ঔষধি ইত্যাদি গর্ভধারণে সমর্থ হয়ে থাকে; অনন্তর বিবিধরূপে জাত (উৎপন্ন) হয় ॥ ৩॥ বর্ষা-ঋতুকে প্রাপ্তির পর প্রাণদেব যখন ঔষধিসমূহের প্রতি গর্জন করেন, তখন সকলে হর্ষিত হয়। ভূমির উপরে (অর্থাৎ পৃথিবীর) সকল প্রাণীজাত আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায় ॥ ৪॥ যখন প্রাণদেব পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূমিকে বর্ষায় সর্বদিকে সিক্ত করেন, তখন গো ইত্যাদি পশুসকল উৎসবানন্দে নৃত্য করতে থাকে। (কারণ বৃষ্টির পর পৃথিবীতে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হ'লে তার দ্বারা তারা পুষ্টিলাভ করবে) ॥ ৫॥ প্রাণদেবের দ্বারা অভিসিক্ত ঔষধিসকল তাঁকে বলতে থাকে—'হে প্রাণ! তুমি আমাদের সুন্দর গন্ধশালিনীরূপে সৃজন করো এবং আমাদের জীবনকে বর্ধিত করো ॥ ৬॥ হে প্রাণ! সম্মুখে আগমনশীল তোমাকে নমস্কার, এবং বিমুখে গমনশীল তোমাকে নমস্কার। যে স্থানেই তুমি অবস্থান করো, সেই স্থানেই তোমাকে নমস্কার। তোমাকে উপবিষ্ট অবস্থাতেও নমস্কার॥ ৭॥ হে প্রাণদেব! প্রাণবায়ুর কর্মকরী (প্রাণন্ব্যাপারং কুর্বতে) তোমাকে নমস্কার। তথা অপানবায়ুর কর্মকরী (অর্থাৎ অপানবৃত্ত্যাত্মক) তোমাকে নমস্কার। অভিমুখে গমন-স্বভাব (অর্থাৎ দেহের বাহিরে অবস্থিত) তোমাকে নমস্কার, দেহের মধ্যে অবস্থিত (প্রতিমুখং অঞ্চতে) তোমাকে নমস্কার ॥ ৮॥ হে প্রাণ! তোমার প্রীতিবিষয়ক যে দুই শরীর আছে, সেই প্রাণ ও অপান বৃত্তিদ্বয়াত্মক বা অগ্নি-সোমাত্মক প্রেয়সীদ্বয় এবং তোমার সম্বন্ধি যে অমৃতপ্রাপক ঔষধি আছে, সেই সকলের নিকট হ'তে আমাদের জীবনের নিমিত্ত অমৃত-গুণ দানশালী ভেষজ গ্রহণ ক'রে আমাদের প্রদান করো ॥ ৯॥ প্রাণদেব দেব, তির্যক প্রাণী ও মনুষ্য ইত্যাদি প্রজাগণকে ক্রমানুসারে (নাড়ীর দ্বারা) আচ্ছাদিত ক'রে (ব্যাপ্ত হয়ে) আছেন, যেমন পিতা তাঁর স্নেহের পাত্রভূত পুত্রকে নিজে (বস্ত্রের দ্বারা) আচ্ছাদন ক'রে থাকেন। যারা জঙ্গমাত্মক বস্তুপ্রাণন ব্যাপারশালিনী, এবং যারা বস্তুপ্রাণন ব্যাপার হ'তে রহিত, পরন্তু প্রাণ তাদের মধ্যে নিরুদ্ধগতির দ্বারা বাস করেন, এই সকল জঙ্গম-স্থাবরের সাথে যুক্ত জগৎসংসারের ঈশ্বর বা স্বামী প্রাণই ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'প্রাণায় নমঃ' ইত্যাদি সূক্তত্রয়ং অর্থসূক্তং। অনেন উপনয়নকর্মণি মাণবকস্য নাভিং সংস্পৃশ্য আচার্য জপেৎ। উপনয়ন প্রক্রম্য সূত্রিতং।.....(কৌ. ৭/৬)। তথা আয়ুষ্কামঃ অনেনার্থসূক্তেন দক্ষিণং কর্ণং অনুমন্ত্রয়েত। তথা ঋষিহস্তে আয়ুষ্কামস্য শরীরং অভিমন্ত্রয়েত। সূত্রিতং হি।....(কৌ. ৭/৯)। তথা অস্যার্থসূক্তস্য আয়ুষ্যগণে পাঠাৎ.......বিনিয়োগোঽনুসন্ধেয়।—ইত্যাদি॥ (১১কা. ২অ. ৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ও এর পরবর্তী দু'টি সূক্ত অর্থসূক্ত। এই সূক্তের দ্বারা উপনয়নকর্ম, আয়ুষ্কামী জনের কর্ম, আয়ুষ্যগণে পাঠ, মহাশান্তি কর্মে ব্রীহিযবময় মণিবন্ধন, গ্রহযজ্ঞে শনৈশ্চরের উদ্দেশে সমিধাদান বা উপস্থান করণ, শান্তির নিমিত্ত লক্ষহোমে এই সূক্তের বিনিয়োগ হয়ে থাকে ॥ (১১কা. ২অ. ৪সূ.)॥

Scanned with CamScanner

◆

পঞ্চম সূক্ত : প্রাণঃ

[ঋষি : ভার্গব বৈদর্ভি। দেবতা : প্রাণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্মা প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণো হ সত্যবাদিনমুত্তমে লোক আ দধৎ ॥ ১॥
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ২॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিয়বাবনড্বান্ প্রাণ উচ্যতে।
যবে হ প্রাণ আহিতোঽপানো ব্রীহিরুচ্যতে ॥ ৩॥
অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা।
যদা ত্বং প্রাণ জিন্বস্যথ স জায়তে পুনঃ ॥ ৪॥
প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানং বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫॥
আথর্বণীরাঙ্গিরসীর্দৈবীর্মনুষ্যজা উত।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে যদা ত্বং প্রাণ জিন্বসি ॥ ৬॥
যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তেঽথো যাঃ কাশ্চ বীরুধঃ ॥ ৭॥
যস্তে প্রাণেদং বেদ যস্মিংশ্চাসি প্রতিষ্ঠিতঃ।
সর্বে তস্মৈ বলিং হরানমুষ্মিংল্লোক উত্তমে ॥ ৮॥
যথা প্রাণ বলিহৃতস্তুভ্যং সর্বাঃ প্রজা ইমাঃ।
এবা তস্মৈ বলিং হরান্ যস্ত্বা শৃণবৎ সুশ্রবঃ ॥ ৯॥
অন্তর্গর্ভশ্চরতি দেবতাস্বাভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ।
স ভূতো ভব্যং ভবিষ্যৎ পিতা পুত্রং প্র বিবেশা শচীভিঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — প্রাণই শরীর হ'তে বহির্গত হয়ে মৃত্যু উপস্থিত ক'রে থাকে ব'লে সর্বপ্রাণীর মরণের কর্তা। প্রাণই জীবনের কষ্টদায়ক জ্বর ইত্যাদি রোগ। দেহমধ্যবর্তী সেই প্রাণকে ইন্দ্রিয়রূপী দেবগণ উপাসনা ক'রে থাকে। সেই প্রাণই সত্য-আচরণ-শীল মহানুভব জনকে উৎকৃষ্টতম লোকে স্থাপন ক'রে থাকে ॥ ১॥ প্রাণ হেন দেব বিরাট্ অর্থাৎ স্থূলপ্রপঞ্চাভিমানী ঈশ্বর। প্রাণই দেষ্ট্রী অর্থাৎ আপন আপন ব্যাপারে সকলের প্রেরয়িত্রী পরদেবতা। সেই হেন প্রাণকে আপন অভিলষিত ফলসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব জন সেবা ক'রে থাকে। প্রাণই সূর্য অর্থাৎ সকলের প্রেরক আদিত্য, প্রাণই চন্দ্রমা অর্থাৎ অমৃতময় সোম। (এই কারণেই প্রাণের অগ্নীষোমাত্মকত্ব উক্ত হয়)। তথাবিধ এই প্রাণকেই অভিজ্ঞ জনগণ প্রজাপতি অর্থাৎ প্রজাগণের স্রষ্টা ব'লে অভিহিত করেন ॥ ২॥ প্রাণ ও অপান প্রাণেরই প্রধানভূত বৃত্তিবিশেষ, তারাই ব্রীহি ও যব। যা বৃত্তিমান্ (মুখ্য) প্রাণ, তা-ই অনড্বান

(বৃষ বা বলদ) নামে কথিত। (কারণ কর্ষণের দ্বারা ব্রীহিও যবের উৎপাদকরূপে অনডুহ প্রাণের স্বরূপ)। স্রষ্টাদেব যবের মধ্যে প্রাণবৃত্তি ও ধান্যের মধ্যে অপানবৃত্তিশালী বায়ুকে স্থাপিত করেছেন। এই উভয়ের দ্বারাই সকল প্রাণী আপন কার্য সাধিত ক'রে থাকে। অতএব লোকরক্ষণের কারণে প্রাণই ব্রীহি-যব-অনড়্বান (ধান্য-যব-বলদ) রূপে কথিত হয় ॥ ৩॥ প্রাণের অন্নাত্বকত্ব উক্ত হয়েছে। হে প্রাণ! অন্নরসের পরিণামরূপ শরীর ধারণশালী মনুষ্য স্ত্রীর গর্ভে তোমাকে প্রবিষ্ট করিয়েই অপানন ব্যাপার ও প্রাণন ব্যাপার করিয়ে থাকে। তুমি গর্ভস্থ শিশুকে মাতা কর্তৃক ভোজন-কৃত আহরের দ্বারাই পুষ্ট ক'রে থাকো। পুনরায় সেই পুরুষ (অর্থাৎ শিশু) পুণ্য-পাপের ফল ভোগের নিমিত্ত ভূমির উপর জন্ম গ্রহণ করে। (অন্নই পুরুষশরীরে শুক্ররূপে উৎপন্ন হয়ে মাতৃ-শোনিতে মিশ্রিত হয়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের উৎপাদক) ॥ ৪॥ মাতরিশ্বা বায়ুকে প্রাণ বলা হয়। জগৎ সংসারের আধারভূত বায়ুই প্রাণ। সেই বায়ুরূপ প্রাণে অতীতকালে উৎপন্ন জগৎসংসার ও ভবিষ্যৎকালে উৎপাদিতব্য জগৎসংসার আশ্রয় রূপে বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু সেই প্রাণে এই সম্পূর্ণ বিশ্বই আশ্রিত হয়ে রয়েছে ॥ ৫॥ হে প্রাণ! যখন তুমি বর্ষার দ্বারা সকলকে তৃপ্ত ক'রে থাকো, তখন অথর্বা মহর্ষির দ্বারা ও অঙ্গিরা ঋষির দ্বারা সৃষ্ট (অর্থাৎ আথর্বণ ও আঙ্গিরস গোত্রীয় ঋষিগণের দ্বারা সৃষ্ট), এবং দেবতাগণের দ্বারা রচিত, তথা মনুষ্যগণ কর্তৃক প্রকটনশালী সকল প্রাণী ও ঔষধিসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ৬॥ যখন প্রাণ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর উপর বর্ষণ করতে থাকে, তখনই ব্রীহি, যব ইত্যাদি গ্রাম্য ঔষধিগুলি এবং লতারূপিণী অন্যান্য আরণ্য ঔষধিগুলি উৎপন্ন হয়ে থাকে ॥ ৭॥ হে প্রাণ! তুমি যে বিদ্বানের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকো এবং যিনি তোমার উক্ত মহিমাকে মান্য ক'রে থাকেন, সকল দেবতা সেই বিদ্বানকে শ্রেষ্ঠ লোকে (অর্থাৎ স্বর্গে) অমৃতত্ব প্রদান ক'রে থাকেন ॥ ৮॥ হে প্রাণ! দেবতা, তির্যক প্রাণী, মনুষ্য ইত্যাদি সকল প্রজা যে প্রকারে তোমার উপভোগের যোগ্য বলি (অর্থাৎ বলকারক অন্ন) প্রদান ক'রে থাকে, তেমনই তোমার মহিমাজ্ঞ বিদ্বানের উদ্দেশেও করুক ॥ ৯॥ শুধু মনুষ্যের মধ্যেই নয়, দেবতাগণের মধ্যেও প্রাণ গর্ভরূপে বিচরণ ক'রে থাকে। সকল দিকে ব্যাপ্ত হয়ে নিত্যবর্তমান সেই প্রাণ পুনরায় ভূতকালাবচ্ছিন্ন বস্তুতে ও ভাবিকালাবছিন্ন বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়, যেমন পিতা আপন পুত্রের মধ্যে আপন অবয়বের দ্বারা প্রবেশ করেন। (অর্থাৎ প্রাণই পিতারূপে আপন আত্মজের মাধ্যমে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়) ॥ ১০॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ ইত্যাদি চতুর্থ সূক্তে উক্ত হয়েছে ॥ (১১কা. ২অ. ৫সূ.) ॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : প্রাণঃ

[ঋষি : ভার্গব বৈদর্ভি। দেবতা : প্রাণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী।]

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।
যদঙ্গ স তমুৎখিদেন্নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন
রাত্রী নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদা চন ॥ ১॥
অষ্টাচক্রং বর্তত একনেমি সহস্রাক্ষরং প্র পুরো নি পশ্চা।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥ ২॥

Scanned with CamScanner

যো অস্য বিশ্বজন্মন ঈশে বিশ্বস্য চেষ্টতঃ।
অন্যেষু ক্ষিপ্রধন্বনে তস্মৈ প্রাণ নমোঽস্তুতে ॥ ৩॥
যো অস্য সর্বজন্মন ঈশে সর্বস্য চেষ্টতঃ।
অতন্দ্রো ব্রহ্মণা ধীরঃ প্রাণো মানু তিষ্ঠতু ॥ ৪॥
ঊর্ধ্বঃ সুপ্তেষু জাগার ননু তির্যঙ্ নি পদ্যতে।
ন সুপ্তমস্য সুপ্তেষ্বনু শুশ্রাব কশ্চন ॥ ৫॥
প্রাণ মা মৎ পর্যাবৃতো ন মদন্যো ভবিষ্যসি।
অপাং গর্ভমিব জীবসে প্রাণ বধ্নামি ত্বা ময়ি ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — জগৎপ্রাণভূত সূর্য হংসস্বরূপ (হন্তি গচ্ছতীতি হংসঃ)। এই সূর্য সলিল হ'তে উত্থিত হয়ে একটি পাদ নিশ্চলরূপে রক্ষা ক'রে অন্য পাদে পরিভ্রমণ করছেন। হে দেবদত্ত (অঙ্গ)! সূর্য যদি নিহিত পাদ ক্ষেপণ করতেন (উৎখিদেৎ), তবে যত্রতত্র গমন করতে পারতেন। তাহ'লে কালপরিচ্ছেদক সূর্যের পরিস্পন্দনের অভাবে অদ্য, আগামী কল্য, রাত্রি, দিবা এইরকম বিভিন্ন ব্যবহার হ'তে পারতো না। সূর্যোদয়ের অসম্ভাব্যমানে তাঁর পুরোভাবিনী উষাও উদিত হতো না। (অর্থাৎ জগৎসংসার অন্ধকারাবৃত হয়ে যেতো)।—অথবা সকল শরীরে ব্যাপ্ত প্রাণও হংস নামে কথিত। (হন্তি গচ্ছতি কৃৎস্নশরীরং ব্যাপ্য বর্তত ইতি হংস)। ঐ সলিল-উপলক্ষিত পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহ প্রাণবৃত্তিরূপ এক পাদের দ্বারা উপরে উত্থিত হয়ে অপানবৃত্তিশালী অপর পাদকে ক্ষেপণ করে না (নোৎক্ষিপতি)। যদি প্রাণ সেই অপানবৃত্তিশালী পাদকে শরীর মধ্য হ'তে উৎক্ষেপণ করে (উৎক্ষিপেৎ), তবে কৃৎস্ন শরীর হ'তে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে মৃত শরীরের কালবিভাগ থাকে না। কদাপি তার অন্ধকারেরও নিবৃত্তি ঘটে না। (এই কারণে জগৎকে সজীব রাখতে আপন এক পাদকে স্থির রাখে) ॥ ১॥ (রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু এবং ওজঃ অর্থাৎ বল নিয়ে মোট অষ্টধাতু। শরীরস্থ এই) অষ্টধাতুরূপ যে চক্র আছে, তাতে যুক্ত প্রাণ এক নেমি। (এখানে শরীরকে রথের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রথের অষ্টচক্র যেমন একটি নেমির দ্বারা যুক্ত শরীরও তেমনই অষ্টধাতুরূপ চক্র ও প্রাণরূপ নেমি সমন্বিত)। এই চক্র সহস্র অর্থাৎ বহু অক্ষের দ্বারা যুক্ত। (শরীরও তেমনই প্রাণপরিস্পন্দবশে বহুবিধ শব্দের সাথে যুক্ত)। এমনই রথাত্মক শরীর প্রথমে পূর্বভাগে প্রবর্তিত অর্থাৎ নিয়োজিত বা চালিত হয়, পরে অপর ভাগে নিবর্তিত অর্থাৎ প্রত্যাবর্তিত হয়। (অর্থাৎ প্রাণ প্রাণীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সৃষ্টি করে)। এই প্রাণ আপন অর্ধাংশের দ্বারা সকল ভূতজাতের শরীরে প্রাণবায়ুরূপে প্রবেশ ক'রে থাকে। এবং তার অপর অংশ অপরিচ্ছিন্ন। এইট কিরকম? এটি নির্ধারণ করা যায় না। (কারণ, ঐ অবশিষ্ট স্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ অনন্ত) ॥ ২॥ যে প্রাণ জন্মধারণ করণশীল সচরাচর বিশ্বের অধিপতি, সে দেহধারীগণের দেহে শীঘ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এমনই মহিমাশালী, হে প্রাণ! তোমাকে নমস্কার ॥ ৩॥ যে প্রাণ জগৎসংসারের অধিপতি, সে প্রমাদরহিত হয়ে অনবচ্ছিন্নরূপে আমাতে বর্তমান থাকুক ॥ ৪॥ হে প্রাণ! তুমি নিদ্রা হতে উত্থিত হয়ে নিদ্রাপরবশ প্রাণীবর্গকে তাদের রক্ষণার্থে সচেতন হও। সুপ্ত প্রাণী তির্যগবস্থিত হয়ে (অর্থাৎ বক্রভাবে অবস্থিত হয়ে) শায়িত থাকে। (অতএব তাদের জাগ্রত করো)। (হিন্দী ভাষ্যকারের উক্তি—প্রাণী শয়ন করে, পরন্তু প্রাণের শয়ন কখনও শ্রুত হয় না) ॥ ৫॥ হে প্রাণ! তুমি আমার প্রতি বিমুখ হয়ো না। আমা হ'তে অন্যত্র হয়ো

না। আমি জীবনের নিমিত্ত তোমাকে আপন শরীরে ধারণ করছি ॥ ৬॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিও চতুর্থ সূক্তের ন্যায় বিনিয়োগ করণীয় ॥ (১১কা. ২অ. ৬সূ.) ॥

◆ ◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ব্রহ্মচর্যম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মচারী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্করী, বৃহতী, জগতী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

ব্রহ্মচারীষ্ণংশ্চরতি রোদসী উভে তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি।
স দাধার পৃথিবীং দিবং চ স আচার্যং তপসা পিপর্তি ॥ ১॥
ব্রহ্মচারিণং পিতরো দেবজনাঃ পৃথগ্ দেবা অনুসংযন্তি সর্বে।
গন্ধর্বা এনমন্বায়ন্ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ত্রিশতাঃ ষট্‌সহস্রাঃ
সর্বান্‌ৎস দেবাংস্তপসা পিপর্তি ॥ ২॥
আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমেন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ ॥ ৩॥
ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌর্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোাংস্তপসা পিপর্তি ॥ ৪॥
পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী ঘর্মং বসানস্তপসোদতিষ্ঠৎ।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্ ॥ ৫॥
ব্রহ্মচার্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।
স সদ্য এতি পূর্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্‌ৎসংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ ॥ ৬॥
ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্।
গর্ভো ভূত্বামৃতস্য যোনাবিন্দ্রো হ ভূত্বাসুরাংস্ততর্হ ॥ ৭॥
আচার্যস্ততক্ষ নভসী উভে ইমে উর্বী গম্ভীরে পৃথিবীং দিবং চ।
তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি ॥ ৮॥
ইমাং ভূমিং পৃথিবীং ব্রহ্মচারী ভিক্ষামা জভার প্রতমো দিবং চ।
তে কৃত্বা সমিধাবুপাস্তে তয়োরার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৯॥
অর্বাগন্যঃ পরো অন্যো দিবস্পৃষ্ঠাদ্ গুহা নিধী নিহিতৌ ব্রাহ্মণস্য।
তৌ রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তৎ কেবলং কৃণুতে ব্রহ্ম বিদ্বান্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — আকাশ ও পৃথিবী এই দুই লোককে ব্যাপ্ত করণশালী ব্রহ্মচারীর (বেদান্তক ব্রহ্মে অভ্যস্ত জনের) প্রতি সকল দেবতা সমানমনস্ক (অর্থাৎ অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত) হয়ে থাকেন। তিনি আপন

Scanned with CamScanner

তপের প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে পোষণ ক'রে থাকেন এবং আপন গুরুকেও পালন করেন। (অর্থাৎ সৎ পথাবলম্বনের প্রবৃত্তির দ্বারা আচার্যকেও পরিপালন করেন) ॥ ১॥ ব্রহ্মচারীর রক্ষার নিমিত্ত দেবজন সংজ্ঞায় পরিচিত দেবগণ এবং ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতা তার অনুসরণ করেন; গন্ধর্ব বিশ্বাবসু ইত্যাদিও তার পশ্চাতে গমন করতে থাকেন। অষ্টবসু ইত্যাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) দেবতা, তার বিভূতিরূপ তিনশত তিন (ত্র্যত্তরত্রিশতসংখ্যক) দেবতা হ'তে আরম্ভ ক'রে ছয় সহস্র দেবতা পর্যন্ত সকলকে আপন তপের দ্বারা পোষণ ক'রে থাকেন ॥ ২॥ উপনয়মান মানবককে উপগময়ন (উপনয়ন করণশালী) আচার্য আপন বিদ্যাময় শরীরের মধ্যে (গর্ভে) স্থাপিত ক'রে, তিন রাত্রি পর্যন্ত তাকে (সেই ব্রহ্মচারী মানবককে) আপন উদরে রক্ষা করেন, চতুর্থ দিবসে সেই বিদ্যাময় শরীর হ'তে উৎপন্ন ব্রহ্মচারীকে দর্শনের নিমিত্ত তাঁর সম্মুখে আগত হন ॥ ৩॥ পরিদৃশ্যমানা পৃথিবী এই ব্রহ্মচারীর প্রথম সমিৎ, এবং আকাশ তাঁর দ্বিতীয় সমিৎ। অধিকন্তু অন্তরিক্ষে অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগের অগ্নিতে স্থাপিত সমিধের দ্বারা ব্রহ্মচারী সংসারকে সন্তুষ্ট ক'রে থাকেন। এই প্রকারে সমিধসমূহ, মেখলা (শরপত্র ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত ধারণীয় উপবীত), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ-উদ্ভূত শ্রম ও দেহসন্তাপক অন্যান্য নিয়মগুলিকে পালন পূর্বক (অর্থাৎ তপস্যায়) পৃথিবী ইত্যাদি লোকসমূহকে পোষণ ক'রে থাকেন ॥ ৪॥ ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম হ'তেও প্রথমে প্রকট হয়েছেন; তিনি তেজোময় রূপ ধারণ ক'রে তপের সাথে যুক্ত হয়েছেন। সেই ব্রহ্মচারী রূপের দ্বারা দীপ্ত হয়ে ব্রহ্মার দ্বারা শ্রেষ্ঠ বেদাত্মক ব্রহ্ম প্রকট হয়েছেন এবং তার দ্বারা প্রতিপাদিত অগ্নি ইত্যাদি দেবতাও আপন অমৃতত্ব ইত্যাদি গুণ সমুদায়ের সাথে প্রকট হয়েছেন ॥ ৫॥ প্রাতে ও সায়ংকালে অগ্নিতে রক্ষিত সমিধ সমূহ এবং সেগুলি হ'তে উৎপন্ন তেজের দ্বারা তেজস্বী, কৃষ্ণ মৃগচর্মধারী যে ব্রহ্মচারী আপন ভিক্ষাচরণ ইত্যাদি নিয়মসকল পালন ক'রে থাকেন, সেই দীর্ঘশ্মশ্রুধারী ব্রহ্মচারী শীঘ্রই পূর্ব সমুদ্র হ'তে উত্তর সমুদ্রে গমন করেন। (অর্থাৎ তাঁর তপস্যার মহিমা ব্যাপ্ত হয়—এটাই তাৎপর্য)। তথা তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ ইত্যাদি লোকসমূহকে হস্তে ধারণ পূর্বক আপন অভিমুখীন ক'রে থাকেন ॥ ৬॥ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মতেজের (বা ব্রহ্মচর্যের) দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতিকে উৎপন্ন ক'রে থাকেন। তিনিই গঙ্গা ইত্যাদি নদীগুলিকে প্রকট ক'রে থাকেন। তিনিই স্বর্গ ইত্যাদি লোক সমূহ, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী এবং বিরাট্‌কে উৎপন্ন ক'রে থাকেন। এই অমরণশীল ব্রহ্মের সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণের সাথে যুক্ত (অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা) প্রকৃতির মধ্যে গর্ভরূপ স্বীকার ক'রে প্রথম ব্রহ্মচারী প্রাণধারীগণকে উৎপন্ন করছেন এবং তার পরে ইন্দ্র হয়ে সুরবিরোধী রাক্ষসগণকে বিনাশ করছেন ॥ ৭॥ এই আকাশ ও পৃথিবী বিশাল। এই পৃথিবী ও আকাশের উৎপাদক আচার্যকেও ব্রহ্মচারী রক্ষা করেন। সকল দেবতা এমনই ব্রহ্মচারীর উপর কৃপা বর্ষণ ক'রে থাকেন। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষারূপে গ্রহণ ক'রে পুনরায় দ্বিতীয় ভিক্ষারূপে সেই আকাশকে গ্রহণ করেছেন ॥ ৮॥ পুনরায় আকাশ ও পৃথিবীকে সমিধরূপে অগ্নিকে আরাধনা পূর্বক জগৎসংসারের সকল প্রাণীকে সেই আকাশ ও পৃথিবীর আশ্রয়ীভূত করেছেন ॥ ৯॥ দ্যুলোকের পৃষ্ঠ (অর্থাৎ উপরিভাগ) হ'তে অর্বাকে (অর্থাৎ অধোভূলোকে) একটি নিধি (অর্থাৎ বেদাত্মক ধন) গুহায় (অর্থাৎ আচার্যের হৃদয়রূপ গুহার অভ্যন্তরে) গচ্ছিত আছে। তার উপরিদেশস্থ গুহায় অপর একটি দেবতারূপ নিধি আছে, যা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অধীতবেদের সম্বন্ধিনী (অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গচ্ছিত) সেই নিধি দু'টি ব্রহ্মচারী তপস্যার দ্বারা (অর্থাৎ আপন ব্রহ্মচর্য-মহিমায়) রক্ষা করছেন। বেদরাশির শব্দ ও অর্থের সাথে সম্বন্ধিত (অর্থাৎ অধিষ্ঠানভূত) পরব্রহ্মকে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ক'রে থাকেন ॥ ১০॥

Scanned with CamScanner

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — তৃতীয়েনুবাকে পঞ্চ সূক্তানি। তত্র 'ব্রহ্মচারীষ্ণংশ্চরতি' ইত্যাদিস্ত্রিভিঃ সূক্তৈর্ব্রহ্মচারিণো মাহাত্মং উচ্যতে। তস্য ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ ॥ (১১কা. ৩অ. ১সূ.) ॥

টীকা — এই অনুবাকের পাঁচটি সূক্তের মধ্যে প্রথম তিনটি সূক্তে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি ব্রহ্মযজ্ঞ-জপে বিনিয়োগ করণীয় ॥ (১১কা. ৩অ. ১সূ.)॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মচর্যম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মচারী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্করী, বৃহতী, জগতী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

অর্বাগন্য ইতো অন্যঃ পৃথিব্যা অগ্নী সমেতো নভসী অন্তরেমে।
তয়োঃ শ্রয়ন্তে রশ্ময়োঽধি দৃঢ়াস্তানা তিষ্ঠতি তপসা ব্রহ্মচারী॥ ১॥
অভিক্রন্দন্ স্তনয়ন্নরুণঃ শিতিঙ্গো বৃহচ্ছেপোঽনু ভূমৌ জভার।
ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাঃ তেন জীবন্তি প্রদিশশ্চতস্রঃ॥ ২॥
অগ্নৌ সূর্যে চন্দ্রমসি মাতরিশ্বন্ ব্রহ্মচার্যপ্সু সমধিমা দধাতি।
তাসামর্চীংষি পৃথগভ্রে চরন্তি তাসামাজ্যং পুরুষো বর্ষমাপঃ॥ ৩॥
আচার্যো মৃত্যুর্বরুণঃ সোম ওষধয়ঃ পয়ঃ।
জীমূতা আসন্ৎসত্বানস্তৈরিদং স্বরাভৃতম্॥ ৪॥
অমা ঘৃতং কৃণুতে কেবলমাচার্যো ভূত্বা বরুণো যদ্যদৈচ্ছৎ প্রজাপতৌ।
তদ্ ব্রহ্মচারী প্রাযচ্ছৎ স্বান্ মিত্রো অধ্যাত্মনঃ॥ ৫॥
আচার্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতির্বি রাজতি বিরাডিন্দ্রোঽভবদ্ বশী॥ ৬॥
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি।
আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে॥ ৭॥
ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি॥ ৮॥
ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্ব রাভরৎ॥ ৯॥
ওষধয়ো ভূতভব্যমহোরাত্রে বনস্পতিঃ।
সম্বৎসরঃ সহর্তুভিস্তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এক অনুদিত সূর্যাত্মক অগ্নি এই পৃথিবীর নীচে বর্তমান রয়েছে, অপর পার্থিব অগ্নি পৃথিবীর উপরে রয়েছে। সূর্যোদয়ের পর এই আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঐ দুই অগ্নি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে থাকে। সেই সূর্য ও অগ্নি-সম্বন্ধি রশ্মিসমূহ পরস্পর সম্মিলনের দ্বারা অতি দৃঢ় হয়ে

Scanned with CamScanner

আকাশ ও পৃথিবীকে আশ্রয় করে। এই অগ্নিদ্বয়োপেত (দুই অগ্নিকে প্রাপ্ত) ভূমিতে ব্রহ্মচারী আপন তপোমহিমায় অধিষ্ঠান করেন। (অর্থাৎ অগ্নিরূপে সেই ভূমির অধিদেবতা হয়ে থাকেন) ॥ ১ ॥ সর্বদিকে গর্জনকারী জলপূর্ণ মেঘকে প্রাপ্ত হয়ে বরুণ দেবতা আপন বীর্যকে পৃথিবীর উদ্দেশে প্রেরণ করছেন। ব্রহ্মচারী সেই বরুণাত্মক বীর্যকে আপন তপোমহিমায় পৃথিবীর উন্নতপ্রদেশে বর্ষণ করছেন। সেই উদকলক্ষণ বীর্যের দ্বারা প্রাচী ইত্যাদি চারি প্রধান দিকের প্রাণীগণ প্রাণ ধারণ করে (বা সমৃদ্ধ হয়)। (যে রাজ্যে ব্রহ্মচারী বাস করেন, সেই স্থানে যথাকালে বৃষ্টি হয়—এটাই তাৎপর্য) ॥ ২ ॥ ব্রহ্মচারী (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যনিয়মবান্ পুরুষ) পার্থিব অগ্নিতে অন্তরিক্ষগত সূর্যে, চন্দ্রে, মাতরিশ্বা বায়ুতে ও অপ্সু (অর্থাৎ জলে সমিধসমূহ প্রক্ষেপণ করেন। এই অগ্নি ইত্যাদির তেজ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অন্তরিক্ষে অবস্থান করে। ব্রহ্মচারীর সমিধের দ্বারা সমৃদ্ধ অগ্নি ইত্যাদি আজ্য (অর্থাৎ গো-সমৃদ্ধি), পুরুষ (অর্থাৎ পুত্র ইত্যাদির সমৃদ্ধি), বর্ষ (অর্থাৎ কালে বৃষ্টির আবির্ভাব) ও আপ (অর্থাৎ বাপী, কূপ, তড়াগ ইত্যাদির সমৃদ্ধি) উৎপন্ন ক'রে থাকেন ॥ ৩ ॥ আচার্যই মৃত্যু দেবতা (কারণ, অপরাধাচরণের নিমিত্ত রুষ্ট হয়ে অপরাধীর জীবন অপহরণ করেন); তিনিই বরুণ অর্থাৎ পাপের নিষেধক (কারণ পরিচর্যাকারী ব্রহ্মচারীর পাপের নিবারণ করেন); তিনিই সোম বা চন্দ্রমা (কারণ চন্দ্রবৎ আহ্লাদকর); তিনিই ওষধি সমূহ (কারণ ব্রীহি যব ইত্যাদি ঔষধিরূপে প্রাণরক্ষক), তিনিই পয়ঃ বা দুগ্ধ (কারণ দুগ্ধরূপে পুষ্টিদায়ক)। এই সবই আচার্যের প্রসাদে লভ্য ব'লে এগুলি সবই আচার্যাত্মক। (অথবা মৃত্যু দেবতা যম নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের দ্বারা, কিংবা বরুণ দেবও ভৃগুকে উপদেশ দান ক'রে যেমন আচার্য হয়েছেন, সেই রকম আচার্য হ'লেন সর্বদেবাত্মক—এটাই তাৎপর্য)। বরুণ দেবতা যে সদনশীল মেঘগুলিকে আপন পার্শ্বে রক্ষা করেছেন, তারাই তাঁর অনুচর, তারাই বর্ষণশীল জলকে ধারণ করছে (বা আহরণ করছে) ॥ ৪ ॥ বরুণদেব আচার্য হয়ে ক্ষরণশীল জলরাশিকে নিজের সাথে একাত্ম ক'রে নিয়েছেন। তিনি প্রজাপতির নিকট হ'তে যে ফল ইচ্ছা করেছিলেন, মিত্রদেব ব্রহ্মচারী হয়ে স্বকীয় ব্রহ্মচর্য-মাহাত্ম্যে আপন শরীর হ'তে সে সবই আচার্যভূত বরুণকে দিয়েছিলেন। (এর দ্বারা ব্রহ্মচারীর পালনীয় একটি নিয়ম কথিত হলো যে, শিষ্যরূপে বিদ্যা-উপদেশকারী আচার্যকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধন দক্ষিণারূপে প্রদান করা কর্তব্য) ॥ ৫ ॥ বিদ্যা উপদেশ ক'রে আচার্য ব্রহ্মচারী রূপে প্রকট হয়ে থাকেন। তিনিই ব্রহ্মচর্য পালনরূপ তপস্যার দ্বারা মহিমাবান্ হয়ে প্রজাপতি অর্থাৎ জগৎস্রষ্টা হয়ে থাকেন। এবং সেই প্রজাপতি হ'তে তিনি বিরাট্ (অর্থাৎ শ্রুতি-কথিত স্থূলপ্রপঞ্চশরীরাভিমানী ঈশ্বর) বিরাজমান হয়ে যান। এবং বিরাট্ হ'তে তিনিই পরমৈশ্বর্যযুক্ত সর্বজগৎস্রষ্টা পরমাত্মা হয়ে থাকেন। (সেইজন্যই বলা হয় যে, পরম্পরা অনুক্রমে আচার্যের সর্বদেবাত্মক মহিমা কেউই বর্ণনা করতে সক্ষম নয়) ॥ ৬ ॥ বেদকে ব্রহ্ম বলা হয়। বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত আচরণীয় কর্মই (যথা,—সমিধাদান অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ স্থাপন, ভৈক্ষচর্য অর্থাৎ ভিক্ষাচরণ, ঊর্ধ্বরেতস্কত্ব অর্থাৎ শুক্রসংযম ইত্যাদি) ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মচর্যের দ্বারা এবং তাঁর দ্বারা পালিত উপবাস ইত্যাদি ব্রতনিয়মের দ্বারা রাজা আপন রাজ্য বিশেষভাবে রক্ষা করেন (অর্থাৎ পালন করেন) এবং আচার্যও ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই ব্রহ্মচারীকে আপন শিষ্য করেন ॥ ৭ ॥ অকৃতবিবাহা (অবিবাহিতা) কন্যা ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই যুবত্ব-গুণযুক্ত উৎকৃষ্ট পতি প্রাপ্ত হন। (এমনকি পশুজাতিও ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই আপন অভিলষিত ফল লাভ করে, যেমন—) শকট-বহনকারী পুঙ্গম (বৃষ) ঊর্ধ্বরেতস্কত্ব ইত্যাদি ধর্মের (ব্রহ্মচর্যের) দ্বারাই উৎকৃষ্ট পতি লাভ করে এবং অশ্ব ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই ভক্ষণীয় তৃণ ইত্যাদি ভক্ষণ করতে ইচ্ছা করে। (বক্তব্য এই যে, অবিবাহিত কালে কন্যার

Scanned with CamScanner

আত্মসংযমরূপ ব্রহ্মচর্য তাকে মনোমত পতি প্রাপ্ত করায়; গাভী-সঙ্গমে অপারঙ্গম বলদ রেতঃ-হীনতারূপ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মনোমত প্রভু লাভ করে; অশ্ব অশ্বী-সঙ্গমে অনিচ্ছারূপ ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই মনোমত তৃণ ইত্যাদি নিরামিষ খাদ্য প্রাপ্ত হয়) ॥ ৮ ॥ অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই মৃত্যুকে জয় (বা দূর) করেছেন। ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই ইন্দ্র দেবতাগণকে স্বর্গপ্রাপ্ত করিয়েছেন ॥ ৯ ॥ ব্রীহি, যব ইত্যাদি গ্রাম্য ঔষধিসমূহ, অন্য বনৌষধিসমূহ, দিবা-রাত্রি, অতীত ও অনাগত কালসমূহ (বা দ্বাদশমাসাত্মক কাল), হেমন্ত-শীত ইত্যাদি ঋতুরাজি—এ সবই ব্রহ্মচারীর তপস্যা-মাহাত্ম্যে উৎপন্ন হয়েছে ॥ ১০ ॥

টীকা — এই সূক্তটি প্রথম সূক্তের সাথেই বিনিয়োগ হয়ে থাকে ॥ (১১কা. ৩অ. ২সূ.)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : ব্রহ্মচর্যম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : ব্রহ্মচারী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, শক্করী, বৃহতী, জগতী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১॥
পৃথক্ সর্বে প্রাজাপত্যাঃ প্রাণানাত্মসু বিভ্রতি।
তান্‌ৎসর্বান্ ব্রহ্ম রক্ষতি ব্রহ্মচারিণ্যাভৃতম্॥ ২॥
দেবানামেতৎ পরিষূতমনভ্যারূঢ়ং চরতি রোচমানম্।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং দেবাশ্চ সর্বে অমৃতেন সাকম্॥ ৩॥
ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্ বিভর্তি তস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে সমোতাঃ।
প্রাণাপানৌ জনয়ন্নাদ্ ব্যানং বাচং মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধাম্॥ ৪॥
চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশো অস্মাসু ধেহ্যন্নং রেতো লোহিতমুদরম্॥ ৫॥
তানি কল্পদ্ ব্রহ্মচারী সলিলস্য পৃষ্ঠে তপোঽতিষ্ঠৎ তপ্যমানঃ সমুদ্রে।
স স্নাতো বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ পৃথিব্যাং বহু রোচতে॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — পার্থিব জনগণ, দিব্যলোকের প্রাণীগণ, অরণ্যের সিংহ-শার্দূল ইত্যাদি ও গ্রাম্য গো-অশ্ব-মহিষ ইত্যাদি পশুগণ, পক্ষরহিত ও পক্ষবন্ত জীব বা বস্তুসমূহ যা কিছু, তা সবই ব্রহ্মচর্যের প্রভাবেই উৎপন্ন হয়েছে ॥ ১ ॥ প্রজাপতির দ্বারা সৃষ্ট দেব-মনুষ্য ইত্যাদি সকলেই আপন আপন প্রাণকে (স্বস্বসম্বন্ধিন এব) ধারণ বা পোষণ করছে। আচার্যের মুখ-নিঃসৃত বেদাত্মক ব্রহ্মই ব্রহ্মচারীর মধ্যে স্থিত হয়ে সকল প্রাণীকে রক্ষা করছে ॥ ২ ॥ এই পরব্রহ্ম দেবতাগণ হ'তে পরোক্ষ নন্, তিনি দেবতাগণের দ্বারা পরিগৃহীত (অর্থাৎ তাঁদের আত্মরূপে সাক্ষাৎকৃত)। তিনি আপন সচ্চিদানন্দ রূপে দীপ্তিবান্ থাকেন, তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। তাঁর নিকট হ'তেই ব্রহ্ম-সম্বন্ধি বা ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ (অর্থাৎ প্রবৃদ্ধতম বা প্রশংসনীয়) ধন বেদাত্মক ব্রহ্ম প্রকট হয়েছেন এবং তৎপ্রতিপাদ্য অগ্নি ইত্যাদি সকল দেবগণ অমৃতত্বের সাথে যুক্ত হয়ে প্রকট হয়েছেন। (অমৃতেন

Scanned with CamScanner

স্বোপভোগ্যেন অমৃতত্বপ্রাপকেন সুধারসেন সহ জাতা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩॥ ব্রহ্মচর্যবান পুরুষ দীপ্যমান বেদাত্মক ব্রহ্মকে ধারণ করে থাকেন। তাঁর উপরে সকল দেবতা অবস্থান ক'রে থাকেন। এবং সকল দেবতার নিবাসভূত ব্রহ্মচারী সর্বপ্রাণীর প্রাণ ও অপান বায়ুকে প্রকট ক'রে থাকেন; পুনরায় ব্যান নামক বায়ু, শব্দাত্মিকা বাণী, অন্তঃকরণ ও তার আবাসস্থানরূপ হৃদয়কমল, বেদাত্মক ব্রহ্ম, মেধা (অর্থাৎ আশুবিদ্যাগ্রহণকুশলা বুদ্ধি)—এই সবই ব্রহ্মচারীর দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে ॥ ৪॥ হে ব্রহ্মান (ব্রহ্মচার্যাত্মক)! আমাদের অর্থাৎ তোমার স্তোতৃবর্গের মধ্যে রূপ-গ্রাহক নেত্র, শব্দগ্রাহক শ্রোত্র ও যশ (বা কীর্তি) স্থাপন করো। (অন্ধত্ব বধিরতা কখনও যেন আমাদের না হয়)। আমাদের ভোজ্য অর্থাৎ অন্ন, পুত্র ইত্যাদির নিমিত্ত রেতঃ, শরীরগত রক্ত এবং উদর উপলক্ষিত সমস্ত শরীর কল্পিত পূর্বক ব্রহ্মচারী সলিলের পৃষ্ঠে অর্থাৎ উদকের মধ্যে তপস্তপ্যমান হয়ে অবস্থান করছেন। সেই তপস্বী ব্রহ্মচারী সর্বদা স্নানের দ্বারা পবিত্রীকৃত ও পিঙ্গল বা বভ্রুবর্ণধারী হয়ে পৃথিবীতে দীপ্যমান হয়ে আছেন ॥ ৫-৬॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি প্রথম ও দ্বিতীয় সূক্তের অনুরূপ ব্রহ্মজ্ঞ জপে বিনিযুক্ত ও ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য কীর্তনে প্রযুক্ত ॥ (১১কা. ৩অ. ৩সূ.)॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

অগ্নিং ব্রূমো বনস্পতীনোষধীরুত বীরুধঃ।
ইন্দ্রং বৃহস্পতিং সূর্যং তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১॥
ব্রূমো রাজানং বরুণং মিত্রং বিষ্ণুমথো ভগম্।
অংশং বিবস্বন্তং ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২॥
ব্রূমো দেবং সবিতারং ধাতারমুত পূষণম্।
ত্বষ্টারমগ্রিয়ং ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্তংহসঃ ॥ ৩॥
গন্ধর্বাপ্সরসো ব্রূমো অশ্বিনা ব্রহ্মণস্পতিম্।
অর্যমা নাম যে দেবস্তে নো মুঞ্চন্তংহসঃ ॥ ৪॥
অহোরাত্রে ইদং ব্রূমঃ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভা।
বিশ্বানাদিত্যান্ ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৫॥
বাতং ব্রূমঃ পর্জন্যমন্তরিক্ষমথো দিশঃ।
আশাশ্চ সর্বা ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৬॥
মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদহোরাত্রে অথো উষাঃ।
সোমো মা দেবো মুঞ্চতু যমাহুশ্চন্দ্রমা ইতি ॥ ৭॥
পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা উত সে মৃগাঃ।
শকুন্তান্ পক্ষিণো ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৮॥

ভবাশর্বাবিদং ব্রূমো রুদ্রং পশুপতিশ্চ যঃ।
ইষূর্যা এষাং সংবিদ্ম তা নঃ সন্তু সদা শিবাঃ ॥ ৯॥
দিবং ব্রূমো নক্ষত্রাণি ভূমিং যক্ষাণি পর্বতান্।
সমুদ্রা নদ্যো বেশন্তাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — সকল দেবতার আদিভূত অগ্নিদেবের উদ্দেশে আমরা স্তুতি পূর্বক অভীষ্ট ফল প্রার্থনা করছি। আমরা বনস্পতির স্তুতি করছি। আমরা মহাবৃক্ষ ব্রীহি, যব, ইত্যাদি গ্রাম্য ও লতারূপ বনৌষধি সমূহের স্তুতি করছি। আমরা ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও আদিত্যেরও স্তুতি করছি। এঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন—এটাই প্রার্থনা ॥ ১॥ আমরা রাজমান্ বা ঈশ্বরত্ব সম্পন্ন বরুণ দেবতার, সকলের মিত্রভূত মিত্র দেবতার, ব্যাপনশীল বিষ্ণু দেবতার, ভজনীয় ভগ দেবতার, অংশ ও বিবস্বান দেবতার স্তুতি করছি। এঁরা সকলেই আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ২॥ আমরা সর্বপ্রেরক ও দান ইত্যাদি গুণযুক্ত সবিতা দেবের স্তুতি করছি। তথা ধাতা, পূষা ও অগ্রগণ্য (অগ্রিয়ং) ত্বষ্টাদেবের স্তুতি করছি। এঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৩॥ আমরা মন্ত্রপ্রসিদ্ধ গন্ধর্ব ও অপ্সরা নামক দেবগণের স্তুতি করছি। তথা অশ্বিদ্বয় দেবতার স্তুতি করছি। বেদপতি ব্রহ্মার ও অর্যমা দেবতার স্তুতি করছি। সেই দেবতাগণ আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৪॥ আমরা দিবা ও রাত্রির উদ্দেশে এই স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছি। তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য ও চন্দ্র এবং দেবমাতা অদিতির সকল পুত্রদের উদ্দেশেও স্তুতি করছি। তাঁরা আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৫॥ আমরা বায়ু, পর্জন্য, অন্তরিক্ষ ও দিক্-বিদিকস্থ দেবতাগণের উদ্দেশেও স্তুতি করছি। এঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৬॥ দিবা ও রাত্রির অভিমানী দেবতা আমাদের শপথাত্মক পাপ হ'তে মুক্ত করুন। উষাকালের অভিমানী দেবতা ও চন্দ্রমারূপ সোম দেবতা আমাকে শপথের কারণভূত পাপ হ'তে মুক্ত করুন। (শপথ ক'রে তা রক্ষা না করার পাপ হ'তে এঁরা সকলে আমাকে রক্ষা করুন) ॥ ৭॥ আমরা পৃথিবীস্থ ও দিব্যস্থানস্থায়ী প্রাণীসকলের উদ্দেশে (অর্থাৎ দেহধারী মনুষ্য, অদৃশ্য দেবতা ইত্যাদির উদ্দেশে), গাভী ইত্যাদি গ্রাম্য ও হরিণশার্দূলসিংহ ইত্যাদি আরণ্য পশু সমূহের উদ্দেশে এবং শকুনভূত পিঙ্গল ইত্যাদি পক্ষিগণের উদ্দেশেও স্তুতি করছি। এঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে রক্ষা করুন ॥ ৮॥ আমরা ভব ও শর্ব দেবতার উদ্দেশে এই স্তুতিবাক্য নিবেদন করছি। আমরা রুদ্র ও পশুপতি দেবতার উদ্দেশে স্তুতি করছি। এঁদের যে বাণগুলিকে আমরা পরিজ্ঞাত আছি, সেইগুলি আমাদের নিকট সুখপ্রদ হোক ॥ ৯॥ আমরা দ্যোতমান আকাশ, সেই স্থানে আশ্রিত পুণ্যবান্বর্গের ধামরূপ নক্ষত্র সমূহ, পুণ্যক্ষেত্র ভূমিভাগ, হিমালয় প্রমুখ মহাগিরী, ভূমিস্থ সপ্তসংখ্যক প্রসিদ্ধ সমুদ্র, গঙ্গা ইত্যাদি নদীসমূহ এবং সরোবর ইত্যাদি ক্ষুদ্র জলাশয় সমূহের স্তুতি করছি। এরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুক ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'অগ্নিং ব্রূমঃ' ইত্যাদি সূক্তদ্বয়ং অর্থসূক্তং। তস্য বৃহদ্গানে লঘুগণে চ পাঠাৎ শান্ত্যুদক মন্ত্রণাদৌ বিনিয়োগঃ।....(কৌ. ৪/৮) ॥ (১১কা. ৩অ. ৪সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি এবং এর পরবর্তী সূক্তটি বৃহদ্গাণে ও লঘুগণে পঠিত শান্ত্যুদক কর্মে বিনিযুক্ত হয়। সূত্রানুসারে সর্বভৈষজ্য ইত্যাদি কর্মে গণপ্রযুক্তে এগুলির বিনিয়োগ অনুসন্ধেয়।...উপর্যুক্ত সূক্তের দ্বারা আজ্যতন্ত্রে হোম করণীয় ॥ (১১কা. ৩অ. ৪সূ.)॥

Scanned with CamScanner

◆

পঞ্চম সূক্ত : পাপমোচনম্

[ঋষি : শন্তাতি। দেবতা : অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : অনুষ্টুপ্।]

সপ্তর্ষীন্ বা ইদং ব্রূমোঽপো দেবীঃ প্রজাপতিম্।
পিতৄন্ যমশ্রেষ্ঠান্ ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১॥
যে দেবা দিবিষদো অন্তরিক্ষসদশ্চ যে।
পৃথিব্যাং শক্রা যে শ্রিতাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ২॥
আদিত্যা রুদ্রা বসবো দিবি দেবা অথর্বাণঃ।
অঙ্গিরসো মনীষিণস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৩॥
যজ্ঞং ব্রূমো যজমানমৃচঃ সামানি ভেষজা।
যজূংষি হোত্রা ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪॥
পঞ্চ রাজ্যানি বীরুধাং সোমশ্রেষ্ঠানি ব্রূমঃ।
দর্ভো ভঙ্গো যবঃ সহস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৫॥
অরায়ান্ ব্রূমো রক্ষাংসি সর্পান্ পুণ্যজনান্ পিতৄন্।
মৃত্যূনেকশতং ব্রূমস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৬॥
ঋতূন্ ব্রূম ঋতুপতীনার্তবানুত হায়নান্।
সমাঃ সম্বৎসরান্ মাসাংস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৭॥
এত দেবা দক্ষিণতঃ পশ্চাৎ প্রাঞ্চ উদেত।
পুরস্তাদুত্তরাচ্ছক্রা বিশ্বে দেবাঃ সমেত্য তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৮॥
বিশ্বান্ দেবানিদং ব্রূমঃ সত্যসন্ধানৃতাবৃধঃ।
বিশ্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৯॥
সর্বান্ দেবানিদং ব্রূমঃ সত্যসন্ধানৃতাবৃধঃ।
সর্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১০॥
ভূতং ব্রূমো ভূতপতিং ভূতানামুত যো বশী।
ভূতানি সর্বা সঙ্গত্য তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ১১॥
যা দেবীঃ পঞ্চ প্রদিশো যে দেবা দ্বাদশর্তবঃ।
সম্বৎসরস্য যে দংষ্ট্রাস্তে নঃ সন্তু সদা শিবাঃ ॥ ১২॥
যন্মাতলী রথক্রীতমমৃতং বেদ ভেষজম্।
তদিন্দ্রো অপ্সু প্রাবেশয়ৎ তদাপো দত্ত ভেষজম্ ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ — আমরা এই স্তুতিবচন সপ্ত-ঋষির উদ্দেশে নিবেদন করছি (অথবা তাঁদের নিকট এই ফল যাচনা করছি)। আমরা অপোদেবী অর্থাৎ জলদেবতার, স্রষ্টা প্রজাপতি দেবতার, তথা

মুখ্যোধিপতি বর্হিষদ-আগ্নিষ্বাত্ত ইত্যাদি পিতৃবর্গের স্তুতি করছি। তাঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ১॥ যে দেবগণ দ্যুলোকে আছেন, যে দেবগণ অন্তরিক্ষে আছেন এবং যে শক্তিশালী দেবগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ ভূমিতে আশ্রিত আছেন, তাঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ২॥ দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু—দিব্যলোকের এই গণত্রয়াত্মক দেবগণ; বিংশতিকাণ্ডাত্মক বেদের (অর্থাৎ অথর্ববেদের) দ্রষ্টা মহর্ষি অথর্বা ও আঙ্গিরস ইত্যাদি মনীষি আমাদের স্তুতির দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৩॥ আমরা অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞসমূহের স্তুতি করছি, সেই যজ্ঞফল প্রাপ্ত করণশালী যজমানের স্তুতি করছি, যজ্ঞসমূহে বিনিযুক্ত পাদবদ্ধ মন্ত্রসমূহের স্তুতি করছি। স্তোত্রসমূহকে সম্পন্ন করণশালী (অর্থাৎ প্রগীতমন্ত্রাত্মক রথন্তর, বৃহৎ, বৈরূপ ইত্যাদি) সামসমূহের স্তুতি করছি, সোমকে ও ঔষধিসমূহকে স্তুতি করছি, সোমযাগের (হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি,পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক, আগ্নীধ্র) সপ্ত বষট্‌কারের স্তুতি করছি, তাঁদের ক্রিয়া হোত্রার স্তুতি করছি। তাঁরা আমাদের সর্ব পাপ হ'তে বিমুক্ত করুন ॥ ৪॥ ভিষকগণের দ্বারা বিনিযুজ্যমান পত্র, কাণ্ড, ফল, পুষ্প ও মূল এই পঞ্চ রাজ্যশালিনী ঔষধিসমূহের মধ্যে সোমলতা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সোমলতা এদের রাজা। আমরা এদের স্তুতি করছি। তথা দর্ভ অর্থাৎ কুশময়, ভঙ্গ অর্থাৎ শন, যব নামক প্রসিদ্ধ ঔষধি, সহ নাম (কোনও) ঔষধি বিশেষকেও আমরা স্তুতি করছি। এরাও আমাদের সকল পাপ মোচন করুন ॥ ৫॥ আমরা দানপ্রতিবন্ধক (অর্থাৎ দানকর্মে বাধা দানকারী) হিংসকদের (অর্থাৎ রাক্ষসবৎ পিশাচ সমুদায়ের) স্তুতি করছি। তথা রাক্ষসগণের, সর্পগণের, যাতুধানগণের (পুণ্যজন সমূহের), পিতৃলোকগত পূর্বপুরুগণের (পিতৃন্) ও একশত একসংখ্যক মৃত্যুদায়ক (বা মৃত্যুর অধিষ্ঠাতৃ) দেবতাবৃন্দের স্তুতি করছি; তাঁরা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৬॥ আমরা বসন্ত ইত্যাদি ঋতু সমূহের স্তুতি করছি। তথা সেই ঋতু সমূহের অধিপতি দেবতা (বসন্তের) বসুগণ, (গ্রীষ্মের) রুদ্রগণ, (বর্ষার) আদিত্যগণ, (শরতের) ঋভুগণ এবং (হেমন্ত ও শিশিরের) মরুৎ-গণকে তথা ঋতু সমূহে উৎপন্ন পদার্থগুলির স্তুতি করছি। আমরা চান্দ্র-সৌর-সাবন ভেদাত্মক তিন প্রকার সম্বৎসরের এবং চৈত্র ইত্যাদি মাস সমূহের স্তুতি করছি। তারা সকলে আমাদের পাপ হ'তে মুক্ত করুক ॥ ৭॥ হে দেববর্গ! আপনারা যাঁরা দক্ষিণ দিকে স্থিত আছেন, তাঁরা আগমন করুন। যাঁরা পশ্চিম দিকে, পূর্ব দিকে, উত্তর দিকে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান করছেন, তাঁরাও আপন আপন দিক হ'তে এই স্থানে আগমন পূর্বক আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৮॥ আমরা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে এই স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করছি (অথবা এই ফল যাচনা করছি)। তাঁরা সত্যসন্ধান (অর্থাৎ সত্যপ্রতিজ্ঞান্), তাঁরা ঋতাবৃধ (অর্থাৎ সত্যের বা যজ্ঞের বর্ধক)। তাঁরা বিশ্বা নামে আখ্যাতা পত্নী সমভিব্যাহারে আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ৯॥ আমরা সকল দেবগণের উদ্দেশে এই স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করছি। তাঁরা সত্যবর্ধক, যজ্ঞ বা সত্যের বধক। তাঁরা সকল পত্নী সমভিব্যাহারে আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ১০॥ ভূত অর্থাৎ লব্ধসত্তা বস্তুমাত্রের উদ্দেশেই আমরা স্তুতি করছি। ভূতপতি অর্থাৎ ভূতের অধিপতি বা ঈশ্বরের উদ্দেশে আমরা স্তুতি করছি। অধিকন্তু, সেই সকল ভূতের নিয়ন্তার উদ্দেশেও আমরা স্তুতি করছি। সকল ভূত একত্রিত হয়ে এই স্থানে আগমন করুন এবং আমাদের সকল পাপ হ'তে মুক্ত করুন ॥ ১১॥ প্রধান দিক্‌বর্তিনী যে প্রসিদ্ধা পঞ্চসংখ্যকা দেবী আছেন, দান ইত্যাদি গুণযুক্ত চৈত্র বৈশাখ ইত্যাদি দ্বাদশ-সংখ্যক যে মাস আছে, ঐ দ্বাদশ-মাসাত্মক সম্বৎসরের যে ঋতু দেবতা আছেন, ঐ

Scanned with CamScanner

সম্বৎসররূপ প্রজাপতির বিষ্টি (অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক) ইত্যাদি দোষযুক্ত যে কালাত্মক দন্তবিশেষ আছে, —তাঁরা সকলে সর্বদা আমাদের কল্যাণের কারণ হোন (কল্যাণহেতবঃ সন্তু) ॥ ১২॥ ইন্দ্রের সারথি মাতলী রথের ক্রয়ের দ্বারা যে অমৃত (অর্থাৎ অমরণসাধন)ভেষজ জ্ঞাত হয়েছেন, রথের অধিপতি ইন্দ্র সেই ভেষজ জলে প্রক্ষিপ্ত করেছেন। হে আপঃ (জলরাশি)! তোমরা সেই মাতলীক্রীত ও ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ঔষধ আমাদের প্রদান করো ॥ ১৩॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'সপ্তঋষীন্ বা ইদং ব্রূমঃ' ইতি সূক্তস্য পূর্ববৎ বিনিয়োগঃ। ....ইত্যাদি ॥ (১১কা. ৩অ. ৫সূ.) ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (১১কা. ৩অ. ৫সূ.)॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-সূক্তম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : উচ্ছিষ্ট, অধ্যাত্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী]

উচ্ছিষ্টে নাম রূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ।
উচ্ছিষ্ট ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বিশ্বমন্তঃ সমাহিতম্ ॥ ১॥
উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বং ভূতং সমাহিতম্।
আপঃ সমুদ্র উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমা বাত আহিতঃ ॥ ২॥
সন্নুচ্ছিষ্টে অসংশ্চোভৌ মৃত্যুর্বাজঃ প্রজাপতিঃ।
লৌক্যা উচ্ছিষ্ট আয়ত্তা ব্রশ্চ দ্রশ্চাপি শ্রীর্ময়ি ॥ ৩॥
দৃঢ়ো দৃংহস্থিরো ন্যো ব্রহ্ম বিশ্বসৃজো দশ।
নাভিমিব সর্বতশ্চক্রমুচ্ছিষ্টে দেবতাঃ শ্রিতাঃ ॥ ৪॥
ঋক্ সাম যজুরুচ্ছিষ্ট উদ্গীথঃ প্রস্তুতং স্তুতম্।
হিঙ্কার উচ্ছিষ্টে স্বরঃ সাম্নো মেড়িশ্চ তন্ময়ি ॥ ৫॥
ঐন্দ্রাগ্নং পাবমানং মহানাম্নীর্মহাব্রতম্।
উচ্ছিষ্টে যজ্ঞস্যাঙ্গান্যন্তর্গর্ভ ইব মাতরি ॥ ৬॥
রাজসূয়ং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমস্তদধ্বরঃ।
অর্কাশ্বমেধাবুচ্ছিষ্টে জীববর্হির্মদিন্তমঃ ॥ ৭॥
অগ্ন্যাধেয়মথো দীক্ষা কামপ্রশ্ছন্দসা সহ।
উৎসন্না যজ্ঞাঃ সত্রাণ্যুচ্ছিষ্টেঽধি সমাহিতাঃ ॥ ৮॥
অগ্নিহোত্রং চ শ্রদ্ধা চ বষট্কারো ব্রতং তপঃ।
দক্ষিণেষ্টং পূর্তং চোচ্ছিষ্টেঽধি সমাহিতাঃ ॥ ৯॥

Scanned with CamScanner

একরাত্রো দ্বিরাত্রঃ সদ্যঃক্রীঃ প্রক্রীরুক্‌থ্যঃ।
ওতং নিহিতমুচ্ছিষ্টে যজ্ঞস্যাণূনি বিদ্যয়া ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ — হবনের পর হুতাবশিষ্ট যে ওদন প্রাশনার্থে রক্ষিত থাকে, তাকে উচ্ছিষ্ট বলা হয়। সেই উচ্ছিষ্টে বা ওদনে (অর্থাৎ অন্নে) নামধেয়াত্মক ও রূপধেয়াত্মক পৃথিবী ইত্যাদি প্রপঞ্চ আহিত (অর্থাৎ আস্থিত বা সমাশ্রিত) হয়ে রয়েছে। সেই উচ্ছিষ্টে দ্যুলোকাধিপতি ইন্দ্র ও পৃথিবীস্বামী অগ্নি উভয়ে আহিত হয়ে রয়েছেন। অধিক কি (কিং বহুনা), এতৎ উপলক্ষিত ঐ উচ্ছিষ্টের মধ্যে সর্ব জগৎ সমাহিত (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা স্থাপিত) হয়ে রয়েছে ॥ ১॥ সেই উচ্ছিষ্টরূপ ব্রহ্মে আকাশ ও পৃথিবী আহিত হয়ে আছে; সেইগুলিতে বাসকরণশীল জীবও সেই উচ্ছিষ্টে সমাহিত (সম্যগ্ নিহিত) হয়ে আছে। ব্যাপনশীল প্রথমসৃষ্ট জগৎকারণভূত সমুদায়াত্মক জলরাশি ও সমুদ্র সেই উচ্ছিষ্টে সমাহিত। সেই সমুদ্র মথ্যমান হ'লে চন্দ্র উৎপন্ন হয়েছেন এবং অন্তরিক্ষাধিপতি বায়ুদেবতাও সেই উচ্ছিষ্টরূপ ব্রহ্মে আহিত (অর্থাৎ আশ্রিত) হয়েছেন ॥ ২॥ সৎ ও অসৎ উভয় সেই উচ্ছিষ্টে কার্যাত্বের কারণে বর্তমান। সেই সৎ-অসতের সাথে সম্বন্ধিত মারক মৃত্যু দেবতা, তাঁর বল (বাজঃ), ও সকলের স্রষ্টা প্রজাপতি সেই উচ্ছিষ্টে বর্তমান রয়েছেন। লোকসম্বন্ধি প্রজাগণও সেই উচ্ছিষ্টে স্থাপিত। তথা বারক (ব্রঃ) বরুণ ও দ্রাবক (দ্রঃ) অমৃতময় সোমও সেই উচ্ছিষ্টে আশ্রিত হয়ে রয়েছেন। সেই উচ্ছিষ্টের প্রসাদে (অথবা, উচ্ছিষ্টে আশ্রিত ঐ সকলের প্রসাদে) আমাতে সম্পদ (শ্রী) আস্থিত হোক ॥ ৩॥ দৃঢ় অঙ্গসম্পন্ন দেব, স্থিরীকৃত লোক, এবং তত্রস্থ প্রাণীবর্গ, জগৎকারণ ব্রহ্ম, নয়জন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা ও তাঁদের রচয়িতা দশম ব্রহ্মা (অথবা নয়টি প্রাণ ও এক মুখ্য প্রাণ—এঁরাই প্রথম সৃষ্ট বিশ্বের স্রষ্টা)—এঁরা সকলে উচ্ছিষ্টে সমাহিত। অপিচ, ইন্দ্র ইত্যাদি সকল দেবতা সেই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ কারণরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় ক'রে আছেন, যেমন রথচক্রের মধ্যস্ত নাভি সর্বতঃ আবেষ্টন ক'রে থাকে ॥ ৪॥ ঋক্ (অর্থাৎ পাদবদ্ধ যে মন্ত্রগুলি যাজ্যা-অনুবাক্য ইত্যাদি রূপে যজ্ঞে বিনিযুক্ত), সাম (অর্থাৎ প্রগীত মন্ত্রসমূহ স্তোত্রসাধনত্বে বিনিযুক্ত), যজুঃ (অর্থাৎ অনুষ্ঠেয়ার্থ-প্রকাশক মন্ত্র),—এই ত্রিবিধ মন্ত্ররাজি উচ্ছিষ্যমাণ ব্রহ্মে সমাশ্রিত। তথা উদ্গীথ (অর্থাৎ উদ্গাতা কর্তৃক সামবেদের গীয়মান ভাগ), প্রস্তুত (অর্থাৎ প্রস্তোতা কর্তৃক গীয়মান প্রস্তাবাখ্যো ভাগ), স্তোত্র (অর্থাৎ স্তবনকর্ম), হিঙ্কার (অর্থাৎ উদ্গাতাগণ কর্তৃক অগ্রে প্রযুজ্যমান হিং শব্দ), স্বর (অর্থাৎ কৃৎস্নসামাশ্রিত সপ্তবিধ স্বর), তথা ঋক্-অক্ষরের ও গান বিশেষের মিলন (অর্থাৎ সংসর্গজনিত বা একত্রাবস্থানে উৎপন্ন স্তোভবিশেষ)—এই সবই, অর্থাৎ উদ্গীথ ইত্যাদি সবই, উচ্ছিষ্টে সমাশ্রিত। এই সকলই আমার যজ্ঞসমৃদ্ধির নিমিত্ত হোক ॥ ৫॥ ঐন্দ্রাগ্ন (প্রাতঃসবনে প্রযুজ্যমান ইন্দ্র ও অগ্নির স্তুতি), পাবমান (সবনের প্রথমে গীয়মান পবমান-সোমদেবতাক সাম), মহানাম্নী ঋক্ (বা গীয়মান শাক্কর সাম), মহাব্রত (বা রাজন গায়ত্র বৃহৎ রথন্তর ও ভদ্রাখ্য পঞ্চ সামরূপ ক্রিয়মান স্তোত্র)— যজ্ঞের এই অঙ্গ সমূহ মাতার গর্ভে স্থিত অভিবর্ধনশীল জীবের ন্যায় উচ্ছিষ্টে আশ্রিত থাকে ॥ ৬॥ সার্বভৌম রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পশু-সোম-দর্বি-হোমাত্মক শস্ত্রপ্রধান) রাজসূয়, (বাজ অর্থাৎ অন্ন দ্রবীকৃত পূর্বক পেয় বা ঘৃত পানাত্মক যে কর্ম, সেই) বাজপেয়, (চরমস্তোত্রে যজ্ঞাযজ্ঞীয়ে অগ্নি স্তুতিপ্রধান) অগ্নিষ্টোম, (হিংসাপ্রত্যবায়রহিত) সোধ্বরঃ, (বিরাডাত্মক উপাস্যমান চিত্যাগ্নিরূপ) অর্ক, (বিরাডাত্মক অশ্বের উপাসনা প্রধান) অশ্বমেধ, (জীবাবস্থাভিন্ন যাগবিশেষ) জীববর্হি এবং দেবগণের তৃপ্তিবিশেষকর

Scanned with CamScanner

অন্যান্য সোমযাগ সমূহ সেই উচ্ছিষ্টমান নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মে সমাশ্রিত হয়ে আছে ॥ ৭॥ গার্হপত্য ইত্যাদি অগ্নিসমূহের আধানের (অর্থাৎ স্থাপনের) পর সোমযাগের যে দীক্ষণীয়েষ্টি ইত্যাদি যজমানের অভিলষিত ফলবিশেষগুলি আছে, তা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ ইত্যাদি ছন্দসমূহের সাথে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। ইদানীং দুরধিগম্য হওয়ায় অনুষ্ঠানের অভাবে লুপ্তপ্রায় এই যজ্ঞসমূহ উৎসন্ন যজ্ঞ নামে উক্ত হয়। (কিম্বা অল্পায়ু সম্পন্ন জনের পক্ষে এই সত্রগুলির অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায় এইগুলি উৎসন্ন যজ্ঞ নামে অভিহিত)। বহু যজমানের কর্তৃত্বে (অনুষ্ঠিতব্য) এই সোমযাগসমূহ সত্র নামে উক্ত। এইরকম অনুক্রান্ত সকল যাগ সেই উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মে সমাশ্রিত ॥ ৮॥ (সায়ং ও প্রাতে সাগ্নিকগণের দ্বারা অগ্নির উদ্দেশে কৃত হোমমূলক) অগ্নিহোত্র, (অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ কর্মে আস্তিক্যবুদ্ধিমূলক) শ্রদ্ধা, (যাজ্যান্তে হবিঃপ্রদানে প্রযুজ্যমান বৌষট্ শব্দমূলক) বষট্কার, (মিথ্যাকথা বর্জন, চৌর্য বর্জন, হিংসা বর্জন, অশৌচ বর্জন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক) ব্রত, (শরীরসন্তাপকর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ন ইত্যাদি) তপস্যা, (ঋত্বিকগণকে দেয়) দক্ষিণা, (শ্রুতিবিহিত যাগহোম ইত্যাদি) ইষ্টকর্ম এবং (স্মৃতি-পুরাণ অভিহিত বাপী-কূপ-তড়াগ-দেবায়তন-উদ্যান ইত্যাদি নির্মাণমূলক) পূর্তকর্ম—এইগুলি সবই উচ্ছিষ্যমান মায়া-সংস্পৃষ্ট ব্রহ্মে সমাশ্রিত হয়ে আছে ॥ ৯॥ (এক রাত্রি ব্যাপী বর্তমান সোমযাগ) একারাত্র, (দুই রাত্রি ব্যাপী বর্তমান অহীন নামে উক্ত) দ্বিরাত্র, (একটি দিন ব্যাপী ক্রীয়মান দুই বিশেষ সোমযাগ) সদ্যঃক্রী ও প্রক্রী, (অগ্নিষ্টোম সংস্থা ইত্যাদি যে সোমযাগ উক্থ মন্ত্রে কৃত হয়, সেই) উক্থ্য—এই যাগগুলি উদীরিতলক্ষণ উচ্ছিষ্টে নিক্ষিপ্ত হয়ে সূক্ষ্ম রূপে ব্রহ্মে আশ্রিত রয়েছে ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — চতুর্থেনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র আদ্যৈস্ত্রিভিঃ সূক্তৈর্ব্রহ্মৌদনাখ্যে সবযজ্ঞে হুতশিষ্টস্য ওদনস্য সর্বজগৎকারণভূতব্রহ্মাভেদেন স্তুতিঃ ক্রিয়তে। তত্রৈব এযাং বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ ॥ (১১কা. ৪অ. ১সূ.) ॥

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-সূক্তম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : উচ্ছিষ্ট, অধ্যাত্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী]

চতুরাত্রঃ পঞ্চরাত্রঃ ষড্রাত্রশ্চোভয়ঃ সহ।
ষোড়শী সপ্তারাত্রশ্চোচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে
যে যজ্ঞা অমৃতে হিতাঃ ॥ ১॥
প্রতীহারো নিধনং বিশ্বজিচ্চাভিজিচ্চ যঃ।
সাহ্নাতিরাত্রাবুচ্ছিষ্টে দ্বাদশাহোঽপি তন্ময়ি ॥ ২॥
সূনৃতা সন্নতিঃ ক্ষেমঃ স্বধোর্জামৃতং সহঃ।
উচ্ছিষ্টে সর্বে প্রত্যঞ্চঃ কামাঃ কামেন তাতৃপুঃ ॥ ৩॥
নব ভূমীঃ সমুদ্রা উচ্ছিষ্টেঽধি শ্রিতা দিবঃ।
আ সূর্যো ভাত্যুচ্ছিষ্টেঽহোরাত্রে অপি তন্ময়ি ॥ ৪॥

উপহব্যং বিষূবন্তং যে চ যজ্ঞা গুহা হিতাঃ।
বিভর্তি ভর্তা বিশ্বস্যোচ্ছিষ্টো জনিতুঃ পিতা ॥৫॥
পিতা জনিতুরুচ্ছিষ্টোঽসোঃ পৌত্রঃ পিতামহঃ।
স ক্ষিয়তি বিশ্বস্যেশানো বৃষা ভূম্যামতিঘ্ন্যঃ ॥৬॥
ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে ॥৭॥
সমৃদ্ধিরোজ আকূতিঃ ক্ষত্রং রাষ্ট্রং ষডুর্ব্যঃ।
সম্বৎসরোঽধ্যুচ্ছিষ্ট ইড়া প্রৈষা গ্রহা হবিঃ ॥৮॥
চতুর্হোতার আপ্রিয়শ্চাতুর্মাস্যানি নীবিদঃ।
উচ্ছিষ্টে যজ্ঞা হোত্রাঃ পশুবন্ধাস্তদিষ্টয়ঃ ॥৯॥
অর্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চার্তবা ঋতুভিঃ সহ।
উচ্ছিষ্টে ঘোষিণীরাপঃ স্তনয়িত্নুঃ শ্রুতির্মহী ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ — (চারি রাত্রে আবর্তমান সোমযাগ) চতুরাত্র, (সেরূপ পঞ্চরাত্রে আবর্তমান সোমযাগ) পঞ্চরাত্র, (এইরকম) ষড়রাত্র, সপ্তরাত্র ইত্যাদি এবং এদের দ্বিগুণ দিনশালী, অর্থাৎ অষ্টরাত্র, দশরাত্র , দ্বাদশরাত্র, চতুর্দশরাত্র এবং ষোড়শী (অর্থাৎ ষোড়শসংখ্যা পূরক উক্থ স্তোত্র ও শাস্ত্র সমন্বিত সোমযাগ) এবং এইরকম অমৃতলক্ষণ ফলজননে সমর্থ অন্যান্য যাগসমূহ উচ্ছিষ্যমান জগৎকারণ ব্রহ্ম হ'তে (ব্রহ্মৌদনোচ্ছেষণাৎ) জাত হয়েছে ॥ ১॥ প্রতীহার (প্রতিহর্তা কর্তৃক উচ্যমান সাম), নিধন (উদ্গাতা কর্তৃক উচ্যমান সংহিতার যে ভাগের দ্বারা সাম পরিসমাপ্ত হয়), বিশ্বজিৎ ও অভিজিৎ (দুই সোমযাগের অগ্নিষ্টোম-সংস্থা), সাহ্ন (একদিনে সমাপ্যমান সবনত্রয়াত্মক সোমযাগ), অতিরাত্র (রাত্রি অতীত পূর্বক ঊনত্রিংশৎস্তুত শস্ত্রবান্ সোমযাগ), এবং দ্বাদশাহ (দ্বাদশ দিনের সমাহারে অনুষ্ঠিত ক্রতু)—ব্রহ্মে অর্থাৎ উচ্ছিষ্টে সমাশ্রিত এই সকল যজ্ঞ আমাতে স্থিত হোক। (অর্থাৎ অনুক্রান্ত যজ্ঞজাত ফল আমি যেন লাভ ক'রি) ॥ ২॥ সুনৃত (অর্থাৎ প্রিয়সত্যাত্মিকা বাক্), সন্নতি (অর্থাৎ সেই বাকের উপস্থিতি), ক্ষেম (অর্থাৎ সেই উপস্থিতির ফলের পরিরক্ষণ), স্বধা (অর্থাৎ পিতৃবর্গের তৃপ্তিকরী অন্ন), ঊর্জা (অর্থাৎ সর্বপ্রাণীর বলকর অন্ন), অমৃত (অর্থাৎ দেবতার উপভোগ্য অমৃতত্বপ্রাপক পীযুষ) ও সহ (অর্থাৎ অপরজনকে অভিভবনক্ষম বল)—এই সকল যে কাম্যমান ফলবিশেষ ব্রহ্মময় উচ্ছিষ্টে আশ্রিত আছে, সেগুলি যজমানের আত্মাভিমুখে আগত হয়ে তাঁকে তৃপ্ত করুক ॥ ৩॥ নবখণ্ডাত্মিকা (নয়ভাগে খণ্ডিতা) পৃথিবী, সপ্তসংখ্যক সমুদ্র ও উপরিতন দ্যুলোক—এইগুলি সেই উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্মে আশ্রিত। সূর্যও সেই উচ্ছিষ্যমান স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মে আশ্রিত হয়ে সর্বত্র দীপ্ত করছে। দিবা ও রাত্রও তাঁর আশ্রিত হয়ে প্রভান্বিত। এইগুলি সবই আমার হোক ॥ ৪॥ উপহব্য নামক সোমযাগ, গরাময়নাখ্য ছয়মাস-সাধ্য বিষুবান নামক সোমযাগ, এবং যে সকল যজ্ঞ অজ্ঞাতরূপে রয়েছে, সেগুলি সেই উচ্ছিষ্যমান ওদন বা পরমাত্মা পোষণ করেন। (তিনি কীদৃশ? না,) তিনি সর্ব জগতের ভর্তা ও পরমাত্মপক্ষে এই লোকে যিনি জনক, তাঁরও তিনি জনয়িতা। (অর্থাৎ তিনি সর্বকারণের কারণভূত) ॥ ৫॥ হুতাবশিষ্ট ওদন (উচ্ছিষ্ট) আপন উৎপাদকের পিতা (অর্থাৎ লোকান্তরে দিব্যশরীরের উৎপাদক, তথা তিনি প্রাণের পৌত্র (অর্থাৎ

প্রাণচলনের দ্বারা শরীরের চলন, এই জন্য ওদনের পৌত্রত্ব), তথা সেই প্রাণের পিতামহ (অর্থাৎ ভাবী স্বর্গভোগযোগ্যের শরীরের তিনিই তাবৎ পিতা; আবার সেই শরীরের উৎপত্তির পরে তাতে প্রাণ সঞ্চার ক'রে পিতামহ)। এবম্ভূত সেই উচ্ছিষ্ট সর্ব জগতের ঈশ্বর, কামবর্ষিতা ও অতিক্রান্তহনন (অর্থাৎ অবধ্য) হয়ে পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণীর শররে) বিরাজিত হয়ে আছেন ॥ ৬॥ ঋতম্ (অর্থাৎ মনের যথার্থ সঙ্কল্প), সত্যম্ (অর্থাৎ বাক্যের যথার্থ ভাষণ), তপঃ (অর্থাৎ শরীরসন্তাপকর ব্রত-উপবাস ইত্যাদি নিয়মবিশেষ), রাষ্ট্রং (অর্থাৎ রাজ্য), শ্রমঃ (অর্থাৎ শান্তি বা শব্দ ইত্যাদি বিষয় উপভোগের উপরতি), ধর্মঃ (তার জন্য অপূর্ববিশেষ), কর্ম (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম অনুসারে বিহিত যাগ-দান-হোম ইত্যাদি), ভূতম্ (অর্থাৎ উৎপন্ন জগৎ), ও ভবিষ্যৎ (অর্থাৎ উৎপস্যমান বা উৎপাদিতব্য জগৎ)—এই সবই সেই উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মে বা তদাত্মক ওদনে কার্যাত্বে নিত্য আশ্রিত হয়ে আছে। তথা বীর্যম্ (অর্থাৎ সামর্থ্য), লক্ষ্মীঃ (অর্থাৎ সর্ববস্তু-সম্পত্তি), বলম্ (অর্থাৎ সর্বকর্ম নিবর্তনক্ষম শরীরগত সামর্থ্য) সেই বলবান্ উচ্ছিষ্টে আশ্রিত রয়েছে ॥ ৭॥ সমৃদ্ধি (অর্থাৎ ইষ্টফলের অভিবৃদ্ধি), ওজঃ (অর্থাৎ শরীরবল বা অষ্টম ধাতু), আকৃতি (অর্থাৎ ইষ্টফল-বিষয়ে সঙ্কল্প), ক্ষত্র (ক্ষাত্র-তেজঃ), রাষ্ট্র (ক্ষত্রধর্মের দ্বারা পরিপালনীয় রাজ্য), ষট্ সংখ্যক উর্বী (অর্থাৎ মন্ত্রান্তরে পরিগণ্য দ্যৌ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, জল ও ঔষধি), সম্বৎসর (অর্থাৎ দ্বাদশমাসাত্মক কাল), ইড়া (অর্থাৎ যে দেবতার প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞের হুতাশিষ্ট হ'তে পুরোডাশ ইত্যাদির ভাগ প্রদান করা হয়ে থাকে), প্রৈষা (অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিকগণের প্রেরক মন্ত্রসমূহ), গ্রহ (অর্থাৎ বায়ব্যের দ্বারা গৃহ্যমান ঐন্দ্রবায়ব ইত্যাদির সোমবিশেষ), হবি (অর্থাৎ চরু, পুরোডাশ ইত্যাদি লক্ষণ আজ্য)—এগুলি সবই সেই উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্মরূপ আধারে সমাশ্রিত ॥ ৮॥ চতুর্হোতৃ সংজ্ঞক মন্ত্ররাজি, আপ্রী বা আপ্রিয় সংজ্ঞক পশুযাগসম্বন্ধি যাজ্যা সমূহ, চারিটি মাসে ক্রিয়মান, বৈশ্বদেব-বরুণপ্রঘাস-সাকমেধ ও শুনাসীরিয় নামে আখ্যাত চারিটি পর্বসমন্বিত চাতুর্মাস্য, নিবিদ অর্থাৎ স্তোতব্য-গুণ প্রকর্ষ-নিবেদনপর মন্ত্র সমুদায়, যজ্ঞ অর্থাৎ যাগ, হোত্রা অর্থাৎ হোতৃপ্রমুখ সপ্ত বষট্‌কর্তা, পশুবন্ধা অর্থাৎ অগ্নীষোমীয়-সবনীয়-অনুবন্ধ্যাত্মক সোমাঙ্গভূত পশুযাগ সকল, এবং অঙ্গভূত স্বতন্ত্র ইষ্টি বা যজ্ঞও সেই উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্মে বা তদাত্মক ওদনে সমাশ্রিত হয়ে আছে ॥ ৯॥ পঞ্চদশদিবসাত্মক পক্ষ বা অর্ধমাস, চৈত্র ইত্যাদি মাস সমূহ, আর্তব (অর্থাৎ সেই সেই ঋতু সম্বন্ধী পদার্থসমূহ)—এগুলি সবই উচ্ছিষ্টে সমাশ্রিত তথা ঘোষযুক্ত (শব্দকরী) জল, গর্জনকারী মেঘ, শুদ্ধামহতী ভূমি (শ্রুতিমহী)—এগুলিও সেই উচ্ছিষ্টে সমাশ্রিত ॥ ১০॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের মতো এই সূক্তেও ব্রহ্মৌদন নামে আখ্যাত সবযজ্ঞে হুতাবশিষ্ট ওদনের সাথে সর্বজগৎকারণভূত ব্রহ্মের অভেদত্বের স্তুতি করা হয়েছে ॥ (১১কা. ৪অ. ২সূ.)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : উচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-সূক্তম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : উচ্ছিষ্ট, অধ্যাত্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী]

শর্করাঃ সিকতা অশ্মান ওষধয়ো বীরুধস্তৃণা।
অভ্রাণি বিদ্যুতো বর্ষমুচ্ছিষ্টে সংশ্রিতা শ্রিতা ॥১॥

Scanned with CamScanner

রাদ্ধিঃ প্রাপ্তিঃ সমাপ্তির্ব্যাপ্তির্মহ এধতুঃ।
অত্যাপ্তিরুচ্ছিষ্টে ভূতিশ্চাহিতা নিহিতা হিতা ॥২॥
যচ্চ প্রাণতি প্রাণেন যচ্চ পশ্যতি চক্ষুষা।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥৩॥
ঋচঃ সামানি চ্ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥৪॥
প্রাণাপানৌ চক্ষুঃ শ্রোত্রমক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥৫॥
আনন্দা মোদাঃ প্রমুদোঽভীমোদমুদশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥৬॥
দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ — শর্করা (ক্ষুদ্র পাষাণবিশেষ), সিকতা (বালুকা), অশ্মান (পাষাণ), ওষধি সমূহ (ব্রীহি যব ইত্যাদি), বীরুধ (বিরোহণশীলালতা), তৃণ (গো ইত্যাদির ভোগ্য ঘাস), অভ্রসমূহ (জলপূর্ণ মেঘরাশি), বিদ্যুৎ, বর্ষম্ (বৃষ্টি)—এই সবই সেই উচ্ছিষ্টে সমস্থিত ॥ ১॥ রাদ্ধি (সংসিদ্ধি বা সম্যগ্ নিষ্পত্তি), প্রাপ্তি (ফলের অধিগম), সমাপ্তি (সম্যগ্ আপ্তি), ব্যাপ্তি (বিবিধ আপ্তি), মহ (তেজঃ বা উৎসব), এধতু (অভিবৃদ্ধি), অত্যাপ্তি (অধিক প্রাপ্তি), ভূত(সমৃদ্ধি)—এগুলি সবই সেই উচ্ছিষ্টে স্থিত ॥ ২॥ যে সকল প্রাণিজাত প্রাণবায়ুর দ্বারা জীবনধারণ করে বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, যে সকল প্রাণিজাত চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নীলপীত ইত্যাদি দিককে সাক্ষাৎ বা দর্শন করে, সেই সকল প্রাণী উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্মের নিকট হ'তে (সকাশাৎ) উৎপন্ন হয়েছে। তথা দ্যুলোকে স্থিত ও অন্য দ্যুলোকে বর্তমান যে দেবতাগণ আছেন, তাঁরা সকলে সেই উচ্ছিষ্টে উৎপন্ন হয়েছেন ॥ ৩॥ পাদবদ্ধ মন্ত্ররাজি (ঋক্), গীতবিশিষ্ট মন্ত্রাবলি (সাম), গায়ত্রী-উষ্ণিক্ ইত্যাদি চারি অক্ষরের অধিক বা সপ্তসংখ্যক ছন্দ, পুরাতন বৃত্তান্তকথনরূপ আখ্যান (পুরাণ), এগুলি সবই যজুর্মন্ত্রের সাথে এবং দ্যুলোকস্থ ও অপর দ্যুলোকস্থ দেবতাগণের সাথে সেই উচ্ছিষ্ট হ'তে জাত হয়েছে ॥ ৪॥ প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তি, রূপদর্শন-সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয়, শব্দগ্রহণ-সাধন শ্রোত্র, ক্ষয়াভাব (অক্ষিতি) ও ক্ষয় (যা চ ক্ষিতি) বা অক্ষীয়মান ও ক্ষয়াভিমানী দেবতা—এই সকল পদার্থ এবং দ্যুলোকস্থ ও অপর দ্যুলোকস্থ দেবতাগণ উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্ম হ'তে জাত॥ ৫॥ আনন্দ (বিষয়োপভোগজনিত সুখবিশেষ), মোদ (বিষয়দর্শনজন্য হর্ষসমূহ), প্রমুদ (প্রকৃষ্ট বিষয়লাভজন্য হর্ষসমূহ), অভিমোদ (অভিমুখে বর্তমান আমোদ) এবং মুদ (সন্নিহিত সুখহেতু পদার্থনিচয়)—এই সবই সেই উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্ম হ'তে জাত। তথা যে দেবগণ দ্যুলোকে স্থিত এবং যে দেবগণ অন্য দ্যুলোকে বর্তমান, তাঁরা সকলেই এই উচ্ছিষ্ট হ'তে জাত ॥ ৬॥ দেবগণ (অর্থাৎ অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ইত্যাদি), পিতৃগণ (অর্থাৎ পিতৃলোক-নিবাসী পূর্ব-পুরুষগণ), মনুষ্য (অর্থাৎ মনের নিকট হতে উৎপন্ন মনুষ্যজাতি), গন্ধর্ব (অর্থাৎ বিশ্বাবসু প্রভৃতি দেবযোনিবর্গ), অপ্সরা (অর্থাৎ উর্বশী প্রভৃতি স্বর্গকামিনীগণ)—এই সকলেই সেই উচ্ছিষ্যমান ব্রহ্ম হ'তে বা ব্রহ্মৌদন হ'তে জাত। তথা যে

Scanned with CamScanner

দেবগণ দ্যুলোকে স্থিত এবং যে দেবগণ অন্য দ্যুলোকে বর্তমান, তাঁরা সকলেই সেই উচ্ছিষ্ট হ'তে জাত ॥ ৭ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সুক্তটি পূর্ববর্তী দু'টি সূক্তের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এটির বক্তব্য, বিনিয়োগ ইত্যাদি সবই পূর্ব সূক্ত দু'টির অনুরূপ ॥ (১১কা. ৪অ. ৩সূ.) ॥

◆

চতুর্থ সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : কৌরুপথি। দেবতা : মন্যু, অধ্যাত্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

যন্মন্যুর্জায়ামাবহৎ সঙ্কল্পস্য গৃহাদধি।
ক আসং জন্যাঃ কে বরাঃ ক উ জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ ॥ ১॥
তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।
ত আসং জন্যাস্তে বরা ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠবরোঽভবৎ ॥ ২॥
দশ সাকমজায়ন্ত দেবা দেবেভ্যঃ পুরা।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স বা অদ্য মহৎ বদেৎ ॥ ৩॥
প্রাণাপানৌ চক্ষুঃ শ্রোত্রমক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা।
ব্যানোদানৌ বাঙ্ মনস্তে বা আকূতিমাবহন্ ॥ ৪॥
অজাতা আসনৃতবোঽথো ধাতা বৃহস্পতিঃ।
ইন্দ্রাগ্নী অশ্বিনা তর্হি কং তে জ্যেষ্ঠমুপাসত ॥ ৫॥
তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।
তপো হ জজ্ঞে কর্মণস্তৎ তে জ্যেষ্ঠমুপাসত ॥ ৬॥
যেত আসীদ্ ভূমিঃ পূর্বা যামদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ।
যো বৈ তাং বিদ্যান্নামথা স মন্যেত পুরাণবিৎ ॥ ৭॥
কুত ইন্দ্রঃ কুতঃ সোমঃ কুতো অগ্নিরজায়ত।
কুতস্ত্বষ্টা সমভবৎ কুতো ধাতাজায়ত ॥ ৮॥
ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে তষ্টুর্ধাতুর্ধাতাজায়ত ॥ ৯॥
যে ত আসন্ দশ জাতা দেবা দেবেভ্যঃ পুরা।
পুত্রেভ্যো লোকং দত্ত্বা কস্মিংস্তে লোক আসতে ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — মন্যু (অর্থাৎ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত সর্বদেবাত্মক পরব্রহ্ম) সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশে আপন সঙ্কল্প হ'তে (সঙ্কল্পের গৃহ হ'তে) মায়াশক্তিস্বরূপাকে (লৌকিকবিবাহাত্বের দ্বারা) বিবাহ করেছিলেন। (সঙ্কল্প যেন শ্বশুরগৃহ এবং মায়াশক্তি তাঁর জায়া। সৃষ্টির ইচ্ছা সমন্বিতা পরমেশ্বরী হলেন মায়াশক্তি)। সেই জায়া আবাহনকালে বধূ ও বরপক্ষীয় বান্ধবগণ কারা ছিল? কে

কন্যাবরণের কর্তা ছিল? সেই সময়ে প্রধানভূত বর অর্থাৎ উদ্বাহকর্তার নাম কি? (কো নাম তস্মিন্ সময়ে জ্যেষ্ঠবরঃ অভবৎ) ॥ ১ ॥ সেই সৃষ্টিকালে প্রলয়কালীন মহতি অর্ণবের মধ্যে (অর্থাৎ মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরে) সৃষ্টিব্যাপার পর্যালোচনাত্মক যে জ্ঞানময় তপস্যা ও সুখদুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম ছিল, সেই উভয়ের প্রকাশই ছিল বিবাহপ্রবৃত্ত বন্ধুজন ও বরয়িতা (বরণকর্তা)। সেই সৃষ্টি-অভিলাষী জগৎকারণ ব্রহ্ম ছিলেন মায়াশক্তিরূপার (জায়ার) প্রধানভূত উদ্বাহকর্তা (জ্যেষ্ঠবর) ॥ ২ ॥ যে সশক্তক ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে, তাঁর নিকট হ'তে অধিষ্ঠাতৃ অগ্নি ইত্যাদির উৎপত্তির পূর্বে দশসংখ্যক দেবতা (অর্থাৎ জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়; বা সপ্ত শীর্ষপ্রাণ, দুই অধো-প্রাণ ও এক মুখ্য-প্রাণ; অথবা প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি উত্তরোত্তর বক্ষ্যমান দশসংখ্যক দেবতা) উৎপন্ন হয়েছিলেন ব'লে শ্রুত হওয়া যায়। যে উপাসক এই দেবগণকে অপরোক্ষভাবে জ্ঞাত, সেই বিদ্বান্ (উপাসক) ইদানীং দেশকালকৃত পরিচ্ছেদরহিত সর্বগত ব্রহ্ম সম্পর্কে বলবেন বা উপদেশ করবেন (বদেৎ উপদিশেৎ) ॥ ৩ ॥ হৃৎ-কমলের মধ্যে অবস্থিত ক্রিয়াশক্তিরূপ মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিসমূহ হলো—প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, অক্ষিতি (অর্থাৎ অক্ষীয়মাণা জ্ঞানশক্তি), ক্ষিতি (অর্থাৎ ক্ষীয়মাণা বা নিবাসহেতুভূতা ক্রিয়াশক্তি), ব্যান (অর্থাৎ সকল নাড়ীতে অন্নরস প্রেরণকারী), উদান (উদ্গারব্যাপার নিষ্পন্নকারী)—এগুলি প্রাণের বৃত্তি। এতদ্ব্যতীত বদনসাধন ইন্দ্রিয় বাক্ ও সর্বেন্দ্রিয়ানুগ্রাহক বা সুখ ইত্যাদি জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণ বা মন—এই দশ আকুতি (বা দেবগণ) পুরুষকৃত সঙ্কল্পকে অভিমুখে প্রাপ্ত করায়। (অর্থাৎ পুরুষের অভিমত অর্থ নিষ্পাদন করে) ॥ ৪ ॥ সৃষ্টিকালে বসন্ত ইত্যাদি ঋতু বা কালবিশেষসমূহ অনুৎপন্ন ছিল। অতএব সেগুলির অধিপতি দেবগণ অর্থাৎ অদিতি-পুত্র ধাতা, সুরগুরু বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও অগ্নি, অশ্বিনদ্বয়—এই ছয় দেবতাও সেই কালে অজাত ছিলেন। তাহ'লে তাঁরা নিজেদের উৎপত্তির নিমিত্ত কোন্ বৃদ্ধতম (কারণভূত) জনয়িতার উপাসনা করেছিলেন? (এই প্রশ্নের উত্তর অনন্তর ভাবিনী অর্থাৎ পরবর্তী ঋকে প্রাপ্তব্য) ॥ ৫ ॥ (পূর্ব ঋকে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে,) সৃষ্টিকালে প্রলয়কালীন মহতি অর্ণবের মধ্যে স্রষ্টা পরমেশ্বরের সৃষ্টিব্যাপার পর্যালোচনাত্মক জ্ঞানময় তপস্যা ও সুখদুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম বিদ্যমান ছিল। অতএব ঋতুর অধিপতি ধাতা ইত্যাদি দেবগণ সেই সৃষ্টির কারণাত্মক স্বকৃত কর্মের নিকট স্ব-উৎপত্তির নিমিত্ত উপাসনা (বা প্রার্থনা) করেছিলেন। (বক্তব্য এই সে, দেব-মনুষ্য ইত্যাদি-রূপ সকল জগতের মূল কারণ কর্মই) ॥ ৬ ॥ এই পুরোবর্তিনা ভূমির পূর্বভাবিনী অতীতকল্পস্থা যে ভূমি ছিল, যে ভূমি অতীত ও অনাগত সম্পর্কে জ্ঞাত মহর্ষিগণ প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই ভূমি ও তার বস্তুনিচয়কে নামপ্রকারের দ্বারা যিনি সম্যক পরিচিত বা জ্ঞাত, সেই পুরাণবিৎ (অর্থাৎ পুরাতন সম্পর্কে অভিজ্ঞ) বিদ্বান ইদানীন্তন কালেরও সকল ভূমি জানতে পারেন (বা জানতে সমর্থ) ॥ ৭ ॥ কোন্ কারণ হ'তে ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েছেন? কোন্ কোন্ কারণ হ'তে সোম, অগ্নি, ত্বষ্টা ও ধাতা উৎপন্ন হয়েছেন? (এই প্রশ্নসমূহের প্রতিবচন পরবর্তী ঋকে দেওয়া হয়েছে) ॥ ৮ ॥ পূর্ববর্তী কল্পে যেমন রূপে ইন্দ্র ছিলেন, সেই ইন্দ্র হ'তেই ইদানীন্তন ইন্দ্র জন্মেছেন (অর্থাৎ সেই সমান রূপে জাত হয়েছেন)। এইরকমেই পূর্বকল্পের সোম হ'তে এই কল্পের সোম, পূর্বকল্পের অগ্নি হ'তে বর্তমান অগ্নি, পূর্বকল্পের ত্বষ্টা হ'তে ইদানীন্তন ত্বষ্টা এবং বিগত কল্পের ধাতা হ'তে অধুনাতন কল্পের ধাতা জাত হয়েছেন। (অর্থাৎ পূর্বপূর্ব সৃষ্টি অনুসারে ইদানীন্তনের ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণ সৃষ্ট হয়েছেন— এটাই বক্তব্য) ॥ ৯ ॥ অগ্নি ইত্যাদি দেবতা হ'তে পূর্বোক্ত প্রাণাপান রূপ যে দশ-সংখ্যক দেবতা উৎপন্ন হয়েছিলেন, তাঁরা আপন আপন আত্মজদের (অর্থাৎ পুত্রদের) নিকট

Scanned with CamScanner

আপন আপন স্থান প্রদান পূর্বক কোন্ লোকে (বা স্থানে) স্থিত হয়েছিলেন? (যথা লৌকিক জনগণ পুত্র উৎপদিত ক'রে তাদের নিকট আপন স্থান প্রদান ক'রে স্থানান্তরে নিবাসিত হয়—সেইরকম ইন্দ্রিয়গণ ও সেগুলির যথাযথ অধিষ্ঠাতৃবৃন্দ কোথায় আশ্রয়ান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন—এটাই প্রশ্নার্থ। এই প্রশ্নের প্রতিবচন পরবর্তী সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে দেওয়া হয়েছে) ॥ ১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'যন্মন্যুর্জায়াং' ইত্যাদি সূক্তত্রয়ং অর্থসূক্তং। অস্য সূক্তত্রয়স্য ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।...ইত্যাদি ॥ (১১কা. ৪অ. ৪সূ.)॥

টীকা — এইটি এবং এর পরবর্তী দু'টি সূক্ত অর্থসূক্ত। এই সূক্ত ত্রয় ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগ করা হয়। এই সূক্তগুলিতে ষাট্‌কৌশিক শরীরের মধ্যে আত্মারূপে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম কর্তৃক শরীরের ও তার সাধনভূত ইন্দ্রিয়সমূহের সৃষ্টি সম্পর্কিত উপদেশাবলী প্রশ্ন ও প্রতিবচনরূপে উদ্ঘাটিত হয়েছে।....ইত্যাদি॥ (১১কা. ৪অ. ৪সূ.)॥

◆

পঞ্চম সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : কৌরুপথি। দেবতা : মন্যু, অধ্যাত্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

যদা কেশানস্থি স্নাব মাংসং মজ্জানমাভরৎ।
শরীরং কৃত্বা পাদবৎ কং লোকমনু প্রাবিশৎ ॥ ১॥
কুতঃ কেশান্ কুতঃ স্নাব কুতো অস্থীন্যাভরৎ।
অঙ্গা পর্বাণি মজ্জানং কো মাংসং কুত আভরৎ ॥ ২॥
সংসিচো নাম তে দেবা যে সম্ভারান্‌ৎসমভরন্।
সর্বং সংসিচ্য মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥ ৩॥
ঊরূ পাদাবষ্ঠীবন্তৌ শিরো হস্তাবথো মুখম্।
পৃষ্ঠীর্বর্জহ্যে পার্শ্বে কস্তৎ সমদধাদৃষিঃ ॥ ৪॥
শিরো হস্তাবথো মুখং জিহ্বাং গ্রাবাশ্চ কীকসাঃ।
ত্বচা প্রাবৃত্য সর্বং তৎ সন্ধা সমদধান্মহী ॥ ৫॥
যত্তচ্ছরীরমশয়ৎ সন্ধয়া সংহিতং মহৎ।
যেনেদমদ্য রোচতে কো অস্মিন্ বর্ণমাভরৎ ॥ ৬॥
সর্বে দেবা উপাশিক্ষন্ তদজানাদ্ বধূঃ সতী।
ঈশা বশস্য যা জায়া সাস্মিন্ বর্ণমাভরৎ ॥ ৭॥
যদা ত্বষ্টা ব্যতৃণৎ পিতা ত্বষ্টুর্য উত্তরঃ।
গৃহং কৃত্বা মর্ত্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥ ৮॥
স্বপ্নো বৈ তন্দ্রীর্নির্ঋতিঃ পাপ্মানো নাম দেবতাঃ।
জরা খালত্যং পালিত্যং শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ৯॥

Scanned with CamScanner

স্তেয়ং দুষ্কৃতং বৃজিনং সত্যং যজ্ঞো যশো বৃহৎ।
বলং চ ক্ষত্রমোজশ্চ শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ — সৃষ্টির সময়ে সেই বিধাতা কেশ, অস্থি, স্নায়ু, মাংস ইত্যাদি শরীরোপাদানভূত সামগ্রী (অর্থাৎ ধাতু) সঞ্চিত করেছিলেন। তারপর সেগুলির দ্বারা হস্ত, পদ ইত্যাদি অঙ্গ-উপাঙ্গের সাথে শরীর নির্মাণ করেছিলেন। তখন (তদানীং) তিনি কোন্ লোকে প্রবেশ করেছিলেন? (তদেব তিনি আত্মভাবের দ্বারা শরীরে প্রবেশ করেছিলেন—এটাই অর্থ)॥ ১॥ স্রষ্টা ঈশ্বর কোন্ উপাদান-কারণ হ'তে কেশ সমূহ সংগৃহীত করেছিলেন? তথা স্নায়ু কোথা হ'তে প্রকট হয়েছিল? অস্থিসমূহ কোথা হ'তে আগত হয়েছিল? অঙ্গোপাঙ্গ অর্থাৎ হস্তপদ ইত্যাদি পর্ব সমূহ এবং তৎসম্বন্ধী মজ্জা (অর্থাৎ অস্থির অন্তর্গত রস), মাংস কোথা হ'তে প্রাপ্ত হয়েছিল? (বস্তুতঃ এ সবই আর কেউ নয়, সেই উপাদানভাবের দ্বারা স্থিত ও বিচিত্রশক্তিযোগে একেরই মধ্যে কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব সম্পন্ন ঈশ্বরের দ্বারাই একত্রে সংগৃহীত হয়েছিল। তিনি ব্যতীত আর কে-ই বা সংগ্রহ করবে?) ॥২॥ পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়াত্মক অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ বা প্রাণাপান ইত্যাদির সঞ্চয়কারীর কথা বলা হয়েছিল, তাঁরা সংসেচনসমর্থ (অর্থাৎ সংচিত বা সন্ধায়ক নামে অভিহিত)। তাঁরা মরণশীল দেহকে রক্তের দ্বারা আর্দ্রীকৃত পূর্বক তাকে পুরুষাকৃতি সম্পন্ন ক'রে তারই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। (ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—যাবৎ শরীরে প্রাণ নিবাস করে, তাবৎকাল প্রাণাধিষ্ঠিত শরীর সর্বব্যবহারক্ষম হয়ে থাকে। তখন প্রাণদেবগণ পৃথিবী ইত্যাদি পঞ্চভূতমাত্র হ'তে সমুদ্ভূত প্রাক্-কথিত ধাতুময় পুরুষ-শরীরে প্রবেশ ক'রে বিদ্যমান থাকে) ॥ ৩॥ জানুর উপরিভাগে বর্তমান ঊরুদ্বয়, জানুর নিম্নভাগে বর্তমান পাদদ্বয়, ঊরু ও পাদদ্বয়ের মধ্যস্থানবর্তী জানুদ্বয়, শির, বাহুদ্বয়, মুখ বা আস্য, পৃষ্টবংশের উভয় দিকে বর্তমান পঞ্জর, বর্জহ্যে নামক অবয়বদ্বয়, উভয় পার্শ্ব—এই সকল অনুক্রান্ত সকল অঙ্গজাতকে কোন্ সন্ধানোপায়-জ্ঞানবান্ (ঋষি) পরস্পর সংশ্লিষ্ট করেছেন? ॥ ৪॥ শির, হস্ত, মুখ, জিহ্বা, গ্রীবা, অস্থিসমূহ ইত্যাদি ও এতদ্ উপলক্ষিত প্রাক্-উক্ত অস্থি-স্নায়ু ইত্যাদি ও ঊরু-পাদ ইত্যাদি সমগ্র অঙ্গসমূহ চর্মের দ্বারা প্রাবৃত বা আচ্ছন্ন ক'রে মহতী সন্ধানকর্ত্রী দেবতা পরস্পর সংশ্লিষ্ট করণ পূর্বক আপন আপন ব্যাপারক্ষম করেছেন (অর্থাৎ আপন আপন কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন) ॥ ৫॥ উক্তপ্রকার যে শরীরে কৃতাবয়বসন্ধান (অর্থাৎ অবয়বসমূহ, যুক্তকারী) যে সন্ধায়ক নামক দেবতা (সন্ধয়া) শায়িত বা অবস্থিত হয়ে আছেন, সেই শরীর ইদানীং কৃষ্ণ গৌর ইত্যাদি রূপে দীপ্যমান হয়ে আছে। কোন্ দেবতা এই শরীরে বর্ণ সম্পাদন করেছেন? ॥ ৬॥ ইন্দ্র ইত্যাদি সকল দেবতা এই শরীরের সমীপে অবস্থানে সমর্থ হ'তে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। পরমেশ্বরের দ্বারা কৃতোদ্বাহা (বিবাহিতা) ভগবতী আদ্যা পরচিদ্রূপিনী শক্তি দেবতাগণের কৃত সেই আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাত হয়েছিলেন (তৎ দেবৈঃ কৃতং অজানাৎ জ্ঞানবতী)। যিনি এই সর্ব জগতের নিয়ন্ত্রী মায়াশক্তি, সেই পরমেশ্বরী শক্তি, তিনিই এই ষাট্‌কৌশিক শরীরে গৌর-পীত-নীল ইত্যাদি বর্ণ আরোপ (বা উৎপাদন) করেছেন ॥ ৭॥ মনুষ্য-গো-অশ্ব ইত্যাদি প্রাণী সমূহের বিকর্তা ত্বষ্টাদেবের উৎপাদক উৎকৃষ্টতর ত্বষ্টা, যিনি বিচিত্র জগতের নির্মাতা, তিনি যেকালে পুরুষের শরীরে বিবিধ চক্ষু-শ্রোত্র ইত্যাদি ছিদ্রসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই ছিদ্র-সমন্বিত পুরুষ-শরীরকে আবাসস্থান ক'রে ইন্দ্রিয় ইত্যাদি এবং প্রাণাপান ইত্যাদি দেবগণ (দেবাঃ) সেই পুরুষে প্রবিষ্ট হয়েছিল ॥ ৮॥ (এই শরীরের উৎপত্তি অভিধায়ে ইন্দ্রিয় সমূহ ও প্রাণাপান ইত্যাদি কর্তৃক তাতে প্রবেশের কথা উক্ত

হয়েছে। তারই ফলে সেই শরীর সর্বব্যবহারক্ষম হয়েছিল। এইবার সর্ববিকারের আশ্রয়ত্ব উক্ত হচ্ছে)।—স্বপ্ন (নিদ্রা), অলসতা (তন্দ্রী), নির্ঋতি (পাপদেবতা দুর্গতি), পাপ্মান (ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি পাপসমূহ)—এই সকল দেবতা পুরুষ-শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল। তথা জরা (বয়োহানিকরী চরমাবস্থা), খালত্য (চিত্তের ও চক্ষু ইত্যাদির স্খলন), পালিত্য (পলিতত্ব অর্থাৎ বার্ধক্যহেতু কেশ ইত্যাদির শুক্লতা)—এই সকলের অভিমানী দেবগণ সেই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ॥ ৯॥ স্তেয় (তস্করত্ব), দুষ্কৃত (সুরাপান ইত্যাদি জনিত পাপ), সত্য (যথার্থকথন), যজ্ঞ (যাগ), বৃহৎ যশ (প্রভূত কীর্তি), বল (প্রসিদ্ধ সামর্থ্য বা শক্তি), ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়সম্বন্ধি তেজঃ), ওজঃ (শরীরগত বলহেতু অষ্টম ধাতু—এগুলি পুরুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল। (অর্থাৎ জীব-শরীরে আশ্রিত বা উৎপন্ন হয়েছিল ॥ ১০॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ ইত্যাদি পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (১১কা. ৪অ. ৫সূ.)॥

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : কৌরুপথি। দেবতা : মন্যু, অধ্যাত্ম। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

ভূতিশ্চ বা অভূতিশ্চ রাতেয়োঽরাতয়শ্চ যাঃ।
ক্ষুধশ্চ সর্বাস্তৃষ্ণাশ্চ শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ১॥
নিন্দাশ্চ বা অনিন্দাশ্চ যচ্চ হন্তেতি নেতি চ।
শরীরং শ্রদ্ধা দক্ষিণাশ্রদ্ধা চানু প্রাবিশন্ ॥ ২॥
বিদ্যাশ্চ বা অবিদ্যাশ্চ যচ্চান্যদুপদেশ্যম্।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশদৃচঃ সামাথো যজুঃ ॥ ৩॥
আনন্দা মোদাঃ প্রমুদোঽভীমোদমুদশ্চ যে।
হসো নরিষ্টা নৃত্তানি শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ৪॥
আলাপাশ্চ প্রলাপাশ্চাভীলাপলপশ্চ যে।
শরীরং সর্বে প্রাবিশন্নাযুজঃ প্রযুজো যুজঃ ॥ ৫॥
প্রাণাপানৌ চক্ষুঃ শ্রোত্রমক্ষিতিশ্চ ক্ষিতিশ্চ যা।
ব্যানোদানৌ বাঙ্মনঃ শরীরেণ ত ঈয়ন্তে ॥ ৬॥
আশিষশ্চ প্রশিষশ্চ সংশিযো বিশিষশ্চ যাঃ।
চিত্তানি সর্বে সঙ্কল্পাঃ শরীরমনু প্রাবিশন্ ॥ ৭॥
আস্তেয়ীশ্চ ব্যস্তেয়ীশ্চ ত্বরণাঃ কৃপণাশ্চ যাঃ।
গহ্যাঃ শক্রা স্থূলা অপস্তা বীভৎসাবসাদয়ন্ ॥ ৮॥
অস্থি কৃত্বা সমিধং তদষ্টাপো অসাদয়ন্।
রেতঃ কৃত্বাজ্যং দেবাঃ পুরুষমাবিশন্ ॥ ৯॥

Scanned with CamScanner

যা আপো যাশ্চ দেবতা যা বিরাড্ ব্রহ্মণা সহ।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশচ্ছরীরেঽধি প্রজাপতিঃ ॥ ১০॥
সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণং পুরুষস্য বি ভেজিরে।
অথাস্যেতরমাত্মানং দেবাঃ প্রাযচ্ছন্নগ্নয়ে ॥ ১১॥
তস্মাৎ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে ॥ ১২॥
প্রথমেন প্রমারেণ ত্রেধা বিষ্বঙ্ বি গচ্ছতি।
অদ একেন গচ্ছত্যদ একেন গচ্ছতীহৈকেন নি ষেবতে ॥ ১৩॥
অপ্সু স্তীমাসু বৃদ্ধাসু শরীরমন্তরা হিতম্।
তস্মিংচ্ছবোঽধ্যন্তরা তস্মাচ্ছবোঽধ্যুচ্যতে ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ — ভূতি (সমৃদ্ধি), অভূতি (অসমৃদ্ধি), রাতয় (মিত্রতা), অরাতয় (শত্রুতা), ক্ষুধা (বুভুক্ষা বা অন্নাকাঙ্ক্ষা), তৃষ্ণা (পিপাসা)—এই সবই পুরুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল ॥ ১ ॥ নিন্দা (কুৎসা), অনিন্দ (অকুৎসা), হন্ত (হর্ষোৎপাদক বস্তু), নেত্যয় (হর্ষের নিষেধ), শ্রদ্ধা (অভিলাষবিশেষ), দক্ষিণা (ধনসমৃদ্ধি), অশ্রদ্ধা (শ্রদ্ধার অভাব অর্থাৎ অভিলাষরাহিত্য)—এই সবই পুরুষের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। (অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হয়েছে) ॥ ২॥ বিদ্যা (শাস্ত্রজনিত জ্ঞানরাশি), অবিদ্যা (বেদবিরুদ্ধ অজ্ঞানরাশি) ও উপদেশ্য (উপদেশের দ্বারা অধিগম্য বিদ্যা)—এগুলিও পুরুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই সঙ্গে ঋক্-সাম-যজুরাত্মক (এবং তার অঙ্গভূত পুরাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত) বিদ্যাও পুরুষের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে ॥ ৩॥ আনন্দ, মোদ, প্রমুদ, অভিমোদ, মুদ (৪অ. ৩সূ. ৬ মন্ত্রে ব্যাখ্যাত), হসঃ (হাস্য), নরিষ্ট (মনুষ্যের ইচ্ছাগোচর শব্দস্পর্শ ইত্যাদি বিষয় সমূহ), নৃত্য (ভরতশাস্ত্রোক্ত নর্তন)—এই সবগুলি পুরুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল ॥ ৪ ॥ আলাপ (আভাষণ অর্থাৎ সার্থক বচন সমূহ), প্রলাপ (অর্থহীন বচন সমূহ), অভিলাপলপ (সঙ্কল্পের অঙ্গীভূত বাক্যের বা শব্দের উচ্চারণ)—এই সবগুলি পুরুষের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। আযুজঃ (অর্থাৎ আয়োজন সমুদায়), প্রযুজঃ (অর্থাৎ প্রয়োজন নিচয়) ও যুজঃ (অর্থাৎ যোজন বা সঙ্ঘটন সমুচয়)—এই ক্রিয়া নিবহও শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল ॥ ৫ ॥ প্রাণ, অপান, চক্ষু, শ্রোত্র, অক্ষিতি, ক্ষিতি, ব্যান, উদান, বাক্য ও মন (পূর্বে ব্যাখ্যাত)—এইগুলিও শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আপন আপন ব্যাপারে (পুরুষকে) প্রবর্তিত করেছিল ॥ ৬॥ আশিষ (আশাসন অর্থাৎ ইষ্টফলপ্রাপ্তির প্রার্থনা-পূরক বাক্যসমূহ), প্রশিষ (প্রশাসন সমূহ), সংশিষ (সংশাসন সমূহ), বিশিষ (বিবিধ শাসন সমূহ)—চিত্তের এই সকল সঙ্কল্প বা বৃত্তিসমূহ পুরুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেছিল ॥ ৭॥ আসমন্তাৎ স্নান (আস্নেয়) অর্থাৎ সর্বাঙ্গ নিমজ্জন পূর্বক স্নানের নিমিত্ত আপঃ (অর্থাৎ জল), শরীরে প্রাণাবস্থানের নিমিত্তভূতা জল, শীঘ্র গমনকারিণী জল, কৃপণা অর্থাৎ অল্প জল, গুহ্যা অর্থাৎ গুহায় সৃষ্ট জল, শুক্লবর্ণা বা শুক্রে পরিণতা জল, স্থূলা অর্থাৎ ব্যাপনশীলা নদী ইত্যাদি রূপে বর্তমান জল এবং সর্বব্যবহারাস্পদ জল—এই সকল জল জুগুপ্স্যমান (অর্থাৎ অপবাদগ্রস্ত) পুরুষের দেহে স্বকার্যে প্রাপ্ত (অসাদয়ন) হয়েছে ॥ ৮॥ প্রাণীশরীর-সম্বন্ধি অস্থিজাত সমিধসমূহ শরীরপরিপাকের নিমিত্ত ক'রে সেই ষাট্‌কোশিক শরীরে পূর্বোক্ত অষ্টসংখ্যক জলকে

Scanned with CamScanner

স্থাপন (বা প্রাপ্ত) করেছে। সেই সমিন্ধনের অভিবৃদ্ধির কারণে আজ্যকে রেত বা শুক্ররূপে পরিকল্পনা ক'রে ইন্দ্রিসমূহ বা তার অধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রমুখ দেবগণ সেই শরীরে প্রবেশ করেছে। (এই স্থানে পুরুষশরীরান্তর্গত অস্থি সমুদায় শরীরবৃদ্ধির হেতুত্বে সমিধত্বে আরোপিত হয়েছে (সমিত্বেন রূপ্যন্তে); এবং আপন শরীরের বৃদ্ধির হেতুত্বে ও পুত্র ইত্যাদির উৎপত্তির হেতুত্বে রেতঃ বা শুক্র আজ্যত্বে আরোপিত হয়েছে ॥ ৯॥ পূর্বকথিত (প্রাপ্তদীরিতা) যে জলরাশি, ইন্দ্রিয়াভিমানী যে দেবগণ, তাঁরা এবং বিরাট্-নামক যে দেবতা ব্রহ্মণা অর্থাৎ ব্রাহ্মণতেজের সাথে বর্তমান, তাঁরা সকলে শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর যিনি জগৎকারণ পরম ব্রহ্ম, তিনিও অন্তর্যামীরূপে সেই শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। সেই শরীরে প্রজাপতি (অর্থাৎ প্রজাগণের পালয়িতা পুত্র ইত্যাদির উৎপাদক জীব) অবস্থান করছেন। (তস্মিন্ শরীরে (অধি) প্রজাপতিঃ প্রজানাং পালয়িতা পুত্রাদ্যুৎপাদকো জীবো বর্তন্তে) ॥ ১০॥ চক্ষুরাভিমানী সূর্যদেবতা পুরুষের সম্বন্ধি চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আপন ভাগরূপে স্বীকার করেছেন (আত্মীয়ভাগত্বেন স্বীকৃতবান্)। প্রাণদেবতা বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে স্বীকার করেছেন। এই প্রকারে পুরুষসম্বন্ধিনী ইন্দ্রিয়গুলি সেই সেই অধিদেবতা কর্তৃক তাঁদের নিজ নিজ ভাগরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। অনন্তর সকল দেবতা প্রাণেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত যাট্‌কৌশিক স্থূলশরীরকে অগ্নির ভাগ রূপে স্বীকার করেছেন। (মরণের পরে অগ্নি কেবল স্থূলশরীরকেই দহন করেন; ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণকে নয়) ॥ ১১ ॥ এই কারণে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পুরুষ শরীরে অপরোক্ষ ব্রহ্মের অবস্থিতি জ্ঞাত হন; যেহেতু এই দেহ সকল দেবতার নিবাসস্থান। (তার দৃষ্টান্ত এই যে,) গাভীগণ যেমন স্বকীয় গোষ্ঠে (স্থানে) স্বচ্ছন্দে নিবাস করে। (অর্থাৎ সেই রকমেই সকল দেবতার আশ্রয়ভূত পুরুষশরীরকে ব্রহ্মের আবাসরূপে বিদ্বান ব্যক্তি সাক্ষাৎ করেন) ॥ ১২॥ প্রথমোৎপন্ন স্থূলশরীরের অবসান ঘটলে, সেই ত্যক্তদেহ আত্মা তিন রকম গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে বা নিয়মে বদ্ধ হয়। শরীরভোগকালে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গ নামক স্থান, পাপকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট নরক নামক স্থান এবং পুণ্য-পাপাত্মক মিশ্রিত কর্মের দ্বারা এই ভূলোকে নিরন্তর সুখ-দুঃখাত্মক ভোগের ভোগী হয় ॥ ১৩॥ সমগ্র শুষ্ক জগৎসংসারকে আর্দ্র করণশালী প্রবৃদ্ধি জলরাশির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধী দেহ স্থিত আছে। সেই ব্রহ্মাণ্ড উপরে ও মধ্যভাগে সর্বাধার ভূতবস্তুরূপ (ভূতবস্ত্বাত্মকঃ) পরমেশ্বর বিরাজমান থাকেন। (সমষ্টিশরীর হ'তে অধিক হওয়ার কারণে সেই (শবঃ) বলাত্মক সূত্রাত্মা নামে উক্ত হয়ে থাকে) ॥ ১৪ ॥

টীকা — এই সূক্তের বিনিয়োগ ইত্যাদি পূর্ব সূক্তের অনুরূপ ॥ (১১কা. ৪অ. ৬সূ.)॥

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : কাড়্কায়ন। দেবতা : অর্বুদি। ছন্দ : শক্বরী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

যে বাহবো যা ইষবো ধন্বনাং বীর্যাণ চ।
অসীন্ পরশূনায়ুধং চিত্তাকূতং চ যদ্ধৃদি।

সর্বং তদর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ১॥
উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বং মিত্রা দেবজনা যূয়ম্।
সন্দৃষ্টা গুপ্তা বঃ সন্তু যা নো মিত্রাণ্যর্বুদে ॥ ২॥
উত্তিষ্ঠতমা রভেথামাদানসন্দানাভ্যাম্।
অমিত্রাণাং সেনা অভি ধত্তমর্বুদে ॥ ৩॥
অর্বুদির্নাম যো দেব ঈশানশ্চ ন্যর্বুদিঃ।
যাভ্যামন্তরিক্ষমাবৃতমিয়ং চ পৃথিবী মহী।
তাভ্যামিন্দ্রমেদিভ্যামহং জিতমন্বেমি সেনয়া ॥ ৪॥
উত্তিষ্ঠ ত্বং দেবজনার্বুদে সেনয়া সহ।
ভঞ্জন্নমিত্রাণাং সেনাং ভোগেভিঃ পরি বারয় ॥ ৫॥
সপ্ত জাতান্ ন্যর্বুদ উদারাণাং সমীক্ষয়ন্।
তেভিষ্ট্বমাজ্যে হুতে সর্বৈরুত্তিষ্ঠ সেনয়া ॥ ৬॥
প্রতিঘ্নানাশ্রুমুখী কৃধুকর্ণী চ ক্রোশতু।
বিকেশী পুরুষে হতে রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৭॥
সংকর্ষন্তী করূকরং মনসা পুত্রমিচ্ছন্তী।
পতিং ভ্রাতরমাৎস্বান্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৮॥
অলিক্লবা জাস্কমদা গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষাঃ শকুনয়স্তৃপ্যন্ত্বমিত্রেষু সমীক্ষয়ন্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৯॥
অথো সর্বং শ্বাপদং মক্ষিকা তৃপ্যতু ক্রিমিঃ।
পৌরুষেয়েঽধি কুণপে রদিতে অর্বুদে তব ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — আমাদের যোদ্ধবর্গের আয়ুধগ্রাহী হস্তগুলি, ইষু অর্থাৎ বাণসমূহ, ধন্ব অর্থাৎ ধনুক সমূহ, অসি অর্থাৎ খড়্গ সমূহ, পরশূ অর্থাৎ কুঠারাস্ত্র সমূহ, এবং অন্যান্য আয়োধনসাধন শস্ত্রসমূহের সাথে আমাদের যোদ্ধৃগণের হৃদয়ে অবস্থিত (বা সঞ্জাত) শত্রুগণকে মারণবিষয়ে যে ধৈর্যযুক্ত সঙ্কল্পসমূহ, হে অর্বুদ নামক সর্পঋষি (বা অর্বুদের হে পুত্র, হে সর্প)! তুমি ঐগুলি (অর্থাৎ ঐ অস্ত্র ইত্যাদি) আমাদের শত্রুগণকে দর্শন করাও। যার দ্বারা তারা ভয়ভীত হয়ে যাবে। অপিচ, মন্ত্রসামর্থ্যে উদ্ভাবিত অন্তরিক্ষচর রাক্ষস-পিশাচ ইত্যাদিকে অথবা সূর্যরশ্মিপ্রভব উল্কা ইত্যাদি অন্তরিক্ষের উৎপাত সমূহ আমাদের শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত তাদের (অর্থাৎ আমাদের শত্রুগণকে) প্রদর্শন করো (প্রদর্শয়) ॥ ১॥ আমাদের জয়ের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হে মিত্রভূত দেববর্গ! এক্ষণে আমাদের সেনানিবেশ হ'তে উত্থিত হও এবং সংগ্রামের নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত (সন্নদ্ধ) হও। তোমাদের দ্বারা সম্যক্ নিরীক্ষিত আমাদের সৈন্যগণ রক্ষিত (গুপ্তা) হোক। হে অর্বুদে (সর্প)! আমাদের যে মিত্রসমূহ শত্রুর সাথে সংগ্রামের নিমিত্ত আগত হয়েছে, তুমি তাদের রক্ষা করো ॥ ২॥ হে অর্বুদি! তুমি ও ন্যর্বুদি উভয়ে আপন স্থান হ'তে উত্থিত হয়ে যুদ্ধের উপক্রম করো। অনন্তর আদান নামক রজ্জুযন্ত্র ও সন্দান নামক বন্ধনরজ্জুর দ্বারা শত্রুসম্বন্ধিনী সেনাগণকে বন্ধন করো (বা বশীভূত করো) ॥ ৩॥ অর্বুদি নামে প্রসিদ্ধ সর্পাত্মক যে দেবতা এবং সকলকে বশকারী (ঈশানঃ) যে ন্যর্বুদি

Scanned with CamScanner

নামক সর্প, যাঁদের দ্বারা অন্তরিক্ষ ও এই পরিদৃশ্যমানা পৃথিবী আবৃত হয়েছে (অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের শরীরের দ্বারা বেষ্টন ক'রে রেখেছেন), তাঁরা সংগ্রামজয়-কর্মে সর্ব-উৎকর্ষের দ্বারা বিদ্যমান রয়েছেন ॥ ৪ ॥ দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপী বর্তমান ইন্দ্রের স্নেহধন্য (স্নিগ্ধ) সেই শ্রেষ্ঠ অর্বুদি-ন্যর্বুদির দ্বারা জয়কৃত (জিত) শত্রুবলের পশ্চাতে আমি সেনাগন সহ (আক্রমণের উদ্দেশ্যে) অনুগমন করছি। হে দেবজন (অর্থাৎ দেবজাতীয় বা দেবতুল্য) অর্বুদি! তুমি আপন সেনাগণের সাথে উত্থিত হও এবং সেনাগণকে ভগ্নবীর্য ক'রে (ভঞ্জন্) আপন শরীরের দ্বারা তাদের পরিবেষ্টন করো। (অর্থাৎ শত্রুসেনা যেন আমাদের দর্শন করতে পারে, তেমন ভাবে তাদের চক্ষু আবৃত ক'রে দাও—এটাই বক্তব্য) ॥ ৫ ॥ হে ন্যর্বুদি নামক সর্প দেব! প্রাগুক্তলক্ষণ সপ্তসংখ্যায় উৎপন্ন দৃষ্টি-তিরোধক উৎপাতগুলি শত্রুদের সম্যক্ দর্শন করিয়ে আজ্যাহুতি প্রদানের পর তুমি সেই আজ্যোপলক্ষিত দ্রব্যের সাথে আমাদের সেনাগণ সহ উদ্গাত (বা উত্তিষ্ঠিত) হও ॥ ৬ ॥ হে অর্বুদি! তোমার দন্তাঘাতে (বা ভক্ষণে) আমাদের শত্রু নিহত হ'লে তার জায়া তার দিকে মুখ ক'রে নিজের বক্ষতাড়না করুক, অশ্রুমুখী হোক, এবং কর্ণাভরণ পরিত্যাগ পূর্বক বিকীর্ণকেশা (বিক্ষিপ্ত কেশাশালিনী) হয়ে রোদন করুক ॥ ৭ ॥ হে অর্বুদি! তোমার দংশনে শত্রু বিষাবেশবশতঃ নিপাতিত হ'লে সেই শত্রুস্ত্রী তার হস্তাঙ্গুলির সঙ্কর্ষনে অনুকরণশব্দ ক'রে (করূকর) আপন পুত্র, পতি, ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের বিষপ্রতিকারের ইচ্ছা করুক। (অর্থাৎ কর্তব্য অবধারণে অসমর্থ (ইতিকর্তব্যতামূঢ়া) হোক—এটাই বক্তব্য) ॥ ৮ ॥ শরীরের ক্লান্তিদায়ক অলিক্লবা (অর্থাৎ ধৃষ্ট) পক্ষীগণ, মাংসাভিলাষী শকুনি (গৃধ্র), বাজপক্ষী (শ্যেন) এবং মাংসভক্ষক অন্যান্য পক্ষী,—যথা ধ্বাঙ্ক্ষ (অর্থাৎ কাক) ইত্যাদিও তোমার রদনে (অর্থাৎ দংশনে) নিপাতিত শত্রগণকে লক্ষ্য করুক (অর্থাৎ তাদের মরণের জন্য প্রতীক্ষমাণ থাকুক এবং তারপর, অর্থাৎ তাদের মরণ ঘটলে, তাদের ভক্ষণ ক'রে তৃপ্ত হোক) ॥ ৯ ॥ (হে অর্বুদি!) সকল শ্বাপদ (অর্থাৎ শৃগাল, ব্যাঘ্র ইত্যাদি সমুদায়), মক্ষিকা (অর্থাৎ মাংসনিষেবিনী নীলমক্ষিকা ইত্যাদি), কৃমি (অর্থাৎ জীর্ণ মাংসে জায়মান প্রাণী সমূহ) তোমার দংশনে মৃত পুরুষসম্বন্ধিনী শবশরীরের উপরে তৃপ্তি লাভ করুক (অর্থাৎ শত্রুগণের মৃতদেহ ভক্ষণ করুক—এটাই বক্তব্য) ॥ ১০ ॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পঞ্চমেনুবাকে ষট্ সূক্তানি। তত্র 'যে বাহবঃ' ইত্যাদি সূক্তত্রয়ং অর্থসূক্তং। 'উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বং' ইত্যাদি সূক্তত্রয়ং অর্থসূক্তং। আভ্যাং অর্থসূক্তাভ্যাং জয়কামো রাজা যুদ্ধকালে যথালিঙ্গং স্বীয়ান্ ভটান্ প্রতি সম্প্রেষং কুর্যাৎ জপং কুর্যাচ্চ।...ইত্যাদি ॥ (১১কা. ৫অ. ১সূ.)॥

টীকা — পঞ্চম অনুবাকের ছ'টি সূক্তই অর্থসূক্ত। এই সূক্তগুলির দ্বারা জয়কামী রাজা কর্তৃক যুদ্ধকালে আপন সৈন্যগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করণীয় এবং জপনীয়। এই অনুবাকের সূক্তমন্ত্রগুলির দ্বারা পৃষদাজ্য ও সক্তু-হোম করণীয়। এইগুলির দ্বারা ধনুঃ সমিধ, ইষুসমিধ গ্রহণ করা হয়। এই অনুবাকের দ্বারা ধনুঃ অভিমন্ত্রিত ক'রে রাজাকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এই অনুবাকের দ্বারা ধনুঃ অভিমন্ত্রিত ক'রে রাজাকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এই অনুবাকের দ্বারা শিতিপদী গাভী পৃষদাজ্যের দ্বারা অভিমন্ত্রিত ক'রে রাজার চিহ্নিত কেতুদণ্ডে বন্ধন ও অন্য শিতিপদী গাভী অভিমন্ত্রিত ক'রে শত্রুসেনার মধ্যে প্রেরণ ইত্যাদি করণীয়। এই মন্ত্রের দ্বারা যুদ্ধার্থে সেনানায়ক উৎসৃজিত হয়ে থাকে। এই সবই কৌশিক সূত্র অবলম্বনে করণীয়।...(কৌ. ২/৭)।—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে কদ্রুপুত্র অর্বুদ নামক সর্পঋষির দুই পুত্র—অর্বুদ ও ন্যর্বুদি॥ (১১কা. ৫অ. ১সূ.)॥

দ্বিতীয় সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : কাঙ্কায়ন। দেবতা : অর্বুদি। ছন্দ : শক্করী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

আ গৃহ্ণীতং সং বৃহতং প্রাণাপানান্ ন্যর্বুদ।
নিবাশা ঘোষাঃ সং যন্ত্বমিত্রেষু সমীক্ষয়ন্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ১॥
উদ্ বেপয় সং বিজন্তাং ভিয়ামিত্রান্ৎসং সৃজ।
উরুগ্রাহৈর্বাহ্বঙ্কৈর্বিধ্যামিত্রান্ ন্যর্বুদে ॥ ২॥
মুহ্যন্ত্বেষাং বাহবশ্চিত্তাকূতং চ যদ্ধৃদি।
মৈষামুচ্ছেষি কিং চন রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৩॥
প্রতিঘ্নানাঃ সং ধাবন্তূরঃ পটূরাবাঘ্নানাঃ।
অঘারিণীর্বিকেশ্যো রুদত্যঃ পুরুষে হতে রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৪॥
শ্বন্বতীরপ্সরসো রূপকা উতার্বুদে।
অন্তঃপাত্রে বেরিহতীং রিশাং দুর্ণিহিতৈষিণীম্।
সর্বাস্তা অর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ৫॥
খড়ূরেঽধিচঙ্ক্রমাং খর্বিকাং খর্ববাসিনীম্।
য উদারা অন্তর্হিতা গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ যে।
সর্পা ইতরজনা রক্ষাংসি ॥ ৬॥
চতুর্দংষ্ট্রাঞ্ছ্যাবদতঃ কুম্ভমুষ্কাঁ অসৃঙ্মুখান্।
স্বভ্যসা যে চোদ্ভ্যসাঃ ॥ ৭॥
উদ্ বেপয় ত্বমর্বুদেঽমিত্রানামমূঃ সিচঃ।
জয়াংশ্চ জিষ্ণুশ্চামিত্রাঁ জয়তামিন্দ্রমেদিনৌ ॥ ৮॥
প্রব্লীনো মৃদিতঃ শয়াং হতোঽমিত্রো ন্যর্বুদে।
অগ্নিজিহ্বা ধূমশিখা জয়ন্তীর্যন্তু সেনয়া ॥ ৯॥
তয়ার্বুদে প্রণুত্তানামিন্দ্রো হন্তু বরংবরম্।
অমিত্রাণাং শচীপতির্মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে ন্যর্বুদি! তুমি ও অর্বুদি উভয়ে আমাদের শত্রুসম্বন্ধি প্রাণাপানকে গ্রহণ করো এবং তারপর তাদের সমূলে উৎখাত করো। হে অর্বুদি! তোমার দংশনের কারণে বিষনীপিড়িত শত্রুগণের আর্তধ্বনি সম্যক্ উৎসারিত (বা উৎপাদিত) হোক ॥ ১॥ হে ন্যর্বুদি! নামক সর্পজাতীয় দেব! তুমি আমাদের শত্রুবর্গকে উৎকম্পিত করো, এবং তারপর তারা উদ্বিগ্ন হয়ে স্বস্থান হ'তে প্রচলিত হোক। তারপর উরু ও বাহুর বক্রবন্ধনে আমাদের শত্রুদের তাড়িত করো (বিধ্য) ॥ ২॥ হে অর্বুদি! তোমার দ্বারা দংশিত হওয়ার পর শত্রুগণের বাহুসমুদায় বিষাবেশ বশতঃ মূহ্য (অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

ব্যাপারসাধনে অসমর্থ) হয়ে যাক। শত্রুগণ তাদের চিত্তের দ্বারা সঙ্কল্পিত প্রার্থনাসমূহও বিস্মৃত হয়ে যাক। অপিচ, সেই শত্রুগণের কোনও রথ-অশ্ব-হস্তী ইত্যাদি সমন্বিত বল যেন অবশিষ্ট না থাকে। (অর্থাৎ সবই তুমি নিঃশেষে হনন করো) ॥৩॥ হে অর্বুদি। তোমার দ্বারা দংশিত হয়ে শত্রুবর্গীয় পুরুষগণ নিহত হ'লে তাদের স্ত্রীগণ আপন বক্ষ তাড়না পূর্বক উন্মুক্তকেশা হয়ে ভর্তৃ-বিয়োগজনিত দুঃখে আর্ত হয়ে সঞ্জাতরোদনা রূপে মৃত পুরুষ সমীপে শীঘ্র গমন করুক ॥৪॥ হে অর্বুদি! মায়াবশে রূপমাত্রের দ্বারা উপলভ্যমান (অর্থাৎ সেনারূপধারী) কুক্কুরগুলির সাথে ক্রীড়মানা অপ্সরাগণকে (অর্থাৎ গন্ধর্বস্ত্রীগনকে) শত্রুদের প্রদর্শন করো। তথা পাত্রের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লেহনকারী দুষ্ট-ইচ্ছাকারিণী গাভীগণকে এবং উল্কাপাত ইত্যাদি বিকৃতদর্শন যক্ষ ও রাক্ষসগণকে ঐ পূর্বোক্ত শত্রুগণের নিকট প্রদর্শন করো ॥৫॥ আকাশের (অর্থাৎ দূরদেশের) উপরে চঙ্ক্রমনশীলা (বা মায়াবশে ইতস্ততঃ প্রাদুর্ভূতা) হ্রস্বদেহা ও অল্প শব্দায়মানা মাতৃগণকে প্রদর্শন করো, যাতে তারা পরাজিত হয়। যে যক্ষ-রাক্ষস ইত্যাদি স্বমায়ায় অন্তর্হিত হয়ে আছে, যে গন্ধর্ব-অপ্সরা ঐ রকম দৃষ্টির অগোচরে আছে, সেই সবই ঐ শত্রুগণকে পরাজয়ার্থে দর্শন করাও ॥৬॥ সর্পস্বরূপ ইতরজন-সংজ্ঞক দেবজাতীকে, রাক্ষসগণকে, দংশনসাধন চতুর্দন্তযুক্ত, শ্যামবর্ণ দন্তযুক্ত মায়াময়গুলি (অর্থাৎ মায়াগঠিত সব কিছু) শত্রুদের দর্শন করাও। তথা কুম্ভমুষ্কা অর্থাৎ কুম্ভ বা ঘটের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন অণ্ডকোষ-যুক্ত, রক্তময় মুখশালী, স্বায়ত্তভীত অর্থাৎ ভীতি-উৎপাদক ও উদ্ঘাতভীত অর্থাৎ ভীতি-উদ্গামকারী রাক্ষসদের (অর্থাৎ বিবিধ ভয়জনক মায়াময় রাক্ষসগণকে) শত্রুদের দর্শন করাও ॥৭॥ হে অর্বুদি! তুমি শত্রুসেনাবর্গকে বিষাবেশজনিত শোকে উৎকম্পিত করো। শত্রুসেনাবর্গকে পরাভূত ক'রে জিষ্ণু (অর্থাৎ জয়শীল) অর্বুদি ও ন্যর্বুদি ইন্দ্রের দ্বারা স্নেহাপূরিত হয়ে আমাদের জয়প্রাপ্তি সঙ্ঘটিত করুন ॥৮॥ হে ন্যর্বুদি! প্রকৃষ্টরূপে ভীত আমাদের শত্রুগণ সম্যক্ মর্দিত দেহে গতাসু হয়ে শায়িত থাকুক। মায়াবশে তোমার দ্বারা উৎপাদিত অগ্নির জ্বালা ও ধূমশিখা সমূহ শত্রুসেনাগণকে জয় করতে করতে (জয়ন্ত্য) আমাদের সেনাগণের সাথে গমন করুন।।৯।। হে অর্বুদি! যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে প্রত্যাবৃত্ত শত্রুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণকে শচীপতি (ইন্দ্র) হত্যা করুন; শত্রুগণের মধ্যে কেউই যেন মুক্তিপ্রাপ্ত না থাকে। (অর্থাৎ ক্রমশঃ সকলকেই হত্যা করুন—এটাই বক্তব্য) ॥১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'আ গৃহ্ণীত' ইত্যাদি সূক্তস্য শত্রুজয়কর্মনি বিনিয়োগ উক্তঃ ॥ (১১কা. ৫অ. ২সূ.)॥

◆

তৃতীয় সূক্ত : শত্রুনিবারণম্

[ঋষি : কাঙ্কায়ন। দেবতা : অর্বুদি। ছন্দ : শক্করী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, জগতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

উৎকসন্তু হৃদয়ান্যূর্ধ্বঃ প্রাণ উদীষতু।
শৌষ্কাস্যমনু বর্ততামমিত্রান্ মোত মিত্রিণঃ ॥ ১॥
যে চ ধীরা যে চাধীরাঃ পরাঞ্চো বধিরাশ্চ যে।

Scanned with CamScanner

তমসা যে চ তূপরা অথো বস্তাভিবাসিনঃ।
সর্বাংস্তাঁ অর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ২॥
অর্বুদিশ্চ ত্রিষন্ধিশ্চামিত্রান্ নো বি বিধ্যতাম্।
যথৈষামিন্দ্র বৃত্রহন্ হনাম শচীপতেঽমিত্রাণাং সহস্রশঃ ॥ ৩॥
বনস্পতীন্ বানস্পত্যানোষধীরুত বীরুধঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্পান্ দেবান্ পুণ্যজনান্ পিতৃন্।
সর্বাংস্তাঁ অর্বুদে ত্বমমিত্রেভ্যো দৃশে কুরূদারাংশ্চ প্র দর্শয় ॥ ৪॥
ঈশাং বো মরুতো দেব আদিত্যো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
ঈশাং ব ইন্দ্রাশ্চাগ্নিশ্চ ধাতা মিত্রঃ প্রজাপতিঃ।
ঈশাং ব ঋষয়শ্চক্রুরমিত্রেষু সমীক্ষয়ন্ রদিতে অর্বুদে তব ॥ ৫॥
তেষাং সর্বেষামামীশানা উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বং মিত্রা দেবজনা যূয়ম্।
ইমং সংগ্রামং সঞ্জিত্য যথালোকং বি তিষ্ঠধ্বম্ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — শত্রুবর্গের দেহ হ'তে অন্তঃকরণসমূহ উদ্গত হয়ে যাক। শত্রুবর্গের শরীর হ'তে তাদের প্রাণবায়ুসমূহ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে নির্গত হয়ে যাক (ঊর্ধ্ব সন উদীযতু)। ভীতিবশে শত্রুগণের মুখ (আস্য) শুষ্কতা (নির্দ্রবত্ব) প্রাপ্ত হোক। অপিচ, আমাদের মিত্রভূত জনগণের ক্ষেত্রে যেন তার অনুবর্তন না ঘটে (অর্থাৎ মিত্রবর্গের আস্য যেন বিশুষ্ক না হয়) ॥ ১॥ যে সৈন্যগণ বীর (ধীরাঃ), যে সৈন্যগণ কাতর (অধীরাঃ), যে সৈন্যগণ যুদ্ধ হ'তে পলায়মান (পরাঞ্চো), যারা ভয়বশতঃ হতশ্রবণসামর্থ (বধির), যে সৈন্যগণ মোহবশে শৃঙ্গহীন পশুর মতো অবস্থিত (তমসা যে চ তুপরাঃ), যে সৈন্যগণ ছাগের ন্যায় শব্দকারী (বস্তাভিবাসিনঃ), হে অর্বুদি! তোমার আপন মায়ায় উদ্ভাবিত সেগুলি শত্রুবর্গকে পরাজয়ের নিমিত্ত দর্শন করো (দৃশে কুরু) ॥ ২॥ হে ত্রিসন্ধি অর্থাৎ সেনামোহনকারী (কোনও) দেবতা (বা সন্ধিত্রয়োপেত বজ্রায়ুধাভিমানী কোন দেবতা) ও অর্বুদি! তোমরা উভয়ে আমাদের শত্রুবর্গকে বিবিধ ভাবে তাড়না করো (বিধ্যতাং)। হে বৃত্রহন্তা শচীপতি (ইন্দ্রদেব)! যে ভাবেই হোক আমরা যাতে সংহস্রসংখ্যক শত্রুকে এক-উদ্যোগে হনন করতে পারি, তেমনভাবে তাড়না করো ॥ ৩॥ হে অর্বুদি! বনস্পতি নামক সমগ্র বনস্পতি সমূহের বিকার সমুদায়, ব্রীহি-যব ইত্যাদি ওষধিরাশি,বিরোহণশীল আরণ্য-সম্ভার (বীরুধ), গন্ধর্ব ও অপ্সরা নামক দেবযোনিবর্গ, বিকৃতবিষ সর্পসমষ্টি, পুণ্যজন যক্ষবৃন্দ, মৃত পিতৃপুরুষগণ—তোমার মায়াময় এই সকলকে শত্রুবর্গের দৃষ্টির বিষয়ীভূত করো (দৃষ্টিবিষয়ান্ কুরু) ॥ ৪॥ হে শত্রুবর্গ! মরুৎ ইত্যাদি দেবগণ, আদিত্যগণ ও ব্রহ্মণস্পতি দেব তোমাদের নিয়ন্তা (দমনকারী) হোন। তথা ইন্দ্র, অগ্নি, ধাতা, মিত্র ও প্রজাপতি তোমাদের দণ্ডদাতা হোন। তথা অথর্বা, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তোমাদের শিক্ষক (শাসনকর্তা) হোন। হে অর্বুদি! তোমার দন্তের দ্বারা বিদারিত আমাদের শত্রুগণের দৃষ্টিগোচর হ'লে সেই অবলোকিত দেব ও ঋষিগণ তাদের (অর্থাৎ শত্রুগণকে) নিয়ন্ত্রিত বা দণ্ডিত করুন ॥ ৬॥

টীকা — পূর্ব সূক্তের অনুরূপ এই সূক্তটিরও বিনিয়োগ শত্রুজয়কর্মে করা হয়ে থাকে ॥ (১১কা. ৫অ. ৩সূ.) ॥

Scanned with CamScanner

চতুর্থ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ত্রিষন্ধি। ছন্দ : বৃহতী, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, শক্বরী, গায়ত্রী।]

উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বমুদারাঃ কেতুভিঃ সহ।
সর্পা ইতরজনা রক্ষাংস্যমিত্রাননু ধাবত ॥ ১॥
ঈশাং বো বেদ রাজ্য ত্রিষন্ধে অরুণৈঃ কেতুভিঃ সহ।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি পৃথিব্যাং যে চ মানবাঃ।
ত্রিষন্ধেস্তে চেতসি দুর্ণামান উপাসতাম্ ॥ ২॥
অয়োমুখাঃ সূচীমুখা অথো বিকঙ্কতীমুখাঃ।
ক্রব্যাদো বাতরংহস আ সজন্ত্বমিত্রান্ বজ্রেণ ত্রিষন্ধিনা॥ ৩॥
অন্তর্ধেহি জাতবেদ আদিত্য কুণপং বহু।
ত্রিষন্ধেরিয়ং সেনা সুহিতাস্তু মে বশে ॥ ৪॥
উত্তিষ্ঠ ত্বং দেবজনার্বুদে সেনয়া সহ।
অয়ং বলির্ব আহুতস্ত্রিষন্ধেরাহুতিঃ প্রিয়া ॥ ৫॥
শিতিপদী সং দ্যতু শরব্যেহয়ং চতুষ্পদী।
কৃত্যেহমিত্রেভ্যো ভব ত্রিষন্ধেঃ সহ সেনয়া ॥ ৬॥
ধূমাক্ষী সং পততু কৃধুকর্ণী চ ক্রোশতু।
ত্রিষন্ধেঃ সেনয়া জিতে অরুণাঃ সন্তু কেতবঃ॥ ৭॥
অবায়ন্তাং পক্ষিণো যে বয়াংস্যন্তরিক্ষে দিবি যে চরন্তি।
শ্বাপদো মক্ষিকাঃ সং রভন্তামামাদো গৃধ্রাঃ কুণপে রদন্তাম্ ॥ ৮॥
যামিন্দ্রেণ সন্ধাং সমধত্থা ব্রহ্মণা চ বৃহস্পতে।
তয়াহমিন্দ্রসন্ধয়া সর্বান্ দেবানিহ হুব ইতো জয়ত মামুত ॥ ৯॥
বৃহস্পতিরাঙ্গিরস ঋষয়ো ব্রহ্মসংশিতাঃ।
অসুরক্ষয়ণং বধং ত্রিষন্ধিং দিব্যাশ্রয়ন্ ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — হে ঔদার্যগুণযুক্ত সেনানায়কবৃন্দ! তোমরা নিজ নিজ ধ্বজাগুলি উড্ডীয়মান পূর্বক (বা ধ্বজাগুলি সহ) উত্থিত হও এবং কবচ ইত্যাদি ধারণ পূর্বক যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হও। হে সর্পকৃতি ও সর্পব্যতিরিক্ত দেবজন! হে (পূর্বোক্ত মায়াময়) রাক্ষসগণ! তোমরাও আমাদের শত্রুগণের পশ্চাদ্ধাবন করো ॥১॥ হে শত্রুবর্গ! বজ্রাভিমানী দেব ত্রিসন্ধি (পূর্ব সূক্ত, ৩ মন্ত্র) তোমাদের তোমাদের রাজ্যকে অপহরণপূর্বক স্ববশান্বিত করুন। হে ত্রিসন্ধি! তোমার অরুণবর্ণ কেতুর (ধ্বজাঃ) সাথে উত্থিত হও। সেইসঙ্গে সেই কেতুগুলি, যেগুলি অন্তরিক্ষে উৎপাতরূপে প্রাদুর্ভূত, যেগুলি দ্যুলোকে ভূলোকে ও মনুষ্যসম্বন্ধী, সেইগুলিও উত্থিত হোক ॥২॥ হে ত্রিসন্ধি! তোমার মনে (বা চেতনায়) বর্তমান আমাদের দুষ্ট সংজ্ঞক যে শত্রুগণ উপাসত (বা সন্তজন্ত) হয়ে

Scanned with CamScanner

আছে, তাদের প্রতি তোমার দ্বারা প্রেরিত অয়োমুখ (লৌহাগ্র বাণের ন্যায় তুণ্ডযুক্ত), সূচীমুখ (সূচির ন্যায় আকারসম্পন্ন তুণ্ডযুক্ত), বিকঙ্কতীমুখ (বহুকন্টকযুক্ত বৈঁচি নামক বৃক্ষবিশেযের ন্যায় তুণ্ডযুক্ত), ক্রব্যাদ (মাংস ভক্ষণকারী গৃধ্র ইত্যাদি) ও বাতরংহস (বায়ুর ন্যায় গতিশীল) পক্ষীসমূহ আসক্ত (বা সম্বন্ধযুক্ত) হোক। (অর্থাৎ তোমার বজ্রের দ্বারা যেমন দুষ্টেরা হত হয়, তেমনই ঐ পক্ষীগণের তুণ্ডাঘাতে আমাদের শত্রুগণ হত হোক)। (যারই নিকটে এইরকম পক্ষীগণ উপসর্পন অর্থাৎ গমন করে, তার অবশ্যই মরণ হয়—শাকুনিকশাস্ত্রে এমনই প্রসিদ্ধি আছে) ॥৩॥ হে জাতমাত্রকেই জ্ঞাপিত (সাংগ্রামিক অগ্নি বা) আদিত্য! তুমি শত্রুগণের শবদেহের দ্বারা অন্তরিক্ষকে আচ্ছাদিত করো। ত্রিসন্ধিদেবের এই সেনাগণ আমার বশে সম্যক স্থাপিত হোক (সুহিতাস্ত)। (অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমি আমাদের শত্রুগণকে জয় করতে পারবো) ॥৪॥ হে দেবজন অর্বুদি! তুমি আপন সেনাগণ সহ উদ্গমন করো। হে অর্বুদি! এই হূয়মান পৃষদাজ্য (আহুতি) তোমাদের তৃপ্তিকর হবির্ভাগ (বলি)। (অর্থাৎ যেহেতু তোমাদের সর্পসমূহ বলিপ্রিয়, সেই হেতু আমাদের এই বলি স্বীকার পূর্বক তোমরা আমাদের শত্রুগণকে হনন করো—এটাই বক্তব্য) ॥৫॥ শিতিপদী (অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ পাদবিশিষ্টা) চতুষ্পদী গাভী শরসংহতি রূপে (বানসমূহের রূপ ধ'রে) আমাদের শত্রুগণের প্রাপ্ত হোক। হে কৃত্যা (কৃত্যারূপিনী অর্থাৎ অভিচার-কর্মের দ্বারা উৎসৃষ্টা শিতিপদী গাভী)! তুমি ত্রিসন্ধি দেবের সেনাগণের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের শত্রুগণের সংহারকর্ত্রী হত (সংহর্ত্রী ভব)। (অর্থাৎ সেনাগণও তোমার সহায়ভূত হোক—এটাই বক্তব্য) ॥৬॥ শত্রুসম্বন্ধিনী সেনাগণের চক্ষুগুলি মায়াময় ধূমের দ্বারা আবৃত হয়ে যাক এবং তারা কৃধুকর্ণী (অর্থাৎ অল্পশ্রোতা) হয়ে ও ঢক্কানিনাদ শ্রবণে হতশ্রবণসামর্থ্য হয়ে ইতিকর্তব্যতামূঢ় হয়ে যাক। ত্রিসন্ধি দেবতার সেনাগণের দ্বারা পরকীয় বল (অর্থাৎ শত্রুসেনাগণ) বিজিত হ'লে তাদের ধ্বজাসমূহ রুধিরাক্ত হয়ে অরুণবর্ণ ধারণ করুক ॥৭॥ আকাশে যে পক্ষীগণ সঞ্চরণ করছে, সেই পক্ষীগণ মৃত শত্রুসেনার মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নমুখী হয়ে নিপতিত হোক (নিপদ্যন্তাং)। তথা দ্যুলোকে বিচরণকারী পক্ষীগণও তা-ই করুক। আমমাংসভক্ষক (অর্থাৎ অপক্ক বা কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী) কুক্কুর (শ্বাপদ অর্থাৎ শুন-পাদা), শৃগাল ইত্যাদি ও মক্ষিকাগণ ঐ শত্রুগণের শবভক্ষণার্থে উপক্রম করুক (উপক্রমন্তাং)। তথা আমমাংসভক্ষণকারী গৃধ্রসমূহ শত্রুসেনাগণের শবশরীরে (কুণপে) আপন তুণ্ড ও পাদের দ্বারা বিলিখন করুক (অর্থাৎ আঁচড়াতে থাকুক) ॥৮॥ হে বৃহস্পতি দেব! দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এবং তাঁদের স্রষ্টা প্রজাপতি যে প্রতিজ্ঞারূপ সন্ধানক্রিয়ায় সংহিতবান্ (মিলিত) হয়েছিলেন, এবং হে ইন্দ্র! তোমার সেই প্রতিজ্ঞারূপ সন্ধানক্রিয়ার দ্বারা সকল দেবতাকে এই সংগ্রামে আহ্বান করছি। হে আহূত দেববর্গ! তোমরা আমাদের এই সেনাগণকে জয়যুক্ত করো (ইতঃ জয়ত), শত্রুসেনাগণকে নয় (মা অমূতঃ) ॥৯॥ আঙ্গিরস (অর্থাৎ অঙ্গিরসের পুত্র) দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি ও আপন আপন মন্ত্রের দ্বারা তেজঃপ্রাপ্ত (তীক্ষ্ণীকৃত) অন্য ঋষিগণ ও অসুরবর্গের বিনাশকারী হননসাধন (ক্ষয়কর) আয়ুধ দ্যুলোকে অবস্থিত ত্রিসন্ধি নামক দেবের বা সন্ধিত্রয়োপেত বজ্রের ভজনা করুক। (অর্থাৎ বৃহস্পতি দেব ও অন্যান্য ঋষিগণও অসুরনাশী হিংসা-সাধন বজ্রের বা ত্রিসন্ধি দেবের সহায়তা গ্রহণ করুক ॥১০॥

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উত্তিষ্ঠত' ইতি সূক্তস্য শত্রুজয়কর্মনি সম্প্রেষণাদিষু বিনিয়োগ উক্ত ॥ (১১কা. ৫অ. ৪সূ.)॥

পঞ্চম সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ত্রিষন্ধি। ছন্দ : বৃহতী, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, শক্করী, গায়ত্রী।]

যেনাসৌ গুপ্ত আদিত্য উভাবিন্দ্রশ্চ তিষ্ঠতঃ।
ত্রিষন্ধিং দেবা অভজন্তৌজসে চ বলায় চ ॥ ১॥
সর্বাংল্লোকান্‌ৎসমজয়ন্ দেবা আহুত্যানয়া।
বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো বজ্রং যমসিঞ্চতাসুরক্ষয়ণং বধম্ ॥ ২॥
বৃহস্পতিরাঙ্গিরসো বজ্রং যমসিঞ্চতাসুরক্ষয়ণং বধম্।
তেনাহমমুং সেনাং নি লিম্পামি বৃহস্পতেঽমিত্রান্ হন্ম্যোজসা॥ ৩॥
সর্বে দেবা অত্যায়ন্তি যে অশ্নন্তি বষট্‌কৃতম্।
ইমাং জুষধ্বমাহুতিমিতো জয়তঃ মামুতঃ ॥ ৪॥
সর্বে দেবা অত্যায়ন্ত ত্রিষন্ধেরাহুতিঃ প্রিয়া।
সন্ধাং মহতীং রক্ষত যয়াগ্রে অসুরা জিতাঃ॥ ৫॥
বায়ুরমিত্রাণামিষ্বগ্রাণ্যাঞ্চতু।
ইন্দ্র এষাং বাহূন্ প্রতি ভনক্তু মা শকন্ প্রতিধামিষুম্॥ ৬॥
আদিত্য এষামস্ত্রং বি নাশয়তু চন্দ্রমা যুতামগতস্য পন্থাম্॥ ৭॥
যদি প্রেয়ুর্দেবপুরা ব্রহ্ম বর্মাণি চক্রিরে।
তনূপানং পরিপাণং কৃণ্বানা যদুপোচিরে সর্বং তদরসং কৃধি ॥ ৮॥
ক্রব্যাদানুবর্ত্তয়ন্ মৃত্যুনা চ পুরোহিতম্।
ত্রিষন্ধে প্রেহি সেনয়া জয়ামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব ॥ ৯॥
ত্রিষন্ধে তস্য ত্বমমিত্রান্ পরিবারয়।
পৃষদাজ্যপ্রণুত্তানাং মামীষাং মোচি কশ্চন ॥ ১০॥
শিতিপদী সং পতত্বমিত্রাণানমূঃ সিচঃ।
মুহ্যন্ত্বদ্যামূঃ সেনা অমিত্রাণাং ন্যর্বুদে॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — যে ত্রিসন্ধির দ্বারা ঐ দূরে দিবিলোকে দৃশ্যমান আদিত্য রক্ষিত (অর্থাৎ অসুরকৃত উপদ্রব পরিহার পূর্বক পালিত) হয়ে আছেন; যে ত্রিসন্ধির বজ্রের বা বলের দ্বারা সেই আদিত্য ও ইন্দ্র উভয়ে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন, সেই অসুরক্ষয়কারী আয়ুধভূত ত্রিসন্ধি দেবকে সকল দেবতা ওজঃ (অর্থাৎ শরীরান্তর্গত অষ্টম ধাতু) ও বল (অর্থাৎ তেজঃ) প্রাপ্তির নিমিত্ত সেবা ক'রে থাকেন (অভজন্ত) ॥ ১॥ (ইন্দ্র ইত্যাদি) দেবগণ এই আহুতির (অর্থাৎ পৃষদাজ্য হোমের) দ্বারা অসুরগণকে নিহত ক'রে সর্ব লোক সম্যক জয় করেছিলেন। আঙ্গিরস বৃহস্পতি অসুরগণের ক্ষয়কর

(অর্থাৎ তাদের বধসাধন) এই আয়ুধ (বা বজ্র) সেচনের দ্বারা নির্মিত করেন (অসিঞ্চত নির্মিতবান্)। (অর্থাৎ পৃষদাজ্যাহুতিই এই বজ্ররূপে (বজ্রাত্মনা) পরিণত হয়েছিল—এটাই বক্তব্য) ॥ ২॥ আঙ্গিরস বৃহস্পতি সেচনের দ্বারা অসুরগণের বধসাধন বজ্রায়ুধ নির্মাণ করেছিলেন। হে বৃহস্পতি! তোমার নির্মিত অসুরগণের অন্তকারী সেই বজ্রের দ্বারা শত্রুসেনাকে নিরন্তর ছিন্ন করছি; তারপর (অর্থাৎ সেনাচ্ছেদনের পর) তাদের অধিপতি-শত্রুদের আপন বলের দ্বারা (ওজসা) সংহার করছি ॥ ৩॥ ইন্দ্রপ্রমুখ সকল দেবতা শত্রুগণকে অতিক্রম পূর্বক (বা তাদের সংহারপূর্বক) আমাদের অভিমুখে আগমন করেছেন, যে দেবগণ বষট্‌কারের দ্বারা দত্ত হবিঃ ভোগ করেন, এমনই হে দেববৃন্দ! আপনারা আমাদের আহুতি সেবন ক'রে প্রীত হয়ে আমাদের সেনাগণকে জয়প্রাপ্ত করুন এবং পরকীয় সেনাগণকে পরাজয় প্রাপ্ত করুন (অর্থাৎ তারা যেন জয়লাভ করতে না পারে) ॥ ৪॥ ইন্দ্র প্রমুখ সকল দেবতা শত্রুগণকে অতিক্রম পূর্বক আমাদের অভিমুখে আগমন করছেন। তথা সেনাগণকে মোহনকারী ত্রিসন্ধি নামক দেবের পক্ষে আমাদের (নিবেদিত) এই আহুতি প্রীতিকরী হোক। হে দেববর্গ! পূর্বে দেবাসুরযুদ্ধকালে যে জয়বিষয়ক প্রতিজ্ঞার দ্বারা আপনারা অসুরগণকে পরাজিত করেছিলেন, এখন সেই জয়বিষয়ক প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করুন ॥ ৫॥ বায়ুদেব শত্রুগণের শরের (বাণের) অভিমুখে গমন করুন। (অর্থাৎ প্রতিকুল বায়ুর দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তির পূর্বেই শত্রুগণের বাণসমূহ নিপাতিত হয়ে যাক)। তথা ইন্দ্রদেব এই শত্রুগণের বাহুগুলি প্রতিকূল আঘাতের দ্বারা ভগ্ন করুন, যাতে তারা আয়ুধগ্রহণে অসামর্থ্য হয়ে যায় (অর্থাৎ ধনুতে পুনরায় শর-যোজনা করতে না পারে) ॥ ৬॥ সূর্য (আদিত্য) এই শত্রুদের আয়ুধসমূহের সামর্থ্য-সঙ্কোচন পূর্বক বিনষ্ট করুন এবং চন্দ্রমা (অর্থাৎ সোম) শত্রুগণের (পক্ষে আমাদের প্রাপ্তির উপায়ভূত) পথসমূহকে পৃথক্ করুন ॥ ৭॥ (হে দেব!) শত্রুগণ যদি ইতিপূর্বেই মন্ত্রময় কবচ ধারণ ক'রে থাকে, তবে তাদের সেই মন্ত্রকেই ব্যর্থ ক'রে দাও; সেই সঙ্গে তাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ ও অন্নরস ইত্যাদি সবকিছুই বিশুষ্ক ক'রে দাও (অরসম্ কৃধি)। [এই মন্ত্রটি ৫ম কাণ্ডে, ২য় অনুবাকের ৩য় সূক্তে প্রাপ্তব্য] ॥ ৮॥ হে ত্রিসন্ধি দেব! সম্মুখবর্তী এই আমমাংসভক্ষক শত্রুগণের পশ্চাৎ মৃত্যুদেবতা সহ আপন সেনাগণ সমভিব্যাহারে অনুগমন করো; এবং তার পরে (গত্বা চ) সেই শত্রুগণকে জয়ের নিমিত্ত তাদের মধ্যে প্রবেশ করো (প্রবিশ) ॥ ৯॥ হে ত্রিসন্ধি নামক দেবতা! তুমি তমসা অর্থাৎ মায়াময় অন্ধকারের দ্বারা শত্রুগণকে পরিবেষ্টিত করো। হুয়মান পৃষদাজ্যের (অর্থাৎ হোমের জন্য বিহিত দধিমিশ্র আজ্যের) দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে নিক্ষিপ্ত (প্রণুত্তানাং) শত্রুবর্গের মধ্যে একজনও যেন না মুক্ত থাকে। (অর্থাৎ সকল শত্রুকে তমসাবৃত ক'রে হত্যা করো—এটাই বক্তব্য) ॥ ১০॥ শিতিপদী (অর্থাৎ শ্বেতবর্ণপাদশালিনী) গাভী (পূর্ব সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে উল্লিখিত) আমাদের আয়ুধের দ্বারা পীড্যমান শত্রুসেনার সাথে সঙ্গত হোক। (অর্থাৎ আভিচারিক মন্ত্রে উৎসৃষ্ট গাভীর শত্রুহননে নিযুক্ত হোক)। হে ন্যর্বুদি নামক সর্প! দূরে দৃশ্যমান শত্রুর সেনাদল অদ্য (অর্থাৎ ইদানীং যুদ্ধসময়ে) মুহ্যমান হয়ে পড়ুক। (অর্থাৎ তুমি আপন মায়াবশে তাদের মোহ উৎপাদন করো—এটাই বক্তব্য) ॥ ১১॥

টীকা — এই সূক্তটিও প্রথম সূক্তের ন্যায় বিনিযুক্ত হয়ে থাকে ॥ (১১কা. ৫অ. ৫সূ.) ॥

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ সূক্ত : শত্রুনাশনম্

[ঋষি : ভৃগ্বঙ্গিরা। দেবতা : ত্রিষন্ধি। ছন্দ : বৃহতী, জগতী, পংক্তি, অনুষ্টুপ্, শক্বরী, গায়ত্রী।]

মূঢ়া অমিত্রা ন্যর্বুদে জহ্যেষাং বরংবরম্।
অনয়া জহি সেনয়া ॥ ১॥
যশ্চ কবচী যশ্চাকবচোঽমিত্রো যশ্চাজ্মনি।
জ্যাপাশৈঃ কবচপাশৈরজ্মনাভিহতঃ শয়াম্ ॥ ২॥
যে বর্মিণো যেঽবর্মাণো অমিত্রা যে চ বর্মিণঃ।
সর্বাংস্তাঁ অর্বুদে হতাংছ্বানোঽদন্তু ভূম্যাম্ ॥ ৩॥
যে রথিনো যে অরথা অসাদা যে চ সাদিনঃ।
সর্বানদন্তু তান্ হতান্ গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪॥
সহস্রকুণপা শেতামামিত্রী সেনা সমরে বধানাম্।
বিবিদ্ধা ককজাকৃতা॥ ৫॥
মর্মাবিধং রোরুবতং সুপর্ণৈরদন্তু দুশ্চিতং মৃদিতং শয়ানম্।
য ইমাং প্রত চীমাহুতিমমিত্রো নো যুযুৎসতি ॥ ৬॥
যাং দেবা অনুতিষ্ঠন্তি যস্যা নাস্তি বিরাধনম্
তয়েন্দ্রো হন্তু বৃত্রহা বজ্রেণ ত্রিষন্ধিনা ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — হে ন্যর্বুদি নামক দেব! তুমি তোমার মায়ায় আমাদের শত্রুবর্গকে সঞ্জাতমূঢ় করো (অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে বিভাগজ্ঞান-শূন্য ক'রে দাও)। এই শত্রুগণের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ, তাদের নিধন করো। তথা আমাদের সেনাগণ তাদের নিধন করুক। (অর্থাৎ তোমার প্রসাদে আমাদেরও সেনাবর্গ জয়লাভ করুক—জয়ং লভতাং—এটাই বক্তব্য) ॥১॥ আমাদের যে শত্রু কবচী (অর্থাৎ কবচবান্ বা তনুত্রাণে আবৃত শরীর), যে শত্রু অকবচ (অর্থাৎ কবচরহিত বা অনাবৃতশরীর), যে শত্রু রথ ইত্যাদ যানে বর্তমান, সেই সকল শত্রু জ্যা-পাশে (অর্থাৎ আপন আপন ধনুর্গত মৌর্বী বা ছিলাতে), কবচ-পাশে (অর্থাৎ বর্ম বন্ধনের রজ্জুতে) ও রথ ইত্যাদি সম্পর্কিত রজ্জুতে) বদ্ধ হয়ে সেই স্থানেই শায়িত থাকুক। (অর্থাৎ স্ব-রক্ষণার্থে গৃহীত যে ধনু-কবচ ইত্যাদি তারা ধারণ করেছে, সেগুলিই তাদের গতি-প্রতিবন্ধক হোক) ॥২॥ যে শত্রুগণ বর্মযুক্ত (অর্থাৎ শস্ত্রবারক কবচের দ্বারা যুক্ত), যারা অবর্মিত (অর্থাৎ বর্মরহিত) এবং যে শত্রুগণ বর্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন শস্ত্র-নিবারকে (প্রকরণে) আচ্ছাদিত, হে অর্বুদি! তারা সকলে তোমার দ্বারা হত হয়ে ভূমিতে নিপাতিত হোক এবং কুক্কুর শৃগাল ইত্যাদি শ্বাপদগণ তাদের ভক্ষণ করুক (অদন্তু) ॥৩॥ যে শত্রুগণ রথারূঢ় (রথিনঃ), যারা রথরহিত (অরথাঃ), যারা পদাতিক (অর্থাৎ অশ্ব ইত্যাদি যানরহিত) এবং যারা অশ্বারূঢ়, হে অর্বুদি! তোমার প্রসাদে আমাদের দ্বারা হত সেই সকল

শত্রুকে গৃধ্র, শ্যেন ইত্যাদি পক্ষীগণ নখ ও তুণ্ডের দ্বারা বিদারণ করুক। (অর্থাৎ বিদারণ পূর্বক ভক্ষণ করুক—এটাই বক্তব্য) ॥ ৪ ॥ শত্রুসম্বন্ধিনী সেনাগণ (আমিত্রী বা শাত্রবী) আমাদের সেনাগণের হননসাধন আয়ুধের সঙ্গমনে (সমরে) বিবিধ শস্ত্রপাতের দ্বারা আহত হয়ে অসংখ্যাত শবযুক্ত হয়ে কুৎসিত বা বিলোল আকৃতিসম্পন্ন হোক ॥ ৫ ॥ শোভনপতন (সুপর্ণৈঃ) শরে মর্মবিদ্ধ হয়ে (অর্থাৎ স্তনমূল ইত্যাদি স্থানে বিধ্যমান হয়ে) মর্মান্তিক দুঃখে পূরিত ও চূর্ণীকৃত অঙ্গে আর্তরব উৎসারণকারী ভূমিতে শায়িত শত্রুকে কুক্কুরশৃগাল ইত্যাদি শ্বাপদগণ ভক্ষণ করুক। যে শত্রু আমাদের সম্বন্ধিনী এই পৃষদাজ্যের দ্বারা হূয়মান আহুতিকে প্রতিনিবৃত্তিগতি করার নিমিত্ত যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে তারাও এইভাবে ভক্ষিত হোক ॥ ৬ ॥ যে পৃষদাজ্যাহুতি বজ্র উৎপাদনের নিমিত্ত দেবগণ অনুষ্ঠিত করেছেন, যে আহুতিতে অমোঘ বীর্যতা বিদ্যমান (অর্থাৎ যাতে অপ্রহিত শক্তি বিদ্যমান), যে আহুতির দ্বারা উৎপাদিত ত্রিসন্ধিসম্পন্ন (অর্তাৎ সন্ধিত্রয়োপেত) বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে নিহত করেছিলেন, সেই বজ্রের দ্বারা আমাদের শত্রুগণ হনন প্রাপ্ত হোক (হিনস্তু) ॥ ৭ ॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটিও পূর্ববর্তী সূক্তের ন্যায় শত্রজয় কর্মে বিনিযুক্ত হয়ে থাকে॥ (১১কা. ৫অ. ৬সূ.) ॥

॥ ইতি একাদশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

Scanned with CamScanner

দ্বাদশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ভূমিসূক্তম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : ভূমি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, অষ্টি, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥ ১॥
অসম্বাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং বহু।
নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ ॥ ২॥
যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।
যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু ॥ ৩॥
যস্যাশ্চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূবুঃ।
যা বিভর্তি বহুধা প্রাণদেজৎ সা নো ভূমির্গোষ্বপ্যন্নে দধাতু ॥ ৪॥
যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্।
গবামশ্বানাং বয়সশ্চ বিষ্ঠা ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু ॥ ৫॥
বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥ ৬॥
যাং রক্ষন্ত্যস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা ভূমিং পৃথিবীমপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা ॥ ৭॥
যার্ণবেঽধি সলিলমগ্র আসীৎ যাং মায়াভিরন্বচরন্ মনীষিণঃ।
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ৎসত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ।
সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলং রাষ্ট্রে দধাতূত্তমে ॥ ৮॥
যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা ॥ ৯॥
যামশ্বিনাবমিমাতাং বিষ্ণুর্যস্যাং বিচক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্র আত্মনেঽনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ ॥ ১০॥
গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং ধ্রুবং ভূমিং পৃথিবীমিন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতোঽধ্যষ্ঠাং পৃথিবীমহম্ ॥ ১১॥

Scanned with CamScanner

যৎ তে মধ্যং পৃথিবি যচ্চ নভ্যং যাস্ত উর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু ॥ ১২॥
যস্যাং বেদিং পরিগৃহ্ণন্তিভূম্যাং যস্যাং যজ্ঞং তন্বতে বিশ্বকর্মাণঃ।
যস্যাং মীয়ন্তে স্বরবঃ পৃথিব্যামূর্দ্ধ্বাঃ শুক্রা আহুত্যাঃ পুরস্তাৎ।
সা নো ভুমির্বর্ধয়ৎ বর্ধমানা ॥ ১৩॥
যো নো দ্বেষৎ পৃথিবী যঃ পৃতন্যাৎ যোঽভিদাসান্মনসা যো বধেন।
তং নো ভূমে রন্ধয় পূর্বকৃত্বরি ॥ ১৪॥
ত্বজ্জাতাস্ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদঃ।
তবেমে পৃথিবি পঞ্চ মানবা যেভ্যো জ্যোতিরমৃতং
মর্ত্যেভ্য উদান্‌ৎসূর্যো রশ্মিভিরাতনোতি ॥ ১৫॥
তা নঃ প্রজাঃ সং দুহ্রতাং সমগ্রা বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্ ॥ ১৬॥
বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা ॥ ১৭॥
মহৎ সধস্থং মহতী বভূবিথ মহান্ বেগ এজথুর্বেপথুষ্টে।
মহাংস্ত্বেন্দ্রো রক্ষত্যপ্রমাদম্।
সা নো ভূমে প্র রোচয় হিরণ্যস্যের সন্দৃশি মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ১৮॥
অগ্নির্ভূম্যামোষধীম্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।
অগ্নিরন্তঃ পুরুষেষু গোম্বশ্বেম্বগ্নয়ঃ ॥ ১৯॥
অগ্নির্দিব আ তপত্যগ্নের্দেবস্যোর্বন্তরিক্ষম্।
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্ ॥ ২০॥
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞূস্ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু ॥ ২১॥
ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যমরঙ্কৃতম্।
ভূম্যাং মনুষ্যা জীবন্তি স্বধয়ান্নেন মর্ত্যাঃ।
সা নো ভূমিঃ প্রাণমায়ুর্দধাতু জরদষ্টিৎ মা পৃথিবী কৃণোতু ॥ ২২॥
যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৩॥
যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৪॥
যস্তে গন্ধঃ পুরুষেষু স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ।
যো অশ্বেষু বীরেষু যো মৃগেযূত হস্তিষু।
কন্যায়াং বর্চো যৎ ভূমে তেনাস্মাঁ অপি সং সৃজ মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥ ২৫॥

Scanned with CamScanner

শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ সা ভূমিঃ সন্ধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ ॥ ২৬॥
যস্যাং বৃক্ষা বানস্পত্যা ধ্রুবাস্তিষ্ঠন্তি বিশ্বহা।
পৃথিবীং বিশ্বধায়সং ধৃতামচ্ছাবদামসি.॥ ২৭॥
উদীরাণা উতাসীনাস্তিষ্ঠন্তঃ প্রক্রামন্তঃ।
পদ্ভ্যাং দক্ষিণসব্যাভ্যাং মা ব্যথিষ্মহি ভূম্যাম্ ॥ ২৮॥
বিমৃগ্বরীং পৃথিবীমা বদামি ক্ষমাং ভূমিং ব্রহ্মণা বাবৃধানাম্।
ঊর্জ্জং পুষ্টং বিভ্রতীমন্নভাগং ঘৃতং ত্বাভি নি ষীদেম ভূমে ॥ ২৯॥
শুদ্ধা ন আপস্তন্বে ক্ষরন্তু যো নঃ সেদুরপ্রিয়ে তং নি দধ্মঃ।
পবিত্রেণ পৃথিবী মোৎ পুনামি ॥ ৩০॥
যাস্তে প্রাচীঃ প্রদিশো যা উদীচীর্যাস্তে ভূমে অধরাৎ যাশ্চ পশ্চাৎ।
স্যোনাস্তা মহ্যং চরতে ভবন্তু মা নি পপ্তং ভুবনে শিশ্রিয়াণঃ ॥ ৩১॥
মা নঃ পশ্চান্মা পুরস্তান্নুদিষ্ঠা মোত্তরাদধরাদুত।
স্বস্তি ভূমে নো ভব মা বিদন্ পরিপন্থিনো বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৩২॥
যাবৎ তেঽভি বিপশ্যামি ভূমে সূর্যেণ মেদিনা।
তাবন্মে চক্ষুর্মা মেষ্টোত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ৩৩॥
যচ্ছয়ানঃ পর্যাবর্তে দক্ষিণং সব্যমভি ভূমে পার্শ্বম্।
উত্তানাস্ত্বা প্রতীচীং যৎ পৃষ্টীভিরধিশেমহে।
মা হিংসীস্তত্র নো ভূমে সর্বস্য প্রতিশীবরি ॥ ৩৪॥
যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি মা তে হৃদয়মর্পিপম্ ॥ ৩৫॥
গ্রীষ্মস্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্ ॥ ৩৬॥
যাপ সর্পং বিজমানা বিমৃগ্বরী যস্যামাসন্নগ্নয়ো যে অপ্স্বন্তঃ।
পরা দস্যূন্ দদতী দেবপীয়ূনিন্দ্রং বৃণানা পৃথিবী ন বৃত্রম্।
শক্রায় দধ্রে বৃষভায় বৃষ্ণে ॥ ৩৭॥
যস্যাং সদোহবির্ধানে যূপো যস্যাং নিমীয়তে।
ব্রহ্মাণো যস্যামর্চন্ত্যৃগ্‌ভিঃ সাম্না যজুর্বিদঃ।
যুজ্যন্তে যস্যামৃত্বিজঃ সোমমিন্দ্রায় পাতবে ॥ ৩৮॥
যস্যাং পূর্বে ভূতকৃত ঋষয়ো গা উদানৃচুঃ।
সপ্ত সত্রেণ বেধসো যজ্ঞেন তপসা সহ ॥ ৩৯॥
সা নো ভূমিরা দিশতু যদ্ধনং কাময়ামহে।
ভগো অনুপ্রযুঙ্‌ক্তামিন্দ্র এতু পুরোগবঃ ॥ ৪০॥

Scanned with CamScanner

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নানসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু ॥ ৪১॥
যস্যামন্নং ব্রীহিযবৌ যস্যা ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।
ভূম্যৈ পর্জন্যপত্ন্যৈ নমোঽস্তু বর্ষমেদসে ॥ ৪২॥
যস্যাঃ পুরো দেবকৃতাঃ ক্ষেত্রে যস্যা বিকুর্বতে।
প্রজাপতিঃ পৃথিবীং বিশ্বগর্ভামাশামাশাং রণ্যাং নঃ কৃণোতু ॥ ৪৩॥
নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু মণিং হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু সুমনস্যমানা ॥ ৪৪॥
জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্।
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং ধ্রুবেব ধেনুরনপস্ফুরন্তী ॥ ৪৫॥
যস্তে সর্পো বৃশ্চিকস্তৃষ্টদংশমা হেমন্তজব্ধো ভৃমলো গুহা শয়ে।
ক্রিমির্জিন্বৎ পৃথিবী যদ্যদেজতি প্রাবৃষি তন্নঃ সর্পন্মোপ
সৃপদ্ যচ্ছিবং তেন নো মৃড় ॥ ৪৬॥
যে তে পন্থানো বহবো জনায়না রথস্য বর্ত্মানসশ্চ যাতবে।
যৈঃ সঞ্চরন্ত্যুভয়ে ভদ্রপাপাস্তং পন্থানং জয়েমানমিত্রমতস্করং
যচ্ছিবং তেন নো মৃড় ॥ ৪৭॥
মল্বং বিভ্রতী গুরুভৃৎ ভদ্রপাপসা নিধনং তিতিক্ষুঃ।
বরাহেণ পৃথিবী সংবিদানা সূকরায় বি জিহীতে মৃগায় ॥ ৪৮॥
যে ত আরণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতাঃ সিংহা ব্যাঘ্রাঃ পুরুষাদশ্চরন্তি।
উলং বৃকং পৃথিবি দুচ্ছুনামিত ঋক্ষীকাং রক্ষো অপ বাধয়াস্মৎ ॥ ৪৯॥
যে গন্ধর্বা অপ্সরসো যে চারায়াঃ কিমীদিনঃ।
পিশাচান্‌ৎসর্বা রক্ষাংসি তানস্মৎ ভূমে যাবয় ॥ ৫০॥
যাং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সম্পতন্তি হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
যস্যাং বাতো মাতরিশ্বেয়তে রজাংসি কৃন্বংশ্চ্যাবয়ংশ্চ বৃক্ষান্।
বাতস্য প্রবামুপবামনু বাত্যর্চিঃ ॥ ৫১॥
যস্যাং কৃষ্ণমরুণং চ সংহিতে অহোরাত্রে বিহিতে ভূম্যামধি।
বর্ষেণ ভূমিঃ পৃথিবী বৃতাবৃতা সা নো দধাতু ভদ্রয়া প্রিয়ে ধামনিধামনি ॥ ৫২॥
দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ মে ব্যচঃ।
অগ্নিঃ সূর্য আপো মেধাং বিশ্বে দেবাশ্চ সং দদুঃ ॥ ৫৩॥
অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডাশামাশাং বিষাসহিঃ ॥ ৫৪॥

Scanned with CamScanner

অদো যৎ দেবি প্রথমানা পুরস্তাৎ দেবৈরুক্তা ব্যসর্পো মহিত্বম্।
আ ত্বা সুভূতমবিশৎ তদানীমকল্পয়থাঃ প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥ ৫৫॥
যে গ্রামা যদরণ্যং যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্তেষু চারু বদেম তে ॥ ৫৬॥
অশ্ব ইব রজো দুধুবে বি তান্ জনান্ য আক্ষিয়ন্ পৃথিবীং যাদজায়ত।
মন্দ্রাগ্রেত্বরী ভুবনস্য গোপা বনস্পতীনাং গৃভিরোষধীনাম্ ॥ ৫৭॥
যৎ বদামি মধুমৎ তৎ বদামি যদীক্ষে তৎ বনন্তি মা।
ত্বিষীমানস্মি জূতিমানবান্যান্ হন্মি দোধতঃ ॥ ৫৮॥
শন্তিবা সুরভিঃ স্যোনা কীলালোঘ্নী পয়স্বতী।
ভূমিরধি ব্রবীতু মে পৃথিবী পয়সা সহ ॥ ৫৯॥
যামন্বৈচ্ছদ্ধবিষা বিশ্বকর্মান্তরর্ণবে রজসি প্রবিষ্টাম্।
ভুজিষ্যং পাত্রং নিহিতং গুহা যদাবির্ভোগে অভবন্মাতৃমদ্ভ্যঃ ॥ ৬০॥
ত্বমস্যাবপনী জনানামদিতিঃ কামদুঘা পপ্রথানা।
যৎ তে ঊনং তৎ ত আ পূরয়াতি প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য ॥ ৬১॥
উপস্থাস্তে অনমীবা অযক্ষ্মা অস্মভ্যং সন্তু পৃথিবি প্রসূতাঃ।
দীর্ঘং ন আয়ুঃ প্রতিবুধ্যমানা বয়ং তুভ্যং বলিহৃতঃ স্যাম ॥ ৬২॥
ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ॥ ৬৩॥

বঙ্গানুবাদ — ব্রহ্ম, তপ, সত্য, যশ, দীক্ষা, বৃহৎ জল—পৃথিবীর ধারক। জীবন-পালনকর্ত্রী পৃথিবী আমাদের স্থান প্রদান করুন। সর্বসাধন-সামর্থ-সম্পন্না পৃথিবী আমাদের কামনা পূর্ণ করুন। পৃথিবী আমাদের গো ও অন্নযুক্ত করুন। জগৎ সংসারের আশ্রয়ভূত অগ্নির ধারয়িত্রী পৃথিবী আমাদের কৃষিজাত নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রদান করুন। দেবরক্ষিত পৃথিবী আমাদের রাষ্ট্রবল, মধুর-ধন এবং তেজঃ ও ঐশ্বর্য প্রদান করুন।....যে পৃথিবীকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নির্মাণ করেছিলেন, যাঁর উপর বিষ্ণুদেব বিক্রমণ করেছিলেন, ইন্দ্র যাঁকে আপন অধিকারভুক্ত ক'রে শত্রুহীন করেছিলেন, সেই পৃথিবী, মাতা কর্তৃক পুত্রকে দুগ্ধ পান করানোর মতো, আমাদের সার রূপ জল প্রদান করুন। পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই আমার সুখপ্রদ হোক। আমি বহু-রত্ন-শালিনী ইন্দ্রগুপ্তা পৃথিবীতে ক্ষয়রহিত ও পরাজয়রহিত হয়ে যেন সদা প্রতিষ্ঠিত থাকি। আমাদের শত্রুগণ পৃথিবী কর্তৃক বিনষ্ট হোক সূর্য-রশ্মিসমূহ আমাদের নিমিত্ত প্রজা (সন্তান) ও মৃদুল বানীকে দোহন করুক। পৃথিবীর সকল দিক আমাকে বিচরণ-শক্তি প্রদান করুক, পৃথিবী সকল দিক হ'তে আমাকে রক্ষা করুন।...যে পৃথিবী ইন্দ্রকে বরণ করেছিলেন, যিনি বীর্যবানের অধীনে অবস্থান করেন, যাঁর উপর বেদমন্ত্রের ধ্বনি (বা গান) উৎসারিত হয়, যেস্থানে সোমপান হয়, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, দেবপূজন হয়, সেই পৃথিবী আমাদের অভীষ্ট ধন প্রদান করুন।....হে পৃথিবী! গ্রাম, জঙ্গল, সভা, যুদ্ধ-মন্ত্রণা, যুদ্ধ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই আমরা তোমার বন্দনা করছি। ...হে পৃথিবীমাতা! আমরা তোমাকে হবিঃ প্রদান করছি! আমরা যেন রোগরহিত হই, দীর্ঘায়ু হই, মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত থাকি।

Scanned with CamScanner

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — পৃথিবীসূক্তং এতৎ। অস্মিন্ পৃথিব্যাঃ প্রভূতং নিসর্গবর্ণনং। কতিচিৎ পৌরাণিকীঃ কথাশ্চানুলক্ষ্য বর্ণনং। বহুবারং চ ঋষিঃ পৃথিবীং বরান্ প্রার্থয়েতে। সম্প্রদায়ানুসারেণ তু সূক্তং বহুবিধং বিনিযুজ্যতে। তদ্যথা 'সত্যং বৃহৎ' ইত্যানুবাকো বাস্তোষ্পত্যগণে পঠিত। অস্য গণস্য বিনিয়োগঃ 'ইহৈব ধ্রুবাং' (৩কা. ১২সূ.) ইতি সূক্তে দ্রষ্টব্যঃ।...ইত্যাদি॥ (১২কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি ভূমিসূক্ত (বা পৃথিবীসূক্ত) নামে অভিহিত। এতে পৃথিবীর বহু নিসর্গ বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে কোন কোন পৌরাণিকী কথার সূত্র লক্ষ্য করা যায়। ঋষিগণ বহুবার পৃথিবীর নিকট বর প্রার্থনা করেছেন। সম্প্রদায় অনুসারে এই সূক্তের বহুবিধ বিনিয়োগ হয়ে থাকে। এই অনুবাকটি বাস্তোষ্পত্যগণে পঠিত হয় এবং তার বিনিয়োগ 'ইহৈব ধ্রুবং' (৩কা, ৩অ. ২সূ.) সূক্তে দ্রষ্টব্য। তথা 'সীরা যুঞ্জতি' (৩কা. ৪অ. ২সূ.) সূক্তে সবিস্তারে বর্ণনা আছে যে, উপর্যুক্ত অনুবাকটি কৃষিকর্মেও বিনিযুক্ত হয়। এ ছাড়া চরু প্রস্তুত করণে, হোম সম্পাদনে, তৃণময় প্রস্তরণ আস্তীর্ণে, মহা শান্তি প্রতিষ্ঠাপনে, পুষ্টিকামনায়, পুত্রধন ইত্যাদির প্রাপ্তির নিমিত্তে, মণিহিরণ্য ইত্যাদি কামনায়, গ্রামপত্তন ইত্যাদি রক্ষার্থে, ভূমিচলনে, প্রায়শ্চিত্তে, সোমযজ্ঞে দীক্ষিতনিয়মে মূত্রপুরীষ শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে এই অনুবাকের বিনিয়োগ কৌশিক সূত্রে, বৈতানে এবং নক্ষত্রকল্পে নির্দিষ্ট আছে॥ (১২কা. ১অ. ১সূ.)॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ভূমিসূক্তম্

[ঋষি : ভৃগু। দেবতা : অগ্নি, মৃত্যু ও মন্ত্রোক্তা। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, জগতী, বৃহতী, গায়ত্রী]

নডমা রোহ ন তে অত্র লোক ইদং সীসং ভাগধেয়ং ত এহি।
যো গোষু যক্ষ্মঃ পুরুষেষু যক্ষ্মস্তেন ত্বং সাকমধরাঙ্ পরেহি॥ ১॥
অঘশংসদুঃশংসাভ্যাং করেণানুকরেণ চ।
যক্ষ্মং চ সর্বং তেনেতো মৃত্যুং চ নিরজামসি॥ ২॥
নিরিতো মৃত্যুং নির্ঋতিং নিররাতিমজামসি।
যো নো দ্বেষ্টি তমদ্ধ্যগ্নে অক্রব্যাৎ যমু
দ্বিষ্মস্তমু তে প্র সুবামসি॥ ৩॥
যদ্যগ্নিঃ ক্রব্যাদ্ যদি বা ব্যাঘ্র ইমং গোষ্ঠং প্রবিবেশান্যোকাঃ।
তং মাষাজ্যং কৃত্বা প্র হিণোমি দূরং স গচ্ছত্বপ্সুষদোঽপ্যগ্নীন্॥ ৪॥
যৎ ত্বা ক্রুদ্ধাঃ প্রচক্রুর্মন্যুনা পুরুষে মৃতে।
সুকল্পমগ্নে তৎ তয়া পুনস্ত্বোদ্দীপয়ামসি॥ ৫॥
পুনস্ত্বাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ পুনর্বহ্মা বসুনীতিরগ্নে।
পুনস্ত্বা ব্রহ্মণস্পতিরাধাদ্ দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায়॥ ৬॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ প্রবিবেশ নো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দূরং স ঘর্মমিন্ধাং পরমে সধস্থে॥ ৭॥

Scanned with CamScanner

ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহায়মিতরো জাতবেদা দেবো দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ৮॥
ক্রব্যাদমগ্নিমিষিতো হরামি জনান্ দৃংহন্তং বজ্রেণ মৃত্যুম্।
নি তং শাস্মি গার্হপত্যেন বিদ্বান্ পিতৃণাং
লোকেঽপি ভাগো অস্তু ॥ ৯॥
ক্রব্যাদমগ্নিং শশমানমুক্থ্যং প্র হিণোমি পথিভিঃ পিতৃযাণৈঃ।
মা দেবযানৈঃ পুনরা গা অত্রৈবৈধি পিতৃষু জাগৃহি ত্বম্ ॥ ১০॥
সমিন্ধতে সঙ্কসুকং স্বস্তয়ে শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
জহাতি রিপ্রমত্যেন এতি সমিদ্ধো অগ্নিঃ সুপুনা পুনাতি ॥ ১১॥
দেবো অগ্নিঃ সঙ্কসুকো দিবস্পৃষ্ঠান্যারুহৎ।
মুচ্যমানো নিরেণসোঽমোগস্মাঁ অশস্ত্যাঃ ॥ ১২॥
অস্মিন্ বয়ং সঙ্কসুকে অগ্নৌ রিপ্রাণি মৃজ্মহে।
অভূম যজ্ঞিয়াঃ শুদ্ধাঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ ॥ ১৩॥
সঙ্কসুকো বিকসুকো নির্ঋথো যশ্চ নিস্বরঃ।
তে তে যক্ষ্মং সবেদসো দূরাদ্ দূরমনীনশন্ ॥ ১৪॥
যো নো অশ্বেষু বীরেষু যো নো গোষ্বজাবিষু।
ক্রব্যাদং নির্ণুদামসি যো অগ্নির্জনয়োপনঃ ॥ ১৫॥
অন্যেভ্যস্ত্বা পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যস্ত্বা।
নিঃ ক্রব্যাদং নুদামসি যো অগ্নির্জীবিতয়োপনঃ ॥ ১৬॥
যস্মিন্ দেবা অমৃজত যস্মিন্মনুষ্যা উত।
তস্মিন্ ঘৃতস্তাবো মৃষ্ট্বা ত্বমগ্নে দিবং রুহ ॥ ১৭॥
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত স নো মাভ্যপক্রমীঃ।
অত্রৈব দীদিহি দ্যবি জোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥ ১৮॥
সীসে মৃড্ঢ্বং নড়ে মৃড্ঢ্বমগ্নৌ সঙ্কসুকে চ যৎ।
অথো অব্যাং রামায়াং শীর্ষক্তিমুপবর্হণে ॥ ১৯॥
সীসে মলং সাদয়িত্বা শীর্ষক্তিমুপবর্হণে।
অব্যামসিক্ন্যাং মৃষ্ট্বা শুদ্ধা ভবত যজ্ঞিয়াঃ ॥ ২০॥
পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থাং যস্ত এষ ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমীহেমে বীরা বহবো ভবন্তু ॥ ২১॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাঞ্চো অগাম নৃতয়ে হসায় সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ২২॥
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতম্।
শতং জীবন্তঃ শরদঃ পুরুচীস্তিরো মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ২৩॥

Scanned with CamScanner

আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি স্থ।
তান্ বস্ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষাঃ সর্বমায়ুর্নয়তু জীবনায় ॥ ২৪ ॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথর্তব ঋতুভির্যন্তি সাকম্।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাম্ ॥ ২৫ ॥
অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বং বীরয়ধ্বং প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহীত যে অসন্ দুরেবা অনমীবানুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ২৬ ॥
উত্তিষ্ঠতা প্র তরতা সখায়োঽশ্মন্বতী নদী স্যন্দত ইয়ম্।
অত্রা জহীত যে আসন্নশিবাঃ শিবান্ৎস্যোনানুত্তরেমাভি বাজান্ ॥ ২৭ ॥
বৈশ্বদেবীং বর্চস আ রভধ্বং শুদ্ধা ভবন্তঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ।
অতিক্রামন্তো দুরিতা পদানি শতং হিমাঃ সর্ববীরা মদেম ॥ ২৮ ॥
উদীচীনৈঃ পথিবিভর্বায়ুমদ্ভিরতিক্রামন্তোঽবরান্ পরেভিঃ।
ত্রিঃ সপ্ত কৃত্ব ঋষয়ঃ পরেতা মৃত্যু প্রত্যৌহন্ পদয়োপনেন ॥ ২৯ ॥
মৃত্যোঃ পদং যোপয়ন্ত এত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আসীনা মৃত্যু নুদতা সধস্থেঽথ জীবাসো বিদথমা বদেম ॥ ৩০ ॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং স্পৃশন্তাম্।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আ রোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৩১ ॥
ব্যাকরোমি হবিষাহমেতৌ তৌ ব্রহ্মণা ব্যহং কল্পয়ামি।
স্বধাং পিতৃভ্যো অজরাং কৃণোমি দীর্ঘেণায়ুষা সমিমান্ৎসৃজামি ॥ ৩২ ॥
যো নো অগ্নিঃ পিতরো হৃৎস্বন্তরাবিবেশামৃতো মর্ত্যেষু।
ময্যহং তং পরি গৃহ্ণামি দেবং মা সো অস্মান্ দ্বিক্ষত মা বয়ং তম্ ॥ ৩৩ ॥
অপাবৃত্য গার্হপত্যাৎ ক্রব্যাদা প্রেত দক্ষিণা।
প্রিয়ং পিতৃভ্য আত্মনে ব্রহ্মভ্যঃ কৃণুতা প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
দ্বিভাগধনমাদায় প্র ক্ষিণাত্যবর্ত্যা।
অগ্নিঃ পুত্রস্য জ্যেষ্ঠস্য যঃ ক্রব্যাদনিরাহিতঃ ॥ ৩৫ ॥
যৎ কৃষতে যদ্ বনুতে যচ্চ বস্নেন বিন্দতে।
সর্বং মর্ত্যস্য তন্নাস্তি ক্রব্যাচ্চেদনিরাহিতঃ ॥ ৩৬ ॥
অযজ্ঞিয়ো হতবর্চা ভবতি নৈনেন হবিরত্তবে।
ছিনত্তি কৃষ্যা গোর্ধনাদ্ যং ক্রব্যাদনুবর্ততে ॥ ৩৭ ॥
মুহুর্গৃধ্যৈঃ প্র বদত্যার্তিং মর্তো নীত্য।
ক্রব্যাৎ যানগ্নিরন্তিকাদনুবিদ্বান্ বিতাবতি ॥ ৩৮ ॥
গ্রাহ্যা গৃহাঃ সং সৃজ্যন্তে স্ত্রিয়া যন্ম্রিয়তে পতিঃ।
ব্রহ্মৈব বিদ্বানেষ্যো যঃ ক্রব্যাদং নিরাদধৎ ॥ ৩৯ ॥

Scanned with CamScanner

যৎ রিপ্রং শমলং চকৃম যচ্চ দুষ্কৃতম্।
আপো মা তস্মাচ্ছুম্ভন্ত্বগ্নেঃ সঙ্কসুকাচ্চ যৎ ॥ ৪০॥
তা অধরাদুদীচীরাববৃত্রন্ প্রজানতীঃ পথিভির্দেবযানৈঃ।
পর্বতস্য বৃষভস্যাধি পৃষ্ঠে নবাশ্চরন্তি সরিতঃ পুরাণীঃ ॥ ৪১॥
অগ্নে অক্রব্যান্নিঃ ক্রব্যাদং নুদা দেবযজনং বহ ॥ ৪২॥
ইমং ক্রব্যাদা বিবেশায়ং ক্রব্যাদমন্বগাৎ।
ব্যাঘ্রৌ কৃত্বা নানানং তং হরামি শিবাপরম্ ॥ ৪৩॥
অন্তর্ধির্দেবানাং পরিধির্মনুষ্যাণামগ্নির্গার্হপত্য উভয়ানন্তরা শ্রিতঃ ॥ ৪৪॥
জীবানামায়ুঃ প্র তির ত্বমগ্নে পিতৃণাং লোকমপি গচ্ছন্তু যে মৃতাঃ।
সুগার্হপত্যো বিতপন্নরাতিমুষামুষাং শ্রেয়সীং ধেহ্যস্মৈ ॥ ৪৫॥
সর্বানগ্নে সহমানঃ সপত্নানৈষামূর্জং রয়িমস্মাসু ধেহি ॥ ৪৬॥
ইমমিন্দ্রং বহ্নিং পপ্রিমন্বারভধ্বং স বো নির্বক্ষদ্ দুরিতাদবদ্যাৎ।
তেনাপ হত শরুমাপতন্তং তেন রুদ্রসা পরি পাতাস্তাম্ ॥ ৪৭॥
অনড্বাহং প্লবমন্বারভধ্বং স বো নির্বক্ষদ্ দুরিতাদবদ্যাৎ।
আ রোহত সবিতুর্নাবমেতাং ষড়্ভিরুর্বীভিরমতিং তরেম ॥ ৪৮॥
অহোরাত্রে অন্বেষি বিভ্রৎ ক্ষেম্যস্তিষ্ঠন্ প্রতরণঃ সুবীরঃ।
অনাতুরান্ৎসুমনসস্তল্প বিভ্রজ্জ্যোগেব নঃ পুরুষগন্ধিরেধি ॥ ৪৯॥
তে দেবেভ্য আ বৃশ্চন্তে পাপং জীবন্তি সর্বদা।
ক্রব্যাদ্ যানগ্নিরন্তিকাদশ্ব ইবানুবপতে নড়ম্ ॥ ৫০॥
যেঽশ্রদ্ধা ধনকাম্যা ক্রব্যাদা সমাসতে।
তে বা অন্যেষাং কুম্ভীং পর্যাদধতি সর্বদা ॥ ৫১॥
প্রেব পিপতিষতি মনসা মুহুরা বর্ততে পুনঃ।
ক্রব্যাৎ যানগ্নিরন্তিকাদনুবিদ্বান্ বিতাবতি ॥ ৫২॥
অবিঃ কৃষ্ণা ভাগধেয়ং পশূনাং সীসং ক্রব্যাদপি চন্দ্রং ত আহুঃ।
মাষাঃ পিষ্টা ভাগধেয়ং তে হব্যমরণ্যান্যা গহ্বরং সচস্ব ॥ ৫৩॥
ইষীকাং জরতীমিষ্ট্বা তিল্পিঞ্জং দন্ডনং নড়ম্।
তমিন্দ্র ইধ্মং কৃত্বা যমস্যাগ্নিং নিরাদধৌ ॥ ৫৪॥
প্রত্যঞ্চমর্কং প্রত্যর্পয়িত্বা প্রবিদ্বান্ পন্থাং বি হ্যাবিবেশ।
পরামীষামসূন্ দিদেশ দীর্ঘেণায়ুষা সমিমান্ৎসৃজামি ॥ ৫৫॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! মনুষ্য ও পশুগণের যক্ষ্মা দূর করো, পাপ ও দুর্ভাবনা দূর করো। আমরা শত্রুগণকে, নির্ঋতিকে ও মৃত্যুকে দূর করছি।...আমি ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) অগ্নিকে দূর করছি। জাতবেদা অগ্নি এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেবতাগণের নিমিত্ত হবিঃ বহন করুন। গার্হপত্য অগ্নি পিতৃগণের ভাগ গ্রহণপূর্বক তাঁদের লোকে স্থিত হোক। হে ক্রব্যাদ অগ্নি! তুমি পিতৃযান মার্গের

দ্বারা প্রবৃদ্ধ হও এবং সেই স্থানে থাকো। পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়ো না। পবিত্রতাপ্রদ অগ্নিদেব শুদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত যখন শবভক্ষক অগ্নিকে (শবাগ্নিকে) প্রদীপ্ত করছেন, তখন তিনি আপন পাপকে ত্যাগ করছেন;...ক্রব্যাদ অগ্নি পশুগণে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁকে দূর করছি। হে পুরুষগণ! শিরোরোগকে তাকিয়ায় (বালিশে) স্থাপন করো এবং নড়ঘাসের (অর্থাৎ নলতৃণের) দ্বারা দূর করো। হে মৃত্যু! তুমি দেবমার্গ হ'তে নিম্নমার্গে গমন করো। আমাদের মন্ত্র (বা বাণী) মৃত্যু দূর-করণশালিনী শক্তির সাথে যুক্ত হোক। হে মনুষ্য! তুমি আপন মৃত্যুকে প্রস্তরাঘাতে দমন করো—মন্ত্র-কবচ ধারণ করো, শত বৎসরের আয়ু লাভ করো। ত্বষ্টা তোমাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। এই পাষাণ নদী উত্তীর্ণ হও, পাপসমূহকে এই নদীতেই নিক্ষেপ করো। হে অগ্নি! শুদ্ধ হওয়ার কালে দেবস্তবন করো। আমরা শত হেমন্ত পর্যন্ত যেন সন্তন-সম্পন্ন থাকি। মৃত্যুর লক্ষ্যকে ভ্রমিত-করণশালী ঋষি পূর্ণায়ু হয়ে থাকেন; তুমিও মৃত্যুকে বিতাড়িত করো। এই স্ত্রীলোকগণ সুন্দর পতির সাথে যুক্ত থাকুক, যেন বিধবা না হয়, অলঙ্কারসমূহ ধারণ করুক, সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত মনুষ্যযোনিতেই থাকুক। আমি এদের দীর্ঘায়ু ক'রে দিচ্ছি। হে পিতৃগণ! হৃদয়ে ব্যাপ্ত অগ্নি আমাদের এবং আমরা যেন তাঁকে দ্বেষ না ক'রি। যে জন ক্রব্যাদ অগ্নিকে ত্যাগ না করে, সে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে, যজ্ঞের অধিকারী থাকে না, তার তেজঃ ও ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যায়। হে অগ্নিদেব! তুমি ক্রব্যাদকে (ক্রব্যাদ অগ্নিকে) আমাদের নিকট হ'তে দূর ক'রে দাও।—অগ্নিদেব সকল মনুষ্যের মধ্যে স্থিত আছেন, তিনি জীবিতগণের আয়ুকে বৃদ্ধি করুন। এই অগ্নির স্তুতি করো! তিনি তোমাদের পাপমুক্ত করুন, কল্যাণপ্রদ হয়ে পুত্র-পৌত্র ইত্যাদির সাথে যুক্ত করুন। হে অগ্নিদেব! তোমার আরাধনা সরল, তুমি আমাদের নীরোগ রেখে থাকো। ধনেচ্ছার দ্বারা যে জন ক্রব্যাদ অগ্নির সেবা করে, সে বিফল হয়, অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই অগ্নির ভাগ হলো কৃষ্ণ ছাগ বা মেষ, সীসা ও চন্দ্রমা এবং হব্য হলো পিষ্ট (পেষাই করা) কলাই (ডাল)। বিদ্বান ব্যক্তি গার্হপত্য অগ্নি তথা সূর্যকে অর্পিত হয়ে দেবযান মার্গে প্রবিষ্ট হয়, আদি সেই যজমানকে চিরায়ুষ্মান্ ক'রে দিচ্ছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ক্রব্যাৎ নাম যোগ্নিস্তদ্বিষয়ং সূক্তং এতৎ। ত্রয়োগ্নয়ো ভবতি। আমাৎক্রব্যাদ্ধব্যবাহ ইতি। আমং অপক্কং অত্তীতি আমাদ্ লৌকিকোগ্নিঃ 'যেনদং মনুষ্যাঃ পক্কাশন্তি' ইতি শতপথে (১/২/১/৪)। ক্রব্যং শবদাহে মাংসং অত্তীতি ক্রব্যাৎ ঘোরস্বরূপশ্চিতাগ্নিঃ 'যেন পুরুষং দহন্তি স ক্রব্যাৎ' ইতি তত্রৈব।...ইতাদি ॥ (১২কা. ২অ. ১সূ.) ॥

টীকা — ক্রব্যাদ নামক অগ্নি বিষয়ে এই সূক্ত। আমাদ, ক্রব্যাদ ও হব্যবাহ—এই তিন প্রকার অগ্নির মধ্যে আমাদ বা লৌকিক অগ্নি অপক্ক সামগ্রীকে পক্কন করে, অর্থাৎ মনুষ্যগণ এই অগ্নিতে পাকক্রিয়া (রন্ধন) করে, ক্রব্যাদ অগ্নি হলো মাংসভক্ষক অগ্নি বা ঘোরস্বরূপ চিতাগ্নি বা শবদাহকারী অগ্নি। হব্যবাহ বা হব্যবাট্ অগ্নি হলো যাগযোগ্য অগ্নি। আমাদ ও ক্রব্যাদ অগ্নি যাগযোগ্য নয়। এই সূক্তে সেই ক্রব্যাদ্ অগ্নির কথা বলা হয়েছে। ক্রব্যাদ অগ্নি শবমাংস ভক্ষণের সাথে সাথে ঘোরত্ব হেতু যক্ষ্মা ইত্যাদি বহু রোগ ও বহুরকমের মৃত্যু বহন করে। সুতরাং ক্রব্যাদ অগ্নিকৃত নানা আপদ (বিপদ), রোগ ও মৃত্যু পরিহারের নিমিত্ত এই সূক্তে প্রার্থনা জানানো হয়েছে। অবশ্য ক্রব্যাদ অগ্নি যেহেতু ঘোরস্বরূপ, সেইজন্য শত্রুমারণ কর্মে তার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আবার, গার্হপত্য অগ্নির নিকট ক্রব্যাদ অগ্নির বিনাশের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হয়েছে। এগুলি কৌশিক সূত্রের ৯ম অধ্যায় ৪র্থ কণ্ডিকায় বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত হয়েছে ॥ (১২কা. ২অ. ১সূ.) ॥

Scanned with CamScanner

◆◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : স্বর্গৌদনঃ

[ঋষি : যম। দেবতা : স্বর্গ, ওদন, অগ্নি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, বৃহতী, ধৃতি।]

পুমান্ পুংসোঽধি তিষ্ঠ চর্মেহি তত্র হ্বয়স্ব যতমা প্রিয়া তে।
যাবন্তাবগ্রে প্রথমং সমেয়থুস্তদ্ বাং বয়ো যমরাজ্যে সমানম্ ॥১॥
তাবৎ বাং চক্ষুস্ততি বীর্যাণি তাবৎ তেজস্ততিধা বাজিনানি।
অগ্নিঃ শরীরং সচতে যদৈধোঽধা পক্কান্মিথুনা সং ভবাথঃ ॥২॥
সমস্মিংল্লোকে সমু দেবযানে সংং স্মা সমেতং যমরাজ্যেষু।
পূতৌ পবিত্রৈরূপ তদ্ধ্বয়েথাং যদ্যদ্ রেতো অধি বাং সম্বভূব ॥৩॥
আপস্পুত্রাসো অভি সং বিশধ্বমিমং জীবং জীবধন্যাঃ সমেত্য।
তাসাং ভজধ্বমমৃতং যমাহুর্যমোদনং পচতি বাং জনিত্রী ॥৪॥
যং বাং পিতা পচতি যং চ মাতা বিপ্রান্নির্মুক্ত্যৈ শমলাচ্চ বাচঃ।
স ওদনঃ শতধারঃ স্বর্গ উভে ব্যাপ নভসী মহিত্বা ॥৫॥
উভে নভসী উভয়াংশ্চ লোকান্ যে যজ্বনামভিজিতাঃ স্বর্গাঃ।
তেষাং জ্যোতিষ্মান্ মধুমান্ যো অগ্রে তস্মিন্
পুত্রৈর্জরসি সং শ্রয়েথাম্ ॥৬॥
প্রাচীং প্রাচীং প্রদিশমা রভেথামেতং লোকং শ্রদ্দধানাঃ সচন্তে।
যৎ বাং পক্কং পরিবিষ্টমগ্নৌ তস্য গুপ্তয়ে দম্পতী সং শ্রয়েথাম্ ॥৭॥
দক্ষিণাং দিশমভি নক্ষমাণৌ পর্য্যাবর্তেথামভি পাত্রমেতৎ।
তস্মিন্ বাং যমঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ পক্কায় শর্ম বহুলং নি যচ্ছাৎ ॥৮॥
প্রতীচী দিশামিয়মিদ্ বরং যস্যাং সোমো অধিপা মৃড়িতা চ।
তস্যাং শ্রয়েথাং সুকৃতঃ সচেথামধা পক্কান্মিথুনা সং ভবাথঃ ॥৯॥
উত্তরং রাষ্ট্রং প্রজয়োত্তরাবদ্ দিশামুদীচী কৃণবন্নো অগ্রম্।
পাঙ্ক্তং ছন্দঃ পুরুষো বভূব বিশ্বৈর্বিশ্বাঙ্গৈঃ সহ সং ভবেম ॥১০॥
ধ্রুবেয়ং বিরাণ্নমো অস্তুস্যৈ শিবা পুত্রেভ্য উত মহ্যমস্তু।
সা নো দেব্যদিতে বিশ্ববার ইর্য ইব গোপা অভি রক্ষ পক্কম্ ॥১১॥
পিতেব পুত্রানভি সং স্বজস্ব নঃ শিবা নো বাতা ইহ বান্তু ভূমৌ।
যমোদনং পচতো দেবতে ইহ তং নস্তপ উত সত্যং চ বেত্তু ॥১২॥
যদ্যৎ কৃষ্ণঃ শকুন এহ গত্বাৎসরন্ বিষক্তং বিল আসসাদ।
যদ্বা দাস্যার্দ্রহস্তা সমঙ্ক্ত উলূখলং মুসলং শুম্ভতাপঃ ॥১৩॥

অয়ং গ্রাবা পৃথুবুধ্নো বয়োধাঃ পূতঃ পবিত্রৈরপ হন্তু রক্ষঃ।
আ রোহ চর্ম মহি শর্ম যচ্ছ মা দম্পতী পৌত্রমঘং নি গাতাম্ ॥১৪॥
বনস্পতিঃ সহ দেবৈর্ন আগন্ রক্ষঃ পিশাচাঁ অপবাধমানঃ।
স উচ্ছ্রয়াতৈ প্র বদাতি বাচং তেন লোকাঁ অভি সর্বান্ জয়েম ॥১৫॥
সপ্ত মেধান্ পশবঃ পর্য্যগৃহ্নন্ য এষাং জ্যোতিষ্মাঁ উত যশ্চকর্শ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবতাস্তান্‌ৎসচন্তে স নঃ স্বর্গমভি নেষ লোকম্ ॥১৬॥
স্বর্গং লোকমভি নো নয়াসি সং জায়য়া সহ পুত্রৈঃ স্যাম।
গৃহ্ণামি হস্তমনু মৈত্বত্র মা নস্তারীন্নির্ঋতির্মো অরাতিঃ ॥১৭॥
গ্রাহিং পাপ্মানমতি তাঁ অয়াম তমো ব্যস্য প্র বদাসি বল্গু।
বানস্পত্য উদ্যতো মা জিহিংসীর্মা তণ্ডুলং বি শরীর্দেবয়ন্তম্ ॥১৮॥
বিশ্বব্যচা ঘৃতপৃষ্ঠো ভবিষ্যন্‌ৎসযোনির্লোকমুপ যাহ্যেতম্।
বর্ষবৃদ্ধমুপ যচ্ছ শূর্পং তুষং পলাবানপ তৎ বিনক্তু ॥১৯॥
ত্রয়ো লোকাঃ সংমিতা ব্রাহ্মণেন দ্যৌরেবাসৌ পৃথিব্যন্তরিক্ষম্।
অংশূন্ গৃভীত্বান্বারভেথামা প্যায়ন্তাং পুনরা যন্তু শূর্পম্ ॥২০॥
পৃথগ্রূপাণি বহুধা পশূনামেকরূপো ভবসি সং সমৃদ্ধ্যা।
এতাং ত্বচং লোহিনীং তাং নুদস্ব গ্রাবা শুম্ভাতি মলগ ইব বস্ত্রা ॥২১॥
পৃথিবীং ত্বা পৃথিব্যামা বেশয়ামি তনুঃ সমানী বিকৃতা ত এষা।
যদ্যদ্ দ্যুত্তং লিখিতমর্পণেন তেন মা সুস্রোর্ব্রহ্মণাপি তদ্ বপামি ॥২২॥
জনিত্রীব প্রতি হর্যাসি সূনুং সং ত্বা দধামি পৃথিবীং পৃথিব্যা।
উখা কুম্ভী বেদ্যাং মা ব্যথিষ্ঠা যজ্ঞায়ুধৈরাজ্যেনাতিষক্তা ॥২৩॥
অগ্নিঃ পচন্ রক্ষতু ত্বা পুরস্তাদিন্দ্রো রক্ষতু দক্ষতু দক্ষিণতো মরুত্বান্।
বরুণস্ত্বা দৃংহাদ্ধরুণে প্রতীচ্যা উত্তরাৎ ত্বা সোমঃ সং দদাতৈ ॥২৪॥
পূতাঃ পবিত্রৈঃ পবন্তে অভ্রাদ্ দিবং চ যন্তি পৃথিবীং চ লোকান্।
তা জীবলা জীবধন্যাঃ প্রতিষ্ঠাঃ পাত্র আসিক্তাঃ পর্যগ্নিরিন্ধাম্ ॥২৫॥
অ যন্তি দিবঃ পৃথিবীং সচন্তে ভূম্যাঃ সচন্তে অধ্যন্তরিক্ষম্।
শুদ্ধাঃ সতীস্তা উ শুম্ভন্ত এব তা নঃ স্বর্গমভি লোকং নয়ন্তু ॥২৬॥
উতেব প্রভ্বীরুত সংমিতাস উত শুক্রাঃ শুচয়শ্চামৃতাসঃ।
তা ওদনং দম্পতিভ্যাং প্রশিষ্টা আপঃ শিক্ষন্তীঃ পচতা সুনাথাঃ ॥২৭॥
সংখ্যাতা স্তোকাঃ পৃথিবী সচন্তে প্রাণাপানৈঃ সংমিতা ওষধীভিঃ।
অসংখ্যাতা ওপ্যমানাঃ সুবর্ণাঃ সর্বং ব্যাপুঃ শূচয়ঃ শুচিত্বম্ ॥২৮॥
উদ্যোধন্ত্যভি বল্গন্তি তপ্তাঃ ফেনমস্যন্তি বহুলাংশ্চ বিন্দূন্।
যোষেব দৃষ্ট্বা পতিমৃত্বিয়ায়ৈতৈস্তণ্ডুলৈর্ভবতা সমাপঃ ॥২৯॥

উত্থাপয় সীদতো বুধ্ন এনানদ্ভিরাত্মানমভি সং স্পৃশন্তাম্।
অমাসি পাত্রৈরুদকং যদেতন্মিতাস্তণ্ডুলাঃ প্রদিশো যদীমাঃ ॥৩০॥
প্র যচ্ছ পর্শুং ত্বরয়া হরৌষমহিংসন্ত ওষধীর্দান্তু পর্বন্।
যাসাং সোমং পরি রাজ্যং বভূবামুন্যতা নো বীরুধো ভবন্তু ॥৩১॥
নবং বর্হিরোদনায় স্তৃণীত প্রিয়ং হৃদশ্চক্ষুযো বল্গ্বস্তু।
তস্মিন্ দেবাঃ সহ দৈবীর্বিশন্ত্বিমং প্রাশ্নন্তৃতুভির্নিষদ্য ॥৩২॥
বনস্পতে স্তীর্ণমা সীদ বর্হিরগ্নিষ্টোমৈঃ সংমিতো দেবতাভিঃ।
ত্বষ্ট্রেব রূপং সুকৃতং স্বধিত্যৈনা এহাঃ পরি পাত্রে দদৃশ্রাম্ ॥৩৩॥
যষ্ট্যাং শরৎসু নিধিপা অভীচ্ছাৎ স্বঃ পক্কেনাভ্যশ্নবাতৈ।
উপৈনং জীবান্ পিতরশ্চ পুত্রা এতং স্বর্গং গময়ান্তমগ্নেঃ ॥৩৪॥
ধর্তা ধ্রিয়স্ব ধরুণে পৃথিব্যা অচ্যুতং ত্বা দেবতাশ্চ্যাবয়ন্তু।
তং ত্বা দম্পতী জীবন্তৌ জীবপুত্রাবুদ্ বাসয়াতঃ পর্যগ্নিধানাৎ ॥৩৫॥
সর্বান্ৎসমাগা অভিজিত্য লোকান্ যাবন্তঃ কামাঃ সমতীতৃপস্তান্।
বি গাহেথামাযবনং চ দর্বিরেকস্মিন্ পাত্রে অধ্যুদ্ধরৈনম্ ॥৩৬॥
উপস্তৃণীহি প্রথয় পুরস্তাদ্ ঘৃতেন পাত্রমভি ঘারয়ৈতৎ।
বাশ্রেবোস্রা তরুণং স্তনস্যুমিমং দেবাসো অভিহিঙ্কৃণোত ॥৩৭॥
উপাস্তরীরকরো লোকমেতমুরুঃ প্রথতামসমঃ স্বর্গঃ।
তস্মিং ছ্রয়াতৈ মহিষঃ সুপর্ণো দেবা এনং দেবতাভ্যঃ প্র যচ্ছান্ ॥৩৮॥
যদ্যজ্জায়া পচতি ত্বৎ পরঃপরঃ পতির্বা জায়ে ত্বৎ তিরঃ।
সং তৎ সৃজেথা সহ বাং তদস্তু সম্পাদয়ন্তৌ সহ লোকমেকম্ ॥৩৯॥
যাবন্তো অস্যাঃ পৃথিবীং সচন্তে অস্মৎ পুত্রাঃ পরি যে সম্বভূবুঃ।
সর্বাংস্তাঁ উপ পাত্রে হ্বয়েথাং নাভিং জানানাঃ শিশবঃ সমায়ান্ ॥৪০॥
বসোর্যা ধারা মধুনা প্রপীনা ঘৃতেন মিশ্রা অমৃতস্য নাভয়ঃ।
সর্বাস্তা অব রুন্ধে স্বর্গঃ যষ্ট্যাং শরৎসু নিধিপা অভীচ্ছাৎ ॥৪১॥
নিধিং নিধিপা অভ্যেনমিচ্ছাদনীশ্বরা অভিতঃ সন্তু যেঽন্যে।
অস্মাভির্দত্তো নিহিতঃ স্বর্গস্ত্রিভিঃ কাণ্ডৈস্ত্রীন্ৎস্বর্গানরুক্ষৎ ॥৪২॥
অগ্নী রক্ষস্তপতু যদ্ বিদেবং ক্রব্যাৎ পিশাচ ইহ মা প্র পাস্ত।
নুদাম এনমপ রুধ্মো অস্মদাদিত্যা এনমঙ্গিরসঃ সচন্তাম্ ॥৪৩॥
আদিত্যেভ্যো অঙ্গিরোভ্যো মধ্বিদং ঘৃতেন মিশ্রং প্রতি বেদয়ামি।
শুদ্ধহস্তৌ ব্রাহ্মণস্যানিহত্যৈতং স্বর্গং সুকৃতাবপীতম্ ॥৪৪॥
ইদং প্রাপমুত্তমং কাণ্ডমস্য যস্মাল্লোকাৎ পরমেষ্ঠী সমাপ।
আ সিঞ্চ সর্পির্ঘৃতবৎ সমঙ্গ্ধ্যেষ ভাগো অঙ্গিরসো নো অত্র ॥৪৫॥

Scanned with CamScanner

সত্যায় চ তপসে দেবতাভ্যো নিধিং শেবধিং পরি দদ্ম এতম্।
মা নো দ্যূতেব গান্মা সমিত্যাং মা স্মান্যস্মা উৎসৃজতা পুরা মৎ ॥৪৬॥
অহং পচাম্যহং দদামি মমেদু কর্মন্ করুণেঽধি জায়া।
কৌমারো লোকো অজনিষ্ট পুত্রোঽন্বারভেথাং বয় উত্তরাবৎ ॥৪৭॥
ন কিল্বিষমত্র নাধারো অস্তি ন যন্মিত্রৈঃ সমমমান এতি।
অনূনং পাত্রং নিহিতং ন এতৎ পক্তারং পক্বঃ পুনরা বিশাতি ॥৪৮॥
প্রিয়ং প্রিয়াণাং কৃণবাম তমস্তে যন্তু যতমে দ্বিষন্তি।
ধেনুরনড্বান্ বয়োবয় আযদেব পৌরুষেয়মপ মৃত্যুং নুদন্তু ॥৪৯॥
সমগ্নয়ো বিদুরন্যো অন্যং য ওষধীঃ সচতে যশ্চ সিন্ধূন্।
যাবন্তো দেবা দিব্যাঽতপন্তি হিরণ্যং জ্যোতিঃ পচতো বভূব ॥৫০॥
এষা ত্বচাং পুরুষে সং বভূবানগ্নাঃ সর্বে পশবো যে অন্যে।
ক্ষত্রেণাত্মানং পরি ধাপয়াথোমোতং বাসো মুখমোদনস্য ॥৫১॥
যদক্ষেষু বদা যৎ সমিত্যাং যদ্বা বদা অ নৃতং বিত্তকাম্যা।
সমানং তন্তুমভি সংবসানৌ তস্মিন্‌ৎ সর্বং শমলং সাদয়াথঃ ॥৫২॥
বর্ষং বনুষ্বাপি গচ্ছ দেবাংস্ত্বচো ধূমং পর্যুৎপাতয়াসি।
বিশ্বব্যচা ঘৃতপৃষ্ঠো ভবিষ্যন্‌ৎসযোনির্লোকমুপ যাহ্যেতম্ ॥৫৩॥
তন্বং স্বর্গো বহুধা বি চক্রে যথা বিদ আত্মন্নন্যবর্ণাম্।
অপাজৈৎ কৃষ্ণাং রুশতীং পুনানো যা লোহিনী তাং তে অগ্নৌ জুহোমি ॥৫৪॥
প্রাচ্যৈ ত্বা দিশেঽগ্নয়েঽধিপতয়েঽসিতায় রক্ষিত্র আদিত্যায়েষুমতে।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্বেন সহ সং ভবেম ॥৫৫॥
দক্ষিণায়ৈ ত্বা দিশ ইন্দ্রায়াধিপতয়ে তিরশ্চিরাজয়ে রক্ষিত্রে যমায়েষুমতে।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্বেন সহ সং ভবেম ॥৫৬॥
প্রতীচ্যৈ ত্বা দিশে বরুণায়াধিপতয়ে পৃদাকবে রক্ষিত্রেঽন্নায়েষুমতে।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্বেন সহ সং ভবেম ॥৫৭॥
উদীচ্যৈ ত্বা দিশে সোমায়াধিপতয়ে স্বজায় রক্ষিত্রেঽশন্যা ইষুমত্যৈ।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।

Scanned with CamScanner

দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥৫৮॥
ধ্রুবায়ৈ ত্বা দিশে বিষ্ণবেঽধিপতয়ে কল্মাষগ্রীবায় রক্ষিত্র ওষধীভ্য ইষুমতীভ্যঃ।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥৫৯॥
ঊর্ধ্বায়ৈ ত্বা দিশে বৃহস্পতয়েঽধিপতয়ে শ্বিত্রায় রক্ষিত্রে বর্ষায়েষুমতে।
এতং পরি দদ্মস্তং নো গোপায়তাস্মাকমৈতোঃ।
দিষ্টং নো অত্র জরসে নি নেষজ্জরা মৃত্যবে পরি ণো
দদাত্বথ পক্কেন সহ সং ভবেম ॥৬০॥

বঙ্গানুবাদ — হে পুংস্ত্ববান্ (পুরুষ)! তুমি পশুচর্মে আরোহণ (অর্থাৎ উপবেশন) করো। পূর্বে যে দম্পতিগণ এমন করেছিলেন, তাঁদের মতো তোমাদেরও সুফল প্রাপ্তি ঘটুক। ওদনের প্রভাবের দ্বারা তোমরা উভয়ে একসাথে অবস্থান করো। তোমরা যজ্ঞের দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়েছো। হে দম্পতি! তোমরা বীর্য রূপ জলের সন্তান। জলই ওদন পাক ক'রে থাকে। সেই জলের অমৃতাংশকে তোমরা সেবন করো। তোমরা মধুময় লোকে সন্তানসম্পন্ন হয়ে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত অবস্থান করো। তোমাদের দ্বারা অগ্নিতে সমর্পিত ওদনকে রক্ষা করো। তোমরা দক্ষিণাবর্ত হয়ে পাপকে পরিক্রমণ করো। এই দিকের অধিপতি যমরাজ তোমাদের কল্যাণ করুন। পশ্চিম দিকের অধিপতি সোমের অভিমুখে ওদন রক্ষা করলে তিনি শ্রেষ্ঠ ফল দান করবেন। প্রজাযুক্ত উত্তর দিক আমাদের শ্রেষ্ঠতা প্রদান করুক। এই অটল বিরাট পৃথিবী আমাদের সুখ প্রদান করুন, পুত্রগণের মঙ্গল করুন, পক্কিত ওদনকে রক্ষা করুন। হে ওদন! তুমি চর্মের উপর আগত হয়ে কল্যাণপ্রদ হও। তেত্রিশ দেবতার দ্বারা সেবনীয় এই ওদনের প্রভাবে এই দম্পতিকে যেন পাপ স্পর্শ করতে না পারে। এই ওদন আমাদের সর্বলোকের উপর বিজয়প্রাপ্ত করাবে।...হে ওদন! মুসলাঘাতে তোমার যে পীড়া হচ্ছে, তার দ্বারা তুমি তুষ হ'তে পৃথক হয়ে গিয়েছো,আমি এক্ষণে তোমাকে অগ্নিতে অর্পণ করছি। অগ্নি পাচনকর্মের দ্বারা তোমার রক্ষক হোন। ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ-বর্গ, সোম ইত্যাদি তোমাকে সর্ব দিক হ'তে রক্ষা করুন। হে জল! দম্পতির দ্বারা আনীত ওদনকে শোধন পূর্বক পক্কন করো।...হে ওদন! তুমি ধারক, এই হেতু তুমি ভূমির ধারক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হও।...হে দম্পতি! মহিমাবান্ গমনশীল এই ওদন তোমাদের স্বর্গে স্থান প্রদান করবে। হে জায়া! তুমি এই ওদনকে পক্কন (রন্ধন) করছো। তুমি যদি সংসার হ'তে পতির পূর্বেই গমন করো, তবে পরে স্বর্গে দু'জনে মিলিত হবে। তোমরা দু'জনে একই লোকে অবস্থান করো এবং এই ওদনও তোমাদের সাথে থাকুক।...অঙ্গিরাগণ ও আদিত্যবর্গের নিমিত্ত আমি এই ঘৃতযুক্ত ওদন প্রস্তুত করছি। ব্রাহ্মণের পবিত্র হস্তের স্পর্শ একে স্বর্গে উপনীত করুক।...আমরা আমাদের পত্নী, কুমারাবস্থা সম্পন্ন পুত্র ইত্যাদি সমভিব্যাহারে এই উত্তম যজ্ঞান্নকে দান ইত্যাদি কর্মের নিমিত্ত পাক করছি।...হে যজমান! আমরা তোমার নিমিত্ত প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়তর কর্মানুষ্ঠান করছি। তোমার দ্বেষী পুরুষ নরকরূপ অন্ধকার লাভ করুক।...হে ওদন! তুমি ঘৃতযুক্ত হয়ে এই যজমানকে স্বর্গে প্রাপ্ত হও।...জরা অবস্থায় আমাদের মরণের পরও এই সুপক্ক ওদনের সাথে স্বর্গে উপনীত হয়ে আনন্দ ভোগ করবো।

Scanned with CamScanner

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'পুমান্ পুংসোধি তিষ্ঠ চর্ম' ইতি স্বর্গৌদন বিষয়কং সূক্তং।...ইত্যাদি ॥ (১২কা. ৩অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত স্বর্গৌদনবিষয়ক সূক্তে যম-নামক দ্রষ্টা-ঋষি কখনও ওদন আবার কখনও দম্পতিকে সম্বোধনের মাধ্যমে পক্ক স্বর্গৌদনের প্রতাপ তথা তার প্রাপনীয় ফলসমূহের চিন্তা করেছেন। স্বর্গলোকে এই ওদনের দ্বারা পুত্র ইত্যাদির সাথে সমাগম হয়। স্বর্গৌদনের দ্বারা ক্রব্যাদ, রাক্ষস, ও পিশাচগণের পরিহার বিষয়ে বলা হয়েছে।...স্বর্গৌদন ষষ্টিবর্ষান্তর ফলপ্রদ হয়।....সাম্প্রদায়িক সোমযাগের বিধি অনুসার এই সূক্তের বিনিয়োগ কৌশিকসূত্রে (কৌ.৮/১-৪) দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'অয়ং যঃ সৌত্রিকো বিনিয়োগস্তেন কতিপয়-মন্ত্রাণাং তাৎপর্যং সমীচীনং আবির্ভবতীত্যসংশয়ং।'—ইত্যাদি ॥ (১২কা. ৩অ. ১সূ.)॥

◆ ◆

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বশা গৌঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : বশা। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বিরাট, উষ্ণিক্, বৃহতী]

দদামীত্যেব ব্রূয়াদনু চৈনামভূৎসত।
বশাং ব্রহ্মভ্যো যাচদ্ভ্যস্তৎ প্রজাবদপত্যবৎ ॥১॥
প্রজয়া স বি ক্রীণীতে পশুভিশ্চোপ দস্যতি।
য আর্ষেয়েভ্যো যাচদ্ভ্যো দেবানাং গাং ন দিৎসতি ॥২॥
কূটয়াস্য সং শীর্যন্তে শ্লোণয়া কাটমর্দতি।
বন্ডয়া দহ্যন্তে গৃহাঃ কাণয়া দীয়তে স্বম্ ॥৩॥
বিলোহিতো অধিষ্ঠানাচ্ছক্লো বিন্দতি গোপতিম্।
তথা বশায়াঃ সংবিদ্যং দুরদভ্না হ্যুচ্যসে ॥৪॥
পদোরস্যা অধিষ্ঠানাদ্ বিক্লিন্দুর্নাম বিন্দতি।
অনামনাৎ সং শীর্যন্তে যা মুখেনোপজিঘ্রতি ॥৫॥
যো অস্যাঃ কর্ণাবাস্কুনোত্যা স দেবেষু বৃশ্চতে।
লক্ষ্ম কুর্ব ইতি মন্যতে কনীয়ঃ কৃণুতে স্বম্ ॥৬॥
যদস্যাঃ কস্মৈ চিদ্ ভোগায় বালান্ কশ্চিৎ প্রকৃন্ততি।
ততঃ কিশোরা ম্রিয়ন্তে বৎসাংশ্চ ঘাতুকো বৃকঃ ॥৭॥
যদস্যা গোপতৌ সত্যা লোম ধ্বাঙ্ক্ষো অজীহিডৎ।
ততঃ কুমারা ম্রিয়ন্তে যক্ষ্মো বিন্দত্যনামনাৎ ॥৮॥
যদস্যাঃ পল্পূলনং শকৃদ্ দাসী সমস্যতি।
ততোঽপরূপং জায়তে তস্মাদব্যেষ্যদেনসঃ ॥৯॥

Scanned with CamScanner

জায়মানাভি জায়তে দেবান্‌ৎসব্রাহ্মণান্‌ বশা।
তস্মাৎ ব্রহ্মভ্যো দেয়ৈষা তদাহুঃ স্বস্য গোপনম্‌ ॥১০॥
য এনাং বনিমায়ন্তি তেষাং দেবগৃতা বশা।
ব্রহ্মজ্যেয়ং তদব্রুবন্‌ য এনাং নিপ্রিয়ায়তে ॥১১॥
য আর্ষেয়েভ্যো যাচদ্ভ্যো দেবানাং গাং ন দিৎসতি।
আ স দেবেষু বৃশ্চতে ব্রাহ্মণানাং চ মন্যবে ॥১২॥
যো অস্য স্যাদ্‌ বশাভোগো অন্যামিচ্ছেত তর্হি সঃ।
হিংস্তে অদত্তা পুরুষং যাচিতাং চ ন দিৎসতি ॥১৩॥
যথা শেবধির্নিহিতো ব্রাহ্মণানাং তথা বশা।
তামেতদচ্ছায়ন্তি যস্মিন্‌ কস্মিংশ্চ জায়তে ॥১৪॥
স্বমেতদচ্ছায়ন্তি যদ্‌ বশাং ব্রাহ্মণা অভি।
যথৈনানন্যস্মিন্‌ জিনীয়াদেবাস্যা নিরোধনম্‌ ॥১৫॥
চরেদেবা ত্রৈহায়ণাদবিজ্ঞাতগদা সতী।
বশা চ বিদ্যান্নারদ ব্রাহ্মণাস্তর্হ্যেষ্যাঃ ॥১৬॥
য এনামবশামাহ দেবানাং নিহিতং নিধিম্‌।
উভৌ তস্মৈ ভবাশর্বৌ পরিক্রম্যেষুমস্যতঃ ॥১৭॥
যো অস্যা ঊধো ন বেদাথো অস্যা স্তনানুত।
উভয়েনৈবাস্মৈ দুহে দাতুং চেদশকদ্‌ বশাম্‌ ॥১৮॥
দুরদভ্নৈমা শয়ে যাচিতাং চন দিৎসতি।
নাস্মৈ কামাঃ সমৃধ্যন্তে যামদত্ত্বা চিকীর্ষতি ॥১৯॥
দেবা বশামযাচন্‌ মুখং কৃত্বা ব্রাহ্মণম্‌।
তেষাং সর্বেষামদদদ্ধেড়ং ন্যেতি মানুষঃ ॥২০॥
হেড়ং পশূনাং ন্যেতি ব্রহ্মণেভ্যোঽদদৎ বশাম্‌।
দেবানাং নিহিতং ভাগং মর্ত্যশ্চেন্নিপ্রিয়ায়তে ॥২১॥
যদন্যে শতং যাচেয়ুর্ব্রাহ্মণা গোপতিং বশাম্‌।
অথৈনাং দেবা অব্রুবন্নেবং হ বিদুষো বশা ॥২২॥
য এবং বিদুষেঽদত্ত্বাথান্যেভ্যো দদদ্‌ বশাম্‌।
দুর্গা তস্মা অধিষ্ঠানে পৃথিবী সহদেবতা ॥২৩॥
দেবা বশামযাচন্‌ যস্মিন্নগ্রে অজায়ত।
তামেতাং বিদ্যান্নারদঃ সহ দেবৈরুদাজত ॥২৪॥
অনপত্যমল্পপশুং বশা কৃণোতি পূরুষম্‌।
ব্রাহ্মণৈশ্চ যাচিতামথৈনাং নিপ্রিয়ায়তে ॥২৫॥
অগ্নীষোমাভ্যাং কামায় মিত্রায় বরুণায় চ।
তেভ্যো যাচন্তি ব্রাহ্মণাস্তেষ্বা বৃশ্চতেঽদদৎ ॥২৬॥

Scanned with CamScanner

যাবদস্যা গোপতির্নোপশৃণুয়াদৃচঃ স্বয়ম্।
চরেদস্য তাবদ্ গোষু নাস্য শ্রুত্বা গৃহে বসেৎ ॥২৭॥
যো অস্যা ঋচ উপশ্রুত্যাথ গোষ্বচীচরৎ।
আয়ুশ্চ তস্য ভূতিং চ দেবা বৃশ্চন্তি হীড়িতাঃ ॥২৮॥
বশা চরন্তী বহুধা দেবানাং নিহিতো নিধিঃ।
আবিষ্কৃণুষ্ব রূপাণি যদা স্থাম জিঘাংসতি ॥২৯॥
আবিরাত্মানং কৃণুতে যদা স্থাম জিঘাংসতি।
অথো হ ব্রহ্মভ্যো বশা যাচ্ঞ্যায় কৃণুতে মনঃ ॥৩০॥
মনসা সং কল্পয়তি তদ্ দেবাঁ অপি গচ্ছতি।
ততো হ ব্রহ্মাণো বশামুপপ্রযন্তি যাচিতুম্ ॥৩১॥
স্বধাকারেণ পিতৃভ্যো যজ্ঞেন দেবতাভ্যঃ।
দানেন রাজন্যো বশায়া মাতুর্হেড়ং ন গচ্ছতি ॥৩২॥
বশা মাতা রাজন্যস্য তথা সম্ভূতমগ্রশঃ।
তস্যা আহুরনর্পণং যদ্ ব্রহ্মভ্যঃ প্রদীয়তে ॥৩৩॥
যথাজ্যং প্রগৃহীতমালুম্পেৎ স্রুচো অগ্নয়ে।
এবা হ ব্রহ্মভ্যো বশামগ্নয় আ বৃশ্চতেঽদদৎ ॥৩৪॥
পুরোডাশবৎসা সুদুঘা লোকেঽস্মা উপ তিষ্ঠতি।
সাস্মৈ সর্বান্ কামান্ বশা প্রদদুষে দুহে ॥৩৫॥
সর্বান্ কামান্ যমরাজ্যে বশা প্রদদুষে দুহে।
অথাহুর্নারকং লোকং নিরুন্ধানস্য যাচিতাম্ ॥৩৬॥
প্রবীয়মানা চরতি ক্রুদ্ধা গোপতয়ে বশা।
বেহতং মা মন্যমানো মৃত্যোঃ পাশেষু বধ্যতাম্ ॥৩৭॥
যো বেহতং মন্যমানোঽমা চ পচতে বশাম্।
অপ্যস্য পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ যাচয়তে বৃহস্পতিঃ ॥৩৮॥
মহদেষাব তপতি চরন্তী গোষু গৌরপি।
অথো হ গোপতয়ে বশাদদুষে বিষং দুহে ॥৩৯॥
প্রিয়ং পশূনাং ভবতি যদ্ ব্রহ্মভ্যঃ প্রদীয়তে।
অথো বশায়াস্তৎ প্রিয়ং যদ্ দেবত্রা হবিঃ স্যাৎ ॥৪০॥
যা বশা উদকল্পয়ন্ দেবা যজ্ঞাদুদেত্য।
তাসাং বিলিপ্ত্যং ভীমামুদাকুরুত নারদঃ ॥৪১॥
তাং দেবা অমীমাংসন্ত বশেয়ামবশেতি।
তামব্রবীন্নারদ এষা বশানাং বশতমেতি ॥৪২॥
কতি নু বশা নারদ যাস্ত্বং বেত্থ মনুষ্যজাঃ।
তাস্ত্বা পৃচ্ছামি বিদ্বাংসং কস্যা নাশ্নীয়াদব্রাহ্মণঃ ॥৪৩॥

Scanned with CamScanner

বিলিপ্ত্যা বৃহস্পতে যা চ সূতবশা বশা।
তস্যা নাশ্নীয়াদব্রাহ্মণো য আশংসেত ভূত্যাম্ ॥৪৪॥
নমস্তে অস্তু নারদানুষ্ঠু বিদুষে বশা।
কতমাসাং ভীমতমা যামদত্ত্বা পরাভবেৎ ॥৪৫॥
বিলিপ্তী যা বৃহস্পতেঽথো সূতবশা বশা।
তস্যা নাশ্নীয়াদব্রাহ্মণো য আশংসেত ভূত্যাম্ ॥৪৬॥
ত্রীণি বৈ বশাজাতানি বিলিপ্তী সূতবশা বশা।
তাঃ প্র যচ্ছেদ্ ব্রহ্মভ্যঃ সোঽনাব্রস্কঃ প্রজাপতৌ ॥৪৭॥
এতদ্ বো ব্রাহ্মণা হবিরিতি মন্বীত যাচিতঃ।
বশাং চেদেনং যাচেয়ুর্বা ভীমাদদুষো গৃহে ॥৪৮॥
দেবা বশাং পর্যবদন্ ন নোঽদাদিতি হীড়িতাঃ।
এতাভির্ঋগ্‌ভির্ভেদং তস্মাদ্ বৈ স পরাভবৎ ॥৪৯॥
উতৈনাং ভেদো নাদদাদ্ বশামিন্দ্রেণ যাচিতঃ।
তস্মাৎ তং দেবা আগসোঽবৃশ্চন্নহমুত্তরে ॥৫০॥
যে বশায়া অদানায় বদন্তি পরিরাপিণঃ।
ইন্দ্রস্য মন্যবে জাল্মা আ বৃশ্চন্তে অচিত্ত্যা ॥৫১॥
যে গোপতিং পরাণীয়াথাহুর্মা দদা ইতি।
রুদ্রস্যাস্তাং তে হেতিং পরি যন্ত্যচিত্ত্যা ॥৫২॥
যদি হুতাং যদ্যহুতামমা চ পচতে বশাম্।
দেবান্‌ৎসব্রাহ্মণানৃত্বা জিহ্মো লোকান্নির্ঋচ্ছতি ॥৫৩॥

বঙ্গানুবাদ — যে পুরুষ, ঋষি ইত্যাদি সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণবর্গের প্রার্থনার পর দেববৃন্দের নিমিত্ত গোদান করেন না, তিনি আপন সন্তানগণের অমঙ্গল সাধন পূর্বক পশুরহিত হয়ে যান। যিনি ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনার পর তাঁদের গোদান করেন, তিনি সন্তান ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকেন। বশা (গবী) দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তই প্রকট হয়ে থাকে; তাকে ব্রাহ্মণের হস্তে দান করার অর্থই হলো নিজেকে রক্ষা করা। তা না করলে অদাতার সকল সামগ্রী তথা সন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তার বিপত্তি আসে; সে কুরূপ সম্পন্ন হয়ে যায়; রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার নানারকম অনর্থ ঘটতে থাকে।.....যিনি এই বশাকে পরমপ্রিয় জ্ঞান পূর্বক তার সেবা করেন, তাঁর নিমিত্ত এই বশা ব্রহ্মজ্যা (ব্রহ্মজ্যেয়ং) হয়ে যায়। এই গো দান হ'তে নিবৃত্ত মানব ব্রহ্মকোপে নিপতিত হয়। গচ্ছিতের মতোই বশা ব্রাহ্মণের সম্পদ (বা সামগ্রী) হয়ে থাকে। তিন বৎসর পর্যন্ত বশাকে গচ্ছিত সামগ্রী রূপে পালন করার পর এটিকে দানের নিমিত্ত কোন ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করা কর্তব্য। এই বশাকে অ-বশা ব'লে অভিহিত করলে কিংবা যাচক ব্রাহ্মণের হস্তে দান না করলে সেই অদানী ব্যক্তি ভবদেবের ও শর্বদেবের বিধ্বংসী বাণসমূহের লক্ষ্যে পতিত হয় কিংবা সেই বশার ক্রোধে পতিত হয়।....পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা করণের নিমিত্ত, দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করণের অভিলাষে এবং বশা দানের দ্বারা ক্ষত্রিয় তাঁর মাতৃক্রোধ প্রাপ্ত হন না। রাজন্যের মাতা

Scanned with CamScanner

বশা-ই।...গৃহীত ঘৃত যেমন স্রুবা নামক যজ্ঞপাত্রের দ্বারা পৃথকীকৃত হয়, ব্রাহ্মণকে বশা অদানকর্তা অগ্নির নিমিত্ত পৃথক্ হয়ে থাকে।....যমের রাজ্যে এই বশা-দাতার সকল কামনা এই বশা-ই পূর্ণ ক'রে থাকে। ...ক্রোধে আপূরিত বশা গোপতিকে ভক্ষণ পূর্বক তাকে মৃত্যুর বন্ধনে নিপতিত ক'রে থাকে।... হে বশা! যে অব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য যাচ্‌না করে, সে যেন বশাকে না প্রাশন করে। বশার তিনটি ভেদ আছে—বিলিপ্তি, সূতবশা ও বশা। এদের যদি ব্রাহ্মণগণকে দান না করা হয়, তবে প্রজাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন।...যে ব্যক্তি গো-স্বামীকে বশা-দানে নিষেধ করে, সেই মূর্খের প্রতি ইন্দ্রের কোপভাজন হয়, এবং রুদ্রের আয়ুধের লক্ষ্য হয়।...হুত বা অহুত (দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রক্ষিপ্ত) এবং অপক্ক (কাঁচা) বশাকে (অর্থাৎ বশামাংস) পাককারী জন দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমানকারী হয়ে থাকে। সেই জন এই লোকে অশেষ দুর্গতি লাভ করে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বশাবিষয়কং সূক্তং এতৎ। বশা গৌর্যা গর্ভং ন গৃহ্নাতীতি দারিলঃ (কৌ.৫/৮)। বশা বন্ধ্যা গৌরিতি সায়নঃ (ঋ. ২।৭।৫)। বশা স্বভাববন্ধ্যা গৌরিতি স এব (ঋ. ১।৯১।১৪)। যস্য গৃহে বশা জাতা তস্য গৃহে 'অজ্ঞাতগদা সতী' অর্থাৎ অজ্ঞাতবশাত্বরূপবৈকল্যা সতী আ বর্ষত্রয়াৎ রক্ষিতব্যা। তদনন্তরং অসংগ্রাহ্যা ভবতি।...ইতাদি ॥ (১২কা. ৪অ. ১সূ.)॥

টীকা — এই বশা-বিষয়ক সূক্তটিতে বশার পরিচয় সম্পর্কে কৌশিক কূত্রের উল্লেখ করা যায়—বশা হলো এমন গবী, যে গর্ভধারণ করে না, অর্থাৎ বন্ধ্যা গাভী। সায়ণাচার্যও ঋগ্বেদের ভাষ্যে বশাকে 'স্বভাববন্ধ্যা গবী' ব'লে উল্লেখ করেছেন। যার গৃহে বশা জাত হয়, সে প্রথমে সেই গবীটি বশা (অর্থাৎ বন্ধ্যা) হবে কিনা জানতে পারে না। সেই জন্য তিন বৎসর পর্যন্ত সেটিকে রক্ষণের পর যখন জানা যায় যে, সেটি বন্ধ্যা, তখন সেটিকে দেবগণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য যজ্ঞের নিমিত্ত ঋষি-প্রবরযুক্ত যাচক ব্রাহ্মণকে দান করণীয়। বশা দান করলে প্রজা ইত্যাদির বৃদ্ধি, ঐশ্বর্য ও আয়ুপ্রাপ্তি, সকল বিপদ হতে মুক্তিলাভ, ইহকালে ও পরকালে সুখপ্রাপ্তি ইত্যাদি ঘটে থাকে। যজ্ঞার্থে যাচিত বশা ব্রাহ্মণকে দান না করলে দেবতার কোপানলে পতিত হতে হয়, ইহলোকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয়। বশা হবিরূপে অর্পণীয়। কৌশিক সূত্রে (৫/৮/৯ ও ৮/৭) এই সম্পর্কে আরও বহুরকম তথ্য দেওয়া হয়েছে ॥ (১২কা. ৪অ. ১সূ.)॥

◆ ◆

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

শ্রমেণ তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বিত্তর্তে শ্রিতা ॥ ১॥
সত্যেনাবৃতা শ্রিয়া প্রাবৃতা যশসা পরীবৃতা ॥ ২॥
স্বধয়া পরিহিতা শ্রদ্ধয়া পর্যূঢ়া দীক্ষয়া গুপ্তা।
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা লোকো নিধনম্ ॥ ৩॥
ব্রহ্ম পদবায়ং ব্রাহ্মণোঽধিপতিঃ ॥ ৪॥

Scanned with CamScanner

তামাদদানস্য ব্রহ্মগবীং জিনতো ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৫॥
অপ ক্রামতি সূনৃতা বীর্যং পুণ্যা লক্ষ্মীঃ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — তপের দ্বারা রচিত সত্য, সম্পৎ ও যশে পরিপূর্ণ এই গবীকে শ্রমের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ লাভ করেছেন। এই গবীর দিকে ক্ষত্রিয়ের দৃষ্টিপাত মৃত্যুসম। এর দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। এই হেন ব্রহ্মগবীর অপহারক ক্ষত্রিয়ে বীর্য, লক্ষ্মী ও ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হয়ে যায়।

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, পংক্তি।]

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলং চ বাক্ চেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ ॥ ১॥
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ রাষ্ট্রং চ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ যশশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণং চ ॥ ২॥
আয়ুশ্চ রূপং চ নাম চ কীর্তিশ্চ প্রাণাশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ ॥ ৩॥
পয়শ্চ রসশ্চান্নং চান্নাদ্যং চর্তং চ সত্যং
চেষ্টং চ পূর্তং চ প্রজা চ পশবশ্চ ॥ ৪॥
তানি সর্বাণ্যপ ক্রামন্তি ব্রহ্মগবীমাদদানস্য জিনতো ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — ব্রহ্মগবীর অপহারক ক্ষত্রিয়ের ওজঃ, তেজঃ, বল, বাণী, ইন্দ্রিয় সমুদায়, ধর্ম, লক্ষ্মী, আয়ু, রূপ, নাম, জ্ঞান, ক্ষাত্রশক্তি, রাষ্ট্র, দীপ্তি, যশ, বর্চঃ প্রাণাপান, নেত্র, কর্ণ, দুগ্ধ, রস, অন্ন, অগ্নি, ঋত, সত্য, ইষ্ট-পূর্ত ও প্রজা—সবই ছিন্ন হয়ে যায়।

◆

তৃতীয় সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, জগতী, বৃহতী।]

সৈষা ভীমা ব্রহ্মগব্যঘবিষা সাক্ষাৎ কৃত্যা কূল্বজমাবৃতা ॥ ১॥
সর্বাণ্যস্যাং ঘোরাণি সর্বে চ মৃত্যবঃ ॥ ২॥
সর্বাণ্যস্যাং ক্রূরাণি সর্বে পুরুষবধাঃ ॥ ৩॥
সা ব্রহ্মজ্যং দেবপীয়ুং ব্রহ্মগব্যাদীয়মানা
মৃত্যোঃ পড়্বীশ আ দ্যতি ॥ ৪॥
মেনিঃ শতবধা হি সা ব্রহ্মজ্যস্য ক্ষিতির্হি সা ॥ ৫॥
তস্মাদ্ বৈ ব্রাহ্মণানাং গৌর্দুরাধর্ষা বিজানতা ॥ ৬॥
বজ্রো ধাবন্তী বৈশ্বানর উদ্বীতা ॥ ৭॥

Scanned with CamScanner

হেতিঃ শফানুৎখিদন্তী মহাদেবোঽপেক্ষমাণা ॥ ৮॥
ক্ষুরপবিরীক্ষমাণা বাশ্যমানাভি স্ফূর্জতি ॥ ৯॥
মৃত্যুর্হিঙ্কৃণ্বত্যুগ্রো দেবঃ পুচ্ছং পর্যস্যন্তী ॥ ১০॥
সর্বজ্যানিঃ কর্ণৌ বরীবর্জয়ন্তী রাজযক্ষ্মো মেহন্তী ॥ ১১॥
মেনির্দুহ্যমানা শীর্ষক্তির্দুগ্ধা ॥ ১২॥
সেদিরুপতিষ্ঠন্তী মিথোযোধঃ পরামৃষ্টা ॥ ১৩॥
শরব্যা মুখেঽপিনহ্যমান ঋতির্হন্যমানা ॥ ১৪॥
অঘবিষা নিপতন্তী তমো নিপতিতা ॥ ১৫॥
অনুগচ্ছন্তী প্রাণানুপ দাসয়তি ব্রহ্মগবী ব্রহ্মজ্যস্য ॥ ১৬॥

সূক্তসার — এই ব্রহ্মগবী বিকরাল হয়ে থাকে এবং হিংসাত্মক পাপের বিষের সাথে যুক্ত হয়ে কৃত্যারূপ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে অপহৃত এই ধেনু শত প্রকারের অস্ত্রস্বরূপ হয়ে অপহর্তাকে মৃত্যু-বন্ধনে আবদ্ধ করে। অগ্নিসম উগ্রা ও বজ্রসম ধ্বনিময়ী এই ধেনু মহাদেবের অস্ত্রস্বরূপ। এই ধেনু আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে আঘাতকারীর পক্ষে দুর্গতিপ্রদা ও মৃত্যুদায়ক ব্যাধিকারিকা হয়ে থাকে। এই ব্রহ্মগবী ব্রাহ্মণের হানি-করণশালী জনের অনুগমক পূর্বক তার প্রাণ-বিনাশ ক'রে থাকে।

◆

চতুর্থ সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ, বৃহতী, উষ্ণিক্।]

বৈরং বিকৃত্যমানা পৌত্রাদ্যং বিভাজ্যমানা ॥ ১॥
দেবহেতির্হ্রিয়মাণা ব্যৃদ্ধির্হৃতা ॥ ২॥
পাপ্মাধিধীয়মানা পারুষ্যমবধীয়মানা ॥ ৩॥
বিষং প্রযস্যন্তী তক্মা প্রযস্তা ॥ ৪॥
অঘং পচ্যমানা দুষ্বপ্ন্যং পক্বা ॥ ৫॥
মূলবর্হণী পর্যাক্রিয়মাণা ক্ষিতিঃ পর্যাকৃতা ॥ ৬॥
অসংজ্ঞা গন্ধেন শুগুদ্ধ্রিয়মাণাশীবিষ উদ্ধৃতা ॥ ৭॥
অভূতিরুপহ্রিয়মাণা পরাভূতিরুপহৃতা ॥ ৮॥
শর্ব ক্রুদ্ধঃ পিশ্যমানা শিমিদা পিশিতা ॥ ৯॥
অবর্তিরশ্যমানা নির্ঋতিরশিতা ॥ ১০॥
অশিতা লোকাচ্ছিনত্তি ব্রহ্মগবী ব্রহ্মজ্যমস্মাচ্চামুষ্মাচ্চ ॥ ১১॥

সূক্তসার — ব্রাহ্মণের ধেনু অপহৃত হ'লে সেই গবী অপহরণকারীর পুত্র-পৌত্রাদির বিভাজন

ও ছেদন ক'রে থাকে। হরণের সময়ে এই ধেনু অস্ত্ররূপ এবং হরণের পরে অপহর্তাকে ক্ষীণ-করণশালী হয়ে থাকে এবং তাকে মৃত্যু-বন্ধনে আবদ্ধ করে। পাপরূপা হয়ে এই ধেনু কঠোরতা উৎপন্নকারিণী হয়ে থাকে এবং অপহর্তার পক্ষে বিষের ন্যায় জীবনকে সংকটে নিপতিত করে। প্রাশনকৃত (ভক্ষিত) হয়ে এই ধেনু দারিদ্র্য ও প্রাশনের পর প্রাশনকারীর পক্ষে পাপদেবী নিঋতিতে রূপান্তরিতা হয়। এই ব্রহ্মগবী ব্রাহ্মণের হানিকারক জনকে ইহলোক ও পরলোক উভয় হ'তেই হীন (বা বর্জিত) ক'রে থাকে।

◆

পঞ্চম সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : পংক্তি, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

তস্য আহননং কৃত্যা মেনিরাশসনং বলগ ঊবধ্যম্ ॥ ১॥
অস্বগতা পরিহ্নুতা ॥ ২॥
অগ্নিঃ ক্রব্যাদ্ ভূত্বা ব্রহ্মগবী ব্রহ্মজ্যং প্রবিশ্যাত্তি ॥ ৩॥
সর্বাস্যাঙ্গা পর্বা মূলানি বৃশ্চতি ॥ ৪॥
ছিনত্ত্যস্য পিতৃবন্ধু পরা ভাবয়তি মাতৃবন্ধু ॥ ৫॥
বিবাহাং জ্ঞাতীন্ৎসর্বানপি ক্ষাপয়তি ব্রহ্মগবী
ব্রহ্মজ্যস্য ক্ষত্রিয়েণাপুনর্দীয়মানা ॥ ৬॥
অবাস্তুমেনমস্বগমপ্রজসং করোত্যপরাপরণো ভবতি ক্ষীয়তে ॥ ৭॥
য এবং বিদুষো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়ো গামাদত্তে ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — এই ধেনুকে পীড়িত করা কৃত্যাস্বরূপ নিজেরই মারণাস্ত্র। এই ব্রহ্মগবী ক্রব্যাদ অগ্নি হয়ে অপহরণকারীকে ভক্ষণ ক'রে থাকে। অপহরণকারীর পিতা, পিতৃবান্ধব, মাতা, মাতৃবান্ধব সকলকেই ছেদন ক'রে থাকে। ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্মগবী প্রত্যর্পিতা না হ'লে তার সকল বিবাহিত বন্ধু-বান্ধবকে বিনষ্ট ক'রে থাকে, তাদের সন্তানহীন ক'রে থাকে।

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, গায়ত্রী।]

ক্ষিপ্রং বৈ তস্যাহননে গৃধ্রাঃ কুর্বত ঐলবম্ ॥ ১॥
ক্ষিপ্রং বৈ তস্যাদহনং পরি নৃত্যন্তি কেশিনীরাঘ্নানাঃ
পাণিনোরসি কুর্বাণাঃ পাপমৈলবম্ ॥ ২॥

Scanned with CamScanner

ক্ষিপ্রং বৈ তস্য বাস্তুযু বৃকাঃ কুর্বত ঐলবম্ ॥ ৩॥
ক্ষিপ্রং বৈ তস্য পৃচ্ছন্তি যৎ তদাসীদিদং নু তাদিতি ॥ ৪॥
ছিন্ধ্যা চ্ছিন্ধি প্র চ্ছিন্ধ্যপি ক্ষাপয় ক্ষাপয় ॥ ৫॥
আদদানমাঙ্গিরসি ব্রহ্মজ্যমুপ দাসয় ॥ ৬॥
বৈশ্বদেবী হ্যুচ্যসে কৃত্যা কুল্বজমাবৃতা ॥ ৭॥
ওযন্তী সমোযন্তী ব্রহ্মণো বজ্রঃ ॥ ৮॥
ক্ষুরপবির্মৃত্যুর্ভূত্বা বি ধাব ত্বম্ ॥ ৯॥
আ দৎসে জিনতাং বর্চ ইষ্টং পূতং চাশিযঃ ॥ ১০॥
আদায় জীতায় লোকেঽমুষ্মিন্ প্র যচ্ছসি ॥ ১১॥
অঘ্ন্যে পদবীর্ভব ব্রাহ্মণস্যাভিশস্ত্যা ॥ ১২॥
মেনিঃ শরব্যা ভবাঘাদঘাবিষা ভব ॥ ১৩॥
অঘ্ন্যে প্র শিরো জহি ব্রহ্মজ্যস্য কৃতাগসো দেবপীয়োররাধসঃ ॥ ১৪॥
ত্বয়া প্রমূর্ণং মৃদিতমগ্নির্দহতু দুশ্চিতম্ ॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ — অপহর্তা ক্ষত্রিয়কে এই গবী ভস্ম ক'রে থাকে। তার চিতার পার্শ্বে তার স্ত্রীবর্গ উপনীতা হয়ে বক্ষ-তাড়ন করতে করতে অশ্রুপাত করতে থাকে। তার গৃহে শৃগাল বিচরণ করে। হে আঙ্গিরস! তুমি ব্রহ্মগবীর অপহরণকর্তাকে বিনষ্ট করো। হে গবী! তুমি কৃত্যারূপা তথা মৃত্যুরূপা হয়ে ধাবিত হও এবং অপহরণকর্তার তেজঃ, কাম ইত্যাদিকে হরণ করো। তুমি ব্রাহ্মণের হানিকর্তার আয়ুকে অপহরণ ক'রে পরলোকে প্রেরণ করো। ব্রাহ্মণের শাপপ্রভাবে তুমি অপহর্তার পদ-শৃঙ্খল (পায়ের বেড়ি) হয়ে যাও। এই দেবহিংসক অপরাধীর সকল কর্মকে বিকল করার নিমিত্ত তার শিরশ্ছেদন করো। সেই পাপ-চিত্তশালীকে অগ্নি ভস্ম ক'রে ফেলুন।

◆

সপ্তম সূক্ত : ব্রহ্মগবীঃ

[ঋষি : কশ্যপ। দেবতা : ব্রহ্মগবী। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, উষ্ণিক্।]

বৃশ্চ প্র বৃশ্চ সং বৃশ্চ দহ প্র দহ সং দহ ॥ ১॥
ব্রহ্মজ্যং দেব্যঘ্ন্য আ মূলাদনুসংদহ ॥ ২॥
যথাযাদ্ যমসাদনাৎ পাপলোকান্ পরাবতঃ ॥ ৩॥
এবা ত্বং দেব্যঘ্ন্যে ব্রহ্মজ্যস্য কৃতাগসো দেবপীয়োররাধসঃ ॥ ৪॥
বজ্রেণ শতপর্বণা তীক্ষ্ণেন ক্ষুরভৃষ্টিনা ॥ ৫॥
প্র স্কন্ধান্ প্র শিরো জহি ॥ ৬॥
লোমান্যস্য সং ছিন্ধি ত্বচমস্য বি বেষ্টয় ॥ ৭॥

Scanned with CamScanner

মাংসান্যস্য শাতয় স্নাবান্যস্য সং বৃহ ॥ ৮॥
অস্থীন্যস্য পীড়য় মজ্জানমস্য নির্জহি ॥ ৯॥
সর্বাস্যাঙ্গা পর্বাণি বি শ্রথয় ॥ ১০॥
অগ্নিরেনং ক্রব্যাৎ পৃথিব্যা নুদতামুদোষতু
বায়ুরন্তরিক্ষান্মহতো বরিম্ণঃ ॥ ১১॥
সূর্য এনং দিবঃ প্র ণুদতাং ন্যোষতু ॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ — হে অঘ্না (বধের অযোগ্যা—ব্রহ্মগবী)! ব্রহ্মগবীর অপহর্তাকে কর্তিত করো, ভস্ম করো, সমূলে বিনাশ করো। সেই দেবহিংসকের স্কন্ধ ও মস্তকও তীক্ষ্ণধারশালী বজ্রের দ্বারা ছেদন করো, সে যেন পাপলোকে গমন করে। তার রোমসমূহ ছেদন করো, চর্মকে বিশ্লিষ্ট করো (অর্থাৎ ছাড়িয়ে নাও), মাংসকে কর্তিত করো, শিরাসমূহকে বিশুষ্ক করো, অস্থিগুলিকে দগ্ধ করো, মজ্জারাশিকে ক্ষয়িত করো। তার অবয়ব-গ্রন্থি সমুদায়কে শিথিল ক'রে দাও। বায়ু তাকে দ্যাবাপৃথিবী হ'তে বিতাড়িত করুক, ক্রব্যাদ অগ্নি তাকে ভস্ম করুন। সূর্যও তাকে স্বর্গ হ'তে দূরে নিক্ষেপ পূর্বক (অর্থাৎ ধাক্কা মেরে বহিষ্কার ক'রে) ভস্ম করুন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — ব্রহ্মগবীবিষয়মেতৎ সূক্তং। ব্রাহ্মণস্য গৌর্ব্রহ্মগবী। তাং ক্ষত্রিয়ো নাদদ্যাৎ। আদদ্যাচ্চেদ্ বাগ্ বীর্যং লক্ষ্মীস্তং হাস্যতি। ওজআদি নশিষ্যতি। তাং ক্ষত্রিয়ো ন হন্যাৎ ন পচেৎ ন ভক্ষেৎ। সা হি হৃতা সতী নানাবিধা আপদো নানাবিধান্ মৃত্যূন্ নানাবিধানি চ দুঃখানি ঐহিকান্যামুষ্মিকানি আবহতীত্যাহ। সম্প্রদায়ানুসারেণাস্য সূক্তস্য বিনিয়োগস্তু 'নৈতাং তে দেবাঃ' ইত্যত্র (৫।১৮) দ্রষ্টব্যঃ ॥ (১২কা. ৫অ. ১-৭সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সাতটি সূক্ত ব্রহ্মগবীবিষয়ক। ব্রাহ্মণের গবী হলো ব্রহ্মগবী। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই গবী গ্রহণ বা অপহরণ বা হত্যা, বা বন্ধন বা ভক্ষন করলে কি ঘটে, তা সূক্তের মধ্যেই উল্লেখিত। সম্প্রদায় অনুসারে এই সূক্তের বিনিয়োগ ৫ম কাণ্ডের ১৮শ ও ১৯শ সূক্তে (অর্থাৎ চতুর্থ অনুবাকের ৩য় ও ৪র্থ সূক্তে) উল্লিখিত আছে ॥ (১২কা. ৫অ. ১-৭সূ.) ॥

॥ ইতি দ্বাদশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

Scanned with CamScanner

ত্রয়োদশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্ম, রোহিত, আদিত্য, মরুৎ, অগ্নি ইত্যাদি। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, জগতী, পংক্তি, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী।]

উদেহি বাজিন্ যো অপ্স্বন্তরিদং রাষ্ট্রং প্র বিশ সূনৃতাবৎ।
যো রোহিতো বিশ্বমিদং জজান স ত্বা রাষ্ট্রায় সুভৃতং বিভর্তু ॥ ১॥
উদ্বাজ আ গন্ যো অপ্স্বন্তর্বিশ আ রোহ ত্বদ্যোনয়ো যাঃ।
সোমং দধানোঽপ ওষধীর্গাশ্চতুষ্পদো দ্বিপদ আ বেশয়েহ ॥ ২॥
যূয়মুগ্রা মরুতঃ পৃশ্নিমাতর ইন্দ্রেণ যুজা প্র মৃণীত শত্রূন্।
আ বো রোহিতঃ শৃণবৎ সুদানবস্ত্রিষপ্তাসো মরুতঃ স্বাদুসংমুদঃ ॥ ৩॥
রুহো রুরোহ রোহিত আ রুরোহ গর্ভো জনীনাং জনুষামুপস্থম্।
তাভিঃ সংরব্ধমন্ববিন্দন্ ষডুর্বীর্গাতুং প্রপশ্যন্নিহ রাষ্ট্রমাহাঃ ॥ ৪॥
আ তে রাষ্ট্রমিহ রোহিতোঽহার্ষীদ্ ব্যাস্থন্মৃধো অভয়ং তে অভূৎ।
তস্মৈ তে দ্যাবাপৃথিবী রেবতীভিঃ কামং
দুহাথামিহ শক্করীভিঃ ॥ ৫॥
রোহিতো দ্যাবাপৃথিবী জজান তত্র তন্তুং পরমেষ্ঠী ততান।
তত্র শিশ্রিয়েঽজ একপাদোঽদৃংহদ্ দ্যাবাপৃথিবী বলেন ॥ ৬॥
রোহিতো দ্যাবাপৃথিবী অদৃংহৎ তেন স্ব স্তভিতং তেন নাকঃ।
তেনান্তরিক্ষং বিমিতা রজাংসি তেন দেবা অমৃতমন্ববিন্দন্ ॥ ৭॥
বি রোহিতো অমৃশদ্ বিশ্বরূপং সমাকুর্বাণঃ প্ররুহো রুহশ্চ।
দিবং রূঢ্বা মহতা মহিম্না সং তে রাষ্ট্রমনক্তু পয়সা ঘৃতেন ॥ ৮॥
যাস্তে রুহঃ প্ররুহো যাস্ত আরুহো যাভিরাপৃণাসি দিবমন্তরিক্ষম্।
তাসাং ব্রহ্মণা পয়সা বাবৃধানো বিশি রাষ্ট্রে জাগৃহি রোহিতস্য ॥ ৯॥
যাস্তে বিশস্তপসঃ সম্বভূবুর্বৎসং গায়ত্রীমনু তা ইহাগুঃ।
তাস্ত্বা বিশন্তু মনসা শিবেন সম্মাতা বৎসো অভ্যেতু রোহিতঃ ॥ ১০॥
ঊর্ধ্বো রোহিতো অধি নাকে অস্থাদ্
বিশ্বা রূপাণি জনয়ন্ যুবা কবিঃ।
তিগ্মেনাগ্নির্জ্যোতিষা বি ভাতি তৃতীয়ে চক্রে রজসি প্রিয়াণি ॥ ১১॥

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো জাতবেদা ঘৃতাহুতঃ সোমপৃষ্ঠঃ সুবীরঃ।
মা মা হাসীন্নাথিতো নেৎ ত্বা জহানি
গোপোষং চমে বীরপোষং চ ধেহি ॥ ১২॥
রোহিতা যজ্ঞস্য জনিতা মুখং চ রোহিতায় বাচা শোত্রেণ মনসা জুহোমি।
রোহিতং দেবা যন্তি সুমনস্যমানা স মা রোহৈঃ সামিত্যৈ রোহয়তু ॥ ১৩॥
রোহিতো যজ্ঞং ব্যদধাদ্ বিশ্বকর্মণে তস্মাৎ তেজাংস্যুপ মেমান্যাগুঃ।
বোচেয়ং তে নাভিং ভুবনস্যাধি মজ্মনি ॥ ১৪॥
আ ত্বা রুরোহ বৃহত্যুত পঙ্‌ক্তিরা ককুব্ বর্চসা জাতবেদঃ।
আ ত্বা রুরোহোষ্ণিহাক্ষরো বষট্‌কার
আ ত্বা রুরোহ রোহিতো রেতসা সহ ॥ ১৫॥
অয়ং বস্তে গর্ভং পৃথিব্যা দিবং বস্তেঽয়মন্তরিক্ষম্।
অয়ং ব্রধ্নস্য বিষ্টপি স্বর্লোকান্ ব্যানশে ॥ ১৬॥
বাচস্পতে পৃথিবী নঃ স্যোনা স্যোনা যোনিস্তল্পা নঃ সুশেবা।
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু তং ত্বা পরমেষ্ঠিন্
পর্যগ্নিরায়ুষা বর্চসা দধাতু ॥ ১৭॥
বাচস্পত ঋতবঃ পঞ্চ যে নৌ বৈশ্বকর্মণাঃ পরি যে সম্বভূবুঃ।
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু তং ত্বা পরমেষ্ঠিন্
পরি রোহিত আয়ুষা বর্চসা দধাতু ॥ ১৮॥
বাচস্পতে সৌমনসং মনশ্চ গোষ্ঠে নো গা জনয় যোনিষু প্রজাঃ।
ইহৈব প্রাণঃ সখ্যে নো অস্তু তং ত্বা পরমেষ্ঠিন্
পর্যহমায়ুষা বর্চসা দধামি ॥ ১৯॥
পরি ত্বা ধাৎ সবিতা দেবো অগ্নির্বর্চসা মিত্রাবরুণাবভি ত্বা।
সর্বা অরাতীরবক্রামন্নেহীদং রাষ্ট্রমকরঃ সূনৃতাবৎ ॥ ২০॥
যং ত্বা পৃষতী রথে প্রষ্টির্বহতি রোহিত।
শুভা যাসি রিণন্নপঃ ॥ ২১॥
অনুব্রতা রোহিণী রোহিতস্য সূরিঃ সুবর্ণা বৃহতী সুবর্চাঃ।
তয়া বাজান্ বিশ্বরূপাং জয়েম তয়া বিশ্বাঃ পৃতনা অভি ষ্যাম ॥ ২২॥
ইদং সদো রোহিণী রোহিতস্যাসৌ পন্থাঃ পৃষতী যেন যাতি।
তাং গন্ধর্বাঃ কশ্যপা উন্নয়ন্তি তাং রক্ষন্তি কবয়োঽপ্রমাদম্ ॥ ২৩॥
সূর্যস্যাশ্বা হরয়ঃ কেতুমন্তঃ সদা বহন্ত্যমৃতাঃ সুখং রথম্।
ঘৃতপাবা রোহিতো ভ্রাজমানো দিবং দেবঃ পৃষতীমা বিবেশ ॥ ২৪॥
যো রোহিতো বৃষভস্তিগ্মশৃঙ্গঃ পর্যগ্নিং পরি সূর্যং বভূব।
যো বৃষ্টভ্নাতি পৃথিবীং দিবং চ তস্মাদ্ দেবা অধি সৃষ্টীঃ সৃজন্তে ॥ ২৫॥

Scanned with CamScanner

রোহিতো দিবমারুহন্মহতঃ পর্যর্ণবাৎ।
সর্বা রুরোহ রোহিতো রুহঃ ॥ ২৬॥
বি মিমীষ্ব পয়স্বতীং ঘৃতাচীং দেবানাং ধেনুরনপস্পৃগেষা।
ইন্দ্রঃ সোমং পিবতু ক্ষেমো অস্ত্বগ্নিঃ প্র স্তৌতু বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২৭॥
সমিদ্ধো অগ্নিঃ সমিধানো ঘৃতবৃদ্ধো ঘৃতাহুতঃ।
অভীষাড্ বিশ্বাষাডগ্নিঃ সপত্নান্ হন্তু যে মম ॥ ২৮॥
হন্ত্বেনান্ প্র দহত্বরির্যো নঃ পৃতন্যতি।
ক্রব্যাদাগ্নিনা বয়ং সপত্নান্ প্র দহামসি ॥ ২৯॥
অবাচীনানব জহীন্দ্র বজ্রেণ বাহুমান্।
অধা সপত্নান্ মামকানগ্নেস্তেজোভিরাদিষি ॥ ৩০॥
অগ্নে সপত্নানধরান্ পাদয়াস্মদ্ ব্যথয়া সজাতমুৎপিপানং বৃহস্পতে।
ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাবধরে পদ্যন্তামপ্রতিমন্যূয়মানাঃ ॥ ৩১॥
উদ্যংস্ত্বং দেব সূর্য সপত্নানব মে জহি।
অবৈনানশ্মনা জহি তে যন্ত্বধমং তমঃ ॥ ৩২॥
বৎসো বিরোজো বৃষভো মতীনামা রুরোহ শুক্রপৃষ্ঠোঽন্তরিক্ষম্।
ঘৃতেনার্কমভ্যর্চন্তি বৎসং ব্রহ্ম সন্তং ব্রহ্মণা বর্ধয়ন্তি ॥ ৩৩॥
দিবং চ রোহ পৃথিবীং চ রোহ রাষ্ট্রং চ রোহ দ্রবিণং চ রোহ।
প্রজাং চ রোহামৃতং চ রোহ রোহিতেন তন্বং সং স্পৃশস্ব ॥ ৩৪॥
যে দেবা রাষ্ট্রভৃতোঽভিতো যন্তি সূর্যম্।
তৈষ্টে রোহিতঃ সম্বিদানো রাষ্ট্রং দধাতু সুমনস্যমানঃ ॥ ৩৫॥
উৎ ত্বা যজ্ঞা ব্রহ্মপূতা বহন্ত্যধ্বগতো হরয়স্ত্বা বহন্তি।
তিরঃ সমুদ্রমতি রোচসেঽর্ণবম্ ॥ ৩৬॥
রোহিতে দ্যাবাপৃথিবী অধি শ্রিতে বসুজিতি গোজিতি সন্ধনাজিতি।
সহস্রং যস্য জনিমানি সপ্ত চ বোচেয়ং তে
নাভিং ভুবনস্যাধি মজ্মনি ॥ ৩৭॥
যশা যাসি প্রদিশো দিশশ্চ যশাঃ পশূনামুত চর্ষণীনাম্।
যশাঃ পৃথিব্যা আদিত্যা উপস্থেঽহং ভূয়াসং সবিতেব চারুঃ ॥ ৩৮॥
অমুত্র সন্নিহ বেত্থেতঃ সংস্তানি পশ্যসি।
ইতঃ পশ্যন্তি রোচনং দিবি সূর্যং বিপশ্চিতম্ ॥ ৩৯॥
দেবো দেবান্ মর্চয়স্যন্তশ্চরস্যর্ণবে।
সমানমগ্নিমিন্ধতে তং বিদুঃ কবয়ঃ পরে ॥ ৪০॥
অবঃ পরেণ পর এনাবরেণ পদা বৎসং বিভ্রতী গৌরুদস্থাৎ।
সা কদ্রীচী কং স্বিদর্ধং পরাগাৎ ক্ব স্বিৎ সূতে নহি যূথে অস্মিন্ ॥ ৪১॥

একপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদ্যষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী।
সহস্রাক্ষরা ভুবনস্য পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি ॥ ৪২॥
আরোহন্ দ্যামমৃতঃ প্রাব মে বচঃ
উৎ ত্বা যজ্ঞা ব্রহ্মপূতা বহন্ত্যধ্বগতো হরয়স্ত্বা বহন্তি ॥ ৪৩॥
বেদ তৎ তে অমর্ত্য যৎ ত আক্রমণং দিবি।
যৎ তে সধস্থং পরমে ব্যোমন্ ॥ ৪৪॥
সূর্যো দ্যাং সূর্যঃ পৃথিবীং সূর্য আপোঽতি পশ্যতি।
সূর্যো ভূতস্যৈকং চক্ষুরা রুরোহ দিবং মহীম্ ॥ ৪৫॥
উর্বীরসন্ পরিধয়ো বেদির্ভূমিরকল্পত।
তত্রৈতাবগ্নী আধত্ত হিমং ঘ্রংসং চ রোহিতঃ ॥ ৪৬॥
হিমং ঘ্রংসং চাধায় যূপান্ কৃত্বা পর্বতান্।
বর্ষাজ্যাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৪৭॥
স্বর্বিদো রোহিতস্য ব্রহ্মণাগ্নিঃ সমিধ্যতে।
তস্মাদ্ ঘ্রংসস্তস্মাদ্ধিমস্তস্মাদ্ যজ্ঞোঽজায়ত ॥ ৪৮॥
ব্রহ্মণাগ্নী বাবৃধানৌ ব্রহ্মবৃদ্ধৌ ব্রহ্মাহুতৌ।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৪৯॥
সত্যে অন্যঃ সমাহিতোঽপস্বন্যঃ সমিধ্যতে।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৫০॥
যং বাতঃ পরি শুম্ভতি যং বেন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
ব্রহ্মেদ্ধাবগ্নী ঈজাতে রোহিতস্য স্বর্বিদঃ ॥ ৫১॥
বেদিং ভূমিং কল্পয়িত্বা দিবং কৃত্বা দক্ষিণাম্।
ঘ্রংসং তদগ্নিং কৃত্বা চকার বিশ্বামাত্মন্বদ্ বর্ষেণাজ্যেন রোহিতঃ ॥ ৫২॥
বর্ষমাজ্যং ঘ্রংসো অগ্নির্বেদির্ভূমিরকল্পত।
তত্রৈতান্ পর্বতানগ্নির্গীর্ভিরূর্ধ্বাঁ অকল্পয়ৎ ॥ ৫৩॥
গীর্ভিরূর্ধ্বান্ কল্পয়িত্বা রোহিতো ভূমিমব্রবীৎ।
ত্বয়ীদং সর্বং জায়তাং যদ্ ভূতং যচ্চ ভূতং যচ্চ ভাব্যম্ ॥ ৫৪॥
স যজ্ঞঃ প্রথমো ভূতো অজায়ত।
তস্মাদ্ধ জজ্ঞ ইদং সর্বং যৎ কিং চেদং বিরোচতে
রোহিতেন ঋষিণাভৃতম্ ॥ ৫৫॥
যশ্চ গাং পদা স্ফুরতি প্রত্যঙ্ সূর্যং চ মেহতি।
তস্য বৃশ্চামি তে মূলং ন ছায়াং করবোঽপরম্ ॥ ৫৬॥
যো মাভিচ্ছায়মত্যেষি মাং চাগ্নিং চান্তরা।
তস্য বৃশ্চামি তে মূলং ন চ্ছায়াং করবোঽপরম্ ॥ ৫৭॥

Scanned with CamScanner

যো অদ্য দেব সুর্য ত্বাং চ মাং চান্তরায়তি।
দুস্বপ্ন্যং তস্মিংছমলং দুরিতানি চা মৃজ্মহে ॥ ৫৮॥
মা প্র গাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ।
মান্ত স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥ ৫৯॥
যো যজ্ঞস্য প্রসাধনস্তন্তুর্দেবেম্বাততঃ।
তমাহুতমশীমহি ॥ ৬০॥

বঙ্গানুবাদ — অন্তরিক্ষে লুক্কায়িত হে রোহিত (সূর্য)! তুমি উদিত হও। প্রিয় ও সত্যবাণীযুক্ত হও; এই রাষ্ট্রে আগমন পূর্বক সংসার-প্রকাশক ভরণ কর্তা রূপে তুমি রাষ্ট্রকে পুষ্ট করো; জলস্থায়ী বলপ্রদ অন্ন, দ্বিপদ-চতুষ্পদ জীব ও জলের ঔযধি সমূহকে পুষ্ট করো। হে মরুৎ-বর্গ! সুস্বাদু-পদার্থে তুষ্ট হওনশীল তোমরা বর্ষক হও, শত্রু-নাশক হও। রাষ্ট্রের উপরে রোহিত (সূর্য) উদিত হয়েছেন, তোমরা যুদ্ধের নিমিত্ত ভীত হয়ো না। রোহিত (সূর্য) কর্তৃক প্রকটিত ও দৃঢ়ীকৃত এই দ্যাবাপৃথিবীকে প্রজাপতি বলযুক্ত করেছেন; রোহিতই অন্তরিক্ষ ইত্যাদি লোকসমূহকে নির্মাণ করেছেন, দেবতাগণ সেগুলিকে পুষ্ট করেছেন। তিনিই লতা ইত্যাদি উৎপন্ন করেছেন, সকল শরীর পুষ্ট করেছেন, তিনিও প্রাণীগণের ভরণ-পোষণ করছেন, অতএব সেই হেন সূর্যের রাজ্যে সচেতন থাকো। ঘৃতের দ্বারা আহূত, ইষ্টপূরক, সোম-পুষ্ট জাতবেদা অগ্নি আমাকে যেন ত্যাগ না করেন, আমাকে সন্তান-গো ইত্যাদি ধনের দ্বারা পুষ্ট করুন। আমি যজ্ঞ-প্রকট-কর্তা, যজ্ঞমুখ সূর্যের উদ্দেশে আহূতি প্রদান করছি, তিনি আমাকে সংগ্রামে উচ্চস্থান প্রদান করুন। হে অগ্নি। বৃহতী-পংক্তি ইত্যাদি ছন্দ এবং বষট্‌কার তথা সূর্যতেজ তোমাতে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। সূর্যতেজ দ্যাবাপৃথিবী ও স্বর্গকে স্পর্শ করছে। হে বাচস্পতি! হে প্রজাপতি অগ্নি! পৃথিবী আমাদের পক্ষে সুখদায়িনী হোক। আমাদের গোষ্ঠে গাভীসমূহ এবং যোনিমধ্যে সন্তান উৎপন্ন হোক।...হে রাজা! অগ্নি, মিত্রাবরুণ তোমাকে পুষ্ট করুন, শত্রু তোমার বশীভূত হোক।....অগ্নিদেব দ্যাবাপৃথিবীকে স্থির রাখেন, তাঁর বলের দ্বারা দেবতাগণ সৃষ্টি রচনা করেন।...অগ্নিদেব ঘৃতের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়ে শত্রুগণের সংহারক হোন।....আমরা ক্রব্যাদ অগ্নির দ্বারা শত্রুগণকে দগ্ধ করছি।...হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আমাদের শত্রুগণকে প্রহার করো, ভস্ম করো। হে অগ্নি, বৃহস্পতি, সূর্য, মিত্রাবরুণ! তোমরা আমাদের শত্রুসমূহকে বিনষ্ট করো, তারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হোক। বিরাটের বৎস রোহিত (সূর্য) অন্তরিক্ষের উপর আরোহণ করছেন (বা বৃদ্ধি পাচ্ছেন)। হে রাজা! তুমি পৃথিবীর উপর অধিষ্ঠিত হও; অমৃতের উপর অধিষ্ঠিত থেকে প্রজাপালন করো। হে রোহিত (সূর্য)! এই মন্ত্রপূত যজ্ঞ তোমাকে বহন করছে।...বসুজিত, গোজিত্, সঘনজিত্ নামক রোহিতে (সূর্যে) আকাশ ও পৃথিবী আশ্রিত রয়েছে।...সূর্যাত্মক স্বর্গের কামনাশালী জন মন্ত্রাহুত অগ্নিকে মন্ত্রের দ্বারা প্রবৃদ্ধ ক'রে থাকেন এবং অগ্নিপূজন করেন। ...পৃথিবীকে বেদী, আকাশকে দক্ষিণা, দিন (সূর্য প্রকাশ)-কে অগ্নি এবং বর্ষাজলকে ঘৃতরূপে স্থির ক'রে রোহিত (সূর্য) সৃষ্টি-যজ্ঞ করেছিলেন। স্তুতির দ্বারা সমুদ্র হয়ে অগ্নি পর্বতকে উন্নত করেছিলেন। রোহিত (সূর্য) পৃথিবীকে বলেন—'ভবিষ্যতে যা কিছু হবে, তা তোমাতেই প্রাদুর্ভূত হোক।' যে জন সূর্যের দিকে মুখ-ক'রে মূত্র-ত্যাগ করে, গাভীকে (আপন) পদের দ্বারা স্পর্শ করে, দুই অগ্নির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে গমন করে, আমি তার মূলচ্ছেদ করছি। হে সূর্য! যে জন আমাদের ও তোমার মধ্যে বাধক হবে, সে পাপ দুঃস্বপ্ন ও দুষ্কর্মে স্থাপিত হোক। হে

Scanned with CamScanner

ইন্দ্র! যে যজ্ঞবিধির দ্বারা সোম প্রযুক্ত হয়ে থাকে, আমরা যেন সেই পদ্ধতি হ'তে পৃথক্ না হই। আমরা দেবতাগণে সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞকে বৃদ্ধি-করণশীল হবো; আমাদের দেশে যেন শত্রু না থাকে।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উদেহি বাজিন্' ইতি সূক্তং রোহিতদেবতাকং। রোহিতঃ কশ্চিদ্ দেব। উদ্যন যঃ সূর্যস্তদাত্মক ইতি জ্ঞেয়ং। রোহিতসাহচর্যেন মরুতঃ ইন্দ্রঃ অজঃ একপাদ অগ্নি সবিতা মিত্রাবরুণৌ ক্রব্যাদ্-অগ্নিঃ সূর্য অধ্যাহূতা বর্ণিতাশ্চ। রোহিতস্য তথা তৎসম্বন্ধিদেবানামত্র বর্ণনে প্রয়োজনং রাজ্ঞো রাষ্ট্রস্য ভরণম্ ইতি সূক্ত ইতস্ততো দ্রষ্টব্যং।....ইত্যাদি॥ (১৩কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — উপর্যুক্ত সূক্তটি রোহিত নামক কোনও দেবতাত্মক সূক্ত। রোহিত অর্থে উদিত সূর্য জানা উচিত। রোহিতের সাহচর্যে মরুৎ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবগণকে আহ্বান ও তাঁদের বর্ণনার প্রয়োজন হলো রাজার রাষ্ট্রের ভরণ—এ কথা সূক্তের মধ্যে ইতস্ততঃ দেখা যায়। কোন কোন মন্ত্রে রোহিত পদের নির্বচনে 'রুহো রুরোহ প্ররুহো রুরোহ' ইত্যাদি পদের প্রয়োগে এটাই বোধগম্য হয় যে, দ্যাবাপৃথিবী হ'তে যা রুরোহেতি অর্থাৎ উদ্ভূত বা জাত—তাই রোহিত। যাজ্ঞিকগণ বক্ষ্যমাণ প্রকারে এই মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ ক'রে থাকেন। অর্থকামনার জন্য আদিত্যের উপাসনায় অর্থোত্থাপন কামনায় স্নানপূর্বক উপাসনায়, অর্থসিদ্ধি কামনায় অক্ষত বস্ত্র পরিধান পূর্বক উপাসনায়, বিদ্রাবণ ইত্যাদি বিষয়ে শান্তি কামনায় বস্ত্র অভিমন্ত্রণে, ইত্যাদিতে এই সূক্তের বিনিয়োগ কৌশিক সূত্রে (৫।৫) উল্লিখিত আছে। এ ছাড়া 'যো রোহিতো' (২৫ তম মন্ত্র) ও 'রোহিতো দিবমারুহন্মহতঃ' (২৬তম মন্ত্র) সলিলগণে পঠিত। এই বিনিয়োগ কৌশিক সূত্র (৩।১,৩।৭) অনুসারে কর্তব্য। আরও সলিলগণে পঠিত হওয়ায় প্রথম কাণ্ডের পঞ্চম সূক্তে ('আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদিতে) এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 'সমিদ্ধো অগ্নি সমিধানো' থেকে 'উদ্যংস্থং দেব সূর্য'-এই পাঁচটির (২৮তম থেকে ৩২তম মন্ত্রের) বিনিয়োগ এই কাণ্ডের ৩য় অনুবাকের প্রথম সূক্তে ('য ইমে দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদিতে) দ্রষ্টব্য॥ (১৩কা. ১অ. ১সূ.)॥

◆ ◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, গায়ত্রী]

উদস্য কেতবো দিবি শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে।
আদিত্যস্য নৃচক্ষসো মহিব্রতস্য মীঢুষঃ ॥ ১॥
দিশাং প্রজ্ঞানাং স্বরন্তমর্চিষা সুপক্ষমাশুং পতয়ন্তমর্ণবে।
স্তবাম সূর্যং ভুবনস্য গোপাং যো রশ্মিভির্দিশ আভাতি সর্বাঃ ॥ ২॥
যৎ প্রাঙ্ প্রত্যঙ্ স্বধয়া যাসি শীভং নানারূপে অহনী কর্ষি মায়রা।
তদাদিত্য মহি তৎ তে মহি শ্রবো যদেকো বিশ্বং পরি ভূম জায়সে ॥ ৩॥
বিপশ্চিতং তরণিং ভ্রাজমানং বহন্তি যৎ হরিতঃ সপ্ত বহ্বীঃ।
স্রুতাদ্ যমত্রির্দিবমুন্নিনায় তং ত্বা পশ্যন্তি পরিযান্তমাজিম্ ॥ ৪॥

Scanned with CamScanner

মা ত্বা দভন্ পরিযান্তমাজিং স্বস্তি দুর্গাঁ অতি যাহি শীতম্।
দিবং চ সূর্য পৃথিবী চে দেবীমহোরাত্রে বিমিমানো যদেষি ॥ ৫॥
স্বস্তি তে সূর্য চরসে রথায় যেনোভাবন্তৌ পরিযাসি সদ্যঃ।
যং তে বহন্তি হরিতো বহিষ্ঠাঃ শতমশ্বা যদি বা সপ্ত বহ্বীঃ ॥ ৬॥
সুখং সূর্য রথমংশুমন্তং স্যোনং সুবহ্নিমধি তিষ্ঠ বাজিনম্।
যং তে বহন্তি হরিতো বহিষ্ঠাঃ শতমশ্বা যদি বা সপ্ত বহ্বীঃ ॥ ৭॥
সপ্ত সূর্যো হরিতো যাতবে রথে হিরণ্যত্বচসো বৃহতীরযুক্ত।
অমোচি শুক্রো রজসঃ পরস্তাদ্ বিধূয় দেবস্তমো দিবমারুহৎ ॥ ৮॥
উৎ কেতনা বৃহতা দেব আগন্নপাবৃক্ তমোঽভি জ্যোতিরশ্রৈৎ।
দিব্যঃ সুপর্ণঃ স বীরো ব্যখ্যদদিতেঃ পুত্রো ভূবনানি বিশ্বা ॥ ৯॥
উদ্যন্ রশ্মীনা তনুষে বিশ্বা রূপাণি পুষ্যসি।
উভা সমুদ্রৌ ক্রতুনা বি ভাসি সর্বাংল্লোকান্ পরিভূর্ভ্রাজমানঃ ॥ ১০॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতোঽর্ণবম্।
বিশ্বান্যো ভুবনা বিচষ্টে হৈরণ্যৈরন্যং হরিতো বহন্তি ॥ ১১॥
দিবি ত্বাত্রিরধারয়ৎ সূর্য মাসায় কর্তবে।
স এষি সুধৃতস্তপন্ বিশ্বা ভূতাবচাকশৎ ॥ ১২॥
উভাবন্তৌ সমর্ষসি বৎসঃ সম্মাতরাবিব।
নন্বেতদিতঃ পুরা ব্রহ্ম দেবা অমী বিদুঃ ॥ ১৩॥
যৎ সমুদ্রমনু শ্রিতং তৎ সিষাসতি সূর্যঃ।
অধ্বাস্য বিততো মহান্ পূর্বশ্চাপরশ্চ যঃ ॥ ১৪॥
তৎ সমাপ্নোতি জূতিভিস্ততো নাপ চিকিৎসতি।
তেনামৃতস্য ভক্ষং দেবানাং নাব রুন্ধতে ॥ ১৫॥
উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥ ১৬॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ১৭॥
অদৃশ্রন্নস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ১৮॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমা ভাসি রোচন ॥ ১৯॥
প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষীঃ।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্ব দৃর্শে ॥ ২০॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ২১॥

Scanned with CamScanner

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহর্মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যন্ জন্মানি সূর্য ॥ ২২॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণম্ ॥ ২৩॥
অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ২৪॥
রোহিতো দিবমারুহৎ তপসা তপস্বী।
স যোনিমৈতি স উ জায়তে পুনঃ স দেবানামধিপতির্বভূব ॥ ২৫॥
যো বিশ্বচর্ষণিরুত বিশ্বতোমুখো যো বিশ্বতস্পাণিরুত বিশ্বতস্পৃথঃ
সং বাহুভ্যাং ভরতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাপৃথিবী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ২৬॥
একপাদ্ দ্বিপদো ভূয়ো বি চক্রমে দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
দ্বিপাদ্ধ ষট্পদো ভূয়ো বি চক্রমে ত একপদস্তন্বং সমাসতে ॥ ২৭॥
অতন্দ্রো যাস্যন্ হরিতো যদাস্থাদ্ দ্বে রূপে কৃণুতে রোচমানঃ।
কেতুমানুদ্যন্ৎসহমানো রজাংসি বিশ্বা আদিত্য প্রবতো বি ভাসি ॥ ২৮॥
বন্মহাঁ অসি সূর্য বডাদিত্য মহাঁ অসি।
মহাংস্তে মহতো মহিমা ত্বমাদিত্য মহাঁ অসি ॥ ২৯॥
রোচসে দিবি রোচসে অন্তরিক্ষে পতঙ্গ পৃথিব্যাং
রোচসে রোচসে অপ্স্বন্তঃ।
উভা সমুদ্রৌ রুচ্যা ব্যাপিথ দেবো দেবাসি মহিষঃ স্বর্জিৎ ॥ ৩০॥
অর্বাঙ্ পরস্তাং প্রযতো ব্যধ্ব আশুর্বিপশ্চিৎ পতয়ন্ পতঙ্গঃ।
বিষ্ণুর্বিচিত্তঃ শবসাধিতিষ্ঠন্ প্র কেতুনা সহতে বিশ্বমেজৎ ॥ ৩১॥
চিত্রশ্চিকিত্বান্ মহিষঃ সুপর্ণ আরোচয়ন্ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
অহোরাত্রে পরি সূর্যং বসানে প্রাস্য বিশ্বা তিরতো বীর্যাণি ॥ ৩২॥
তিগ্মো বিভ্রাজন্ তন্বং শিশানোঽরঙ্গমাসঃ প্রবতো ররাণঃ।
জ্যোতিষ্মান্ পক্ষী মহিযো বয়োধা বিশ্বা
আস্থাৎ প্রদিশঃ কল্পমানঃ ॥ ৩৩॥
চিত্রং দেবানাং কেতুরনীকং জ্যোতিষ্মান্ প্রদিশঃ সূর্য উদ্যন্।
দিবাকরোঽতি দ্যুম্নৈস্তমাংসি বিশ্বাতারীদ্ দুরিতানি শুক্রঃ ॥ ৩৪॥
চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ৩৫॥
উচ্চা পতন্তমরুণং সুপর্ণং মধ্যে দিবস্তরণিং ভ্রাজমানম্।
পশ্যাম ত্বা সবিতারং যমাহুরজস্রং জ্যোতির্যদবিন্দদত্রিঃ ॥ ৩৬॥

Scanned with CamScanner

দিবস্পৃষ্ঠে ধাবমানং সুপর্ণমদিত্যাঃ পুত্রং নাথকাম উপ যামি ভীতঃ।
স নঃ সূর্য প্র তির দীর্ঘমায়ুর্মা রিষাম সুমতৌ তে স্যাম ॥ ৩৭॥
সহস্রাহ্ণ্যং বিয়তাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গম্।
স দেবান্‌সর্বানুরস্যুপদদ্য সংপশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৩৮॥
রোহিতঃ কালো অভবদ্ রোহিতোঽগ্রে প্রজাপতিঃ।
রোহিতো যজ্ঞানাং মুখং রোহিতঃ স্বরাভরৎ ॥ ৩৯॥
রোহিতো লোকো অভবদ্ রোহিতোঽত্যতপদ্ দিবম্।
রোহিতো রশ্মিভির্ভূমিং সমুদ্রমনু সং চরৎ ॥ ৪০॥
সর্বা দিশঃ সমচরদ্ রোহিতোঽধিপতির্দিবঃ।
দিবং সমুদ্রমাদ্ ভূমিং সর্বং ভূতং বি রক্ষতি ॥ ৪১॥
আরোহন্‌ছুক্রো বৃহতীরতন্দ্রো দ্বে রূপে কৃণুতে রোচমানঃ।
চিত্রশ্চিকিত্বান্ মহিষো বাতমায়া যাবতো লোকানভি যদ্ বিভাতি ॥ ৪২॥
অভ্যন্যদেতি পর্যন্যদস্যতেঽহোরাত্রাভ্যাং মহিষঃ কল্পমানঃ।
সূর্যং বয়ং রজসি ক্ষিয়ন্তং গাতুবিদং হবামহে নাধমানাঃ ॥ ৪৩॥
পৃথিবীপ্রো মহিষো নাধমানস্য গাতুরদব্ধচক্ষুঃ পরি বিশ্বং বভূব।
বিশ্বং সম্পশ্যন্‌ৎসুবিদত্রো যজত্র ইদং শৃণোতু যদহং ব্রবীমি ॥ ৪৪॥
পর্যস্য মহিমা পৃথিবীং সমুদ্রং জ্যোতিষা বিভ্রাজন্ পরি দ্যামন্তরিক্ষম্।
সর্বং সম্পশ্যন্‌ৎসু বিদত্রো যজত্র ইদং শৃণোতু যদহং ব্রবীমি ॥ ৪৫॥
অবোধ্যগ্নিঃ সমিধা জনানাং প্রতি ধেনুমিবায়তীমুষাসম্।
যহ্বা ইব প্র বয়ামুজ্জিহানাঃ প্র ভানবঃ সিস্রতে নাকমচ্ছ ॥ ৪৬॥

বঙ্গানুবাদ — মহৎকর্মা, সেচনসমর্থ, সাক্ষীরূপ আদিত্যের (সূর্যের) নির্মল রশ্মিসমূহ উন্নত হচ্ছে। আমরা এই রশ্মিসমূহ উন্নত হচ্ছে। আমরা এই রশ্মিসমূহের দ্বারা দিকসমূহকে প্রকাশ-দানশীল, লোকরক্ষক সূর্যের স্তুতি করছি। হে সূর্য! হবিসমূহের দ্বারা তুমি পূর্ব-পশ্চিম দিকসমূহে গমন ক'রে থাকো, দিবা ও রাত্রকে বিভিন্ন রূপ দান করছো, তোমার যশ সর্বতঃ প্রশংসনীয়। তেজস্বী তুমি, তোমার রশ্মিসমূহের দ্বারা বাহিত, ভবসিন্ধুর তরণিরূপ তোমাকে ব্রহ্ম সমুদ্র হ'তে উপরে সূর্যলোকে গমন করছেন। যুদ্ধভূমিতে তোমার প্রবেশ কেউই রোধ করতে পারে না। তোমার অগ্নিসম তেজস্বী স্বর্ণবর্ণের সপ্ত অশ্ব, পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী গমনকারী তোমার রথ—সকলের মঙ্গল হোক।...অদিতিপুত্র সূর্য সর্বলোকে বিখ্যাত।...হে সূর্য! ত্রিতাপ হ'তে মুক্ত অত্রি তোমাকে মাস-সমূহের নিমিত্ত জগৎসংসারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তুমি স্বয়ং তপ্ত হয়েও সকলকে প্রকাশ দান ক'রে থাকো।...সূর্য বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল; বালক যেমন মাতা-পিতার নিকট উপনীত হয়, সূর্যও তেমনই পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হন। সূর্যের উদয়ে নক্ষত্র-সমূহও তস্করের ন্যায় দ্রুত পলায়ন করে।...সর্বদ্রষ্টা সূর্য সকলকে দর্শনের নিমিত্ত প্রকট হন। পাপনাশক সূর্য পুণ্যকর্মাদের প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন ক'রে থাকেন। সূর্য হলেন দেবতাগণের স্বামী (পালক)। অনেক মুখশালী, অনেক ভুজশালী অসাধারণ দেবতা সূর্য আপন রশ্মিসমূহের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রকাশিত করতে

Scanned with CamScanner

এবং ভরণ-পোষণ করতে থাকেন। অতন্দ্রিতভাবে বিচরণ ক'রে সূর্য যখন বিশ্রাম নেন, তখন তিনি দুই রূপ নির্মাণ করেন। এক রূপের দ্বারা তিনি জগৎসংসারের অন্তরালবর্তী হন, অপর রূপের দ্বারা তিনি জগৎসংসারে প্রকট হয়ে সর্ব লোককে প্রকাশিত ক'রে থাকেন। মহান্ অপেক্ষাও মহান, জ্ঞানবান্, পূজ্য সূর্য শোভন মার্গে গমন করতে করতে দ্যাবাপৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও জলরাশিকে দীপ্ত ক'রে থাকেন এবং সকলকে পার ক'রে থাকেন। জ্যোতির্মান, অন্নপোকক ও দিশাপ্রকাশক সূর্য দেববৃন্দের ধ্বজারূপ, দর্শনীয়, অন্ধকার-পাপনাশক, দিনকর, সর্বপ্রাণীর আত্মাস্বরূপ, দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষ তথা সকল প্রাণীতে ব্যাপ্ত আছেন। আমরা ঊর্ধ্বগামী, অরুণ, শোভিত সূর্যকে সদৈব দর্শন ক'রি। হে সূর্য্য! তুমি আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হও, আমরা যেন হিংসিত না হই, যেন দীর্ঘজীবী হই। সূর্যের দক্ষিণ ও উত্তর—দুই অয়ন নিয়মিত হয়ে থাকে, সেগুলি দেবগণকে নিজেদের মধ্যে লীন ক'রে থাকে। তিনি প্রজাপতি, তিনি যজ্ঞের মুখ, তিনি রোহিত এবং স্বর্গের পোষক, তিনি স্বর্গাধিপতি, তিনি সকল দিকে ভ্রমণকারী, তিনি সকল জীব এবং পৃথিবীর রক্ষক। আমরা সেই হেন সূর্যকে আহ্বান করছি। যাঁর দৃষ্টি কখনও ক্ষীণ হয় না, যিনি মহিমাবান্, যিনি পালনকর্তা, যিনি সকল দিকে ব্যাপ্ত, তিনি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — 'উদস্য কেতবঃ' ইতি সবিতৃদেবতাকং। যাজ্ঞিকা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ বিনিযুঞ্জন্তি। ....ইত্যানুবাকস্য সলিলগণে পাঠঃ। অতস্তস্য গণপ্রযুক্তো বিনিয়োগো দ্রষ্টব্যঃ (১/৫)। তথা উপনয়নে আয়ুরভিবৃদ্ধ্যর্থং অনেনানুবাকেন মানবকস্ত্রিকালং আদিত্যং উপতিষ্ঠেত। সূত্রিতং হি।...ইত্যাদি॥ (১৩কা. ২অ. ১সূ.) ॥

টীকা — সবিতাদেবতা-বিষয়ক এই সূক্তটি যাজ্ঞিকগণ বক্ষ্যমাণ প্রকারে বিনিয়োগ ক'রে থাকেন। এই অনুবাকের সকল মন্ত্রই সলিলগণে পঠিত। অতএব এগুলির গণপ্রমুক্ত বিনিয়োগ পূর্ব্বের ন্যায় 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি সূক্তে (১কা. ১অ. ৫সু.) দ্রষ্টব্য। উপনয়নে আয়ুর্বৃদ্ধির নিমিত্ত এই অনুবাকের মন্ত্র সমূহের দ্বারা মানবকের পক্ষে পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে আদিত্য দেবের উপাসনা কর্তব্য। (কৌ. ৭।৯)। তথা চাতুর্মাস্যে সাকমেধপর্বসমূহে পিত্র্যেষ্টিতে আদিত্যের উপস্থাপনে এগুলির বিনিয়োগ হয়ে থাকে। (বৈ. ২।৫) ॥ (১৩কা. ২অ. ১সূ.) ॥

◆◆

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, কৃতি, অষ্টি, ভুরিক্, বিকৃতি ইত্যাদি।]

য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জজান যো দ্রাপিং কৃত্বা ভুবনানি বস্তে।
যস্মিন্ ক্ষিয়ন্তি প্রদিশঃ ষডুর্বীর্যা পতঙ্গো অনু বিচাকশীতি।
তস্য দেবস্য ক্রুদ্ধস্যৈতদাগো য এবং বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং জিনাতি।
উদ্ বেপয় রোহিত প্র ক্ষিণীহি ব্রহ্মজ্যস্য প্রতি মুঞ্চ পাশান্ ॥ ১॥

Scanned with CamScanner

যস্মাৎ বাতা ঋতুথা পবন্তে যস্মাৎ সমুদ্রা অধি বিক্ষরন্তি।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥২॥
যো মারয়তি প্রাণয়তি যস্মাৎ প্রাণন্তি ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥৩॥
যঃ প্রাণেন দ্যাবাপৃথিবী তর্পয়ত্যপানেন সমুদ্রস্য জঠরং যঃ পিপর্তি।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥৪॥
যস্মিন্ বিরাট্ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিরগ্নির্বৈশ্বানরঃ সহ পঙ্ক্ত্যা শ্রিতঃ।
যঃ পরস্য প্রাণং পরমস্য তেজ আদদে।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥৫॥
যস্মিন্ ষড়ুবীঃ পঞ্চ দিশো অধি শ্রিতাশ্চতস্র
আপো যজ্ঞস্য ত্রয়োক্ষরাঃ।
যো অন্তরা রোদসী ক্রুদ্ধশ্চক্ষুষৈক্ষত।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥৬॥
যো অন্নাদো অন্নপতির্বভূব ব্রহ্মণস্পতিরুত যঃ।
ভূতো ভবিষ্যদ্ ভুবনস্য যস্পতিঃ।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥৭॥
অহোরাত্রৈর্বিমিতং ত্রিংশদঙ্গং ত্রয়োদশং মাসং যো নির্মিমীতে।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥৮॥
কৃষ্ণং নিযানং হরয়ঃ সুপর্ণা অপো বসানা দিবমুৎ পতন্তি।
ত আববৃত্রন্ৎসদনাদৃতস্য।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥৯॥
যৎ তে চন্দ্রং কশ্যপ রোচনাবদ্ যৎ সংহিতং পুষ্কলং চিত্রভানু।
যস্মিন্ৎসূর্যা আর্পিতাঃ সপ্ত সাকং।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥১০॥
বৃহদেনমনু বস্তে পুরস্তাদ্ রথন্তরং প্রতি গৃহ্ণাতি পশ্চাৎ
জ্যোতির্বসানে সদমপ্রমাদং।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১১॥
বৃহদন্যতঃ পক্ষ আসীদ রথন্তরমন্যতঃ সবলে সধ্রীচী।
যদ্ রোহিতমজনয়ন্ত দেবাঃ।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১২॥
স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্
স সবিতা ভূত্বান্তরিক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১৩॥

সহস্রাহ্ন্যং বিযতাবস্য পক্ষৌ হরের্হংসস্য পততঃ স্বর্গম্।
স দেবান্ৎসর্বানুরস্যুপদদ্য সম্পশ্যন্ যাতি ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১৪॥
অয়ং স দেবো অপ্স্বন্তঃ সহস্রমূলঃ পুরুশাকো অত্রিঃ।
যঃ ইদং বিশ্বং ভুবনং জজান।
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥১৫॥
শুক্রং বহন্তি হরয়ো রঘুষ্যদো দেবং দিবি বর্চসা ভ্রাজমানম্।
যস্যোর্ধ্বা দিবং তন্বস্তপন্ত্যর্বাঙ্ সুবর্ণৈঃ পটরৈর্বি ভাতি।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১৬॥
যেনাদিত্যান্ হরিতঃ সংবহন্তি যেন যজ্ঞেন বহবো যন্তি প্রজানন্তঃ।
যদেকং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১৭॥
সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১৮॥
অষ্টধা যুক্তো বহতি বহ্নিরুগ্রঃ পিতা দেবানাং জনিতা মতীনাম্।
ঋতস্য তন্তুং মনসা মিমানঃ সর্বা দিশঃ পবতে মাতরিশ্বা।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥১৯॥
সম্যঞ্চং তন্তুং প্রদিশোহনু সর্বা অন্তর্গায়ত্র্যামমৃতস্য গর্ভে
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥২০॥
নিম্রুচস্তিস্রো ব্যুযো হ তিস্রস্ত্রীণি রজাংসি দিবো তিস্রঃ।
বিদ্মা তে অগ্নে ত্রেধা জনিত্রং ত্রেধা দেবানাং জনিমানি বিদ্ম।
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥২১॥
বি ষ ঔর্ণোৎ পৃথিবীং জায়মান আ সমুদ্রমদধাদন্তরিক্ষে
তস্য দেবস্য......মুঞ্চ পাশান্ ॥২২॥
ত্বমগ্নে ক্রতুভিঃ কেতুভির্হিতোঽর্কঃ সমিদ্ধ উদরোচথা দিরি।
কিমভ্যার্চন্মরুতঃ পৃশ্নিমাতরো যদ্ রোহিতমজনয়ন্ত দেবাঃ।
তস্য দেবস্য.......মুঞ্চ পাশান্ ॥২৩॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যোঽস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদঃ।
তস্য দেবস্য........মুঞ্চ পাশান্ ॥২৪॥
একপাদ্ দ্বিপদো ভুয়ো বি চক্রমে দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাচ্চক্রে দ্বিপদামভিস্বরে সম্পশ্যন্ পঙ্‌ক্তিমুপতিষ্ঠমানঃ
তস্য দেবস্য.....মুঞ্চ পাশান্ ॥২৫॥

Scanned with CamScanner

কৃষ্ণায়াঃ পুত্রো অর্জুনো রাত্র্যা বৎসোঽজায়ত।
স হ দ্যামধি রোহতি রুহো রুরোহ রোহিতঃ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ — দ্যাবাপৃথিবীর প্রকটকর্তা, সর্বলোকাচ্ছাদক, সর্বদিশার প্রকাশক, ঋতু অনুসারে বায়ু চালনাকারী, সমুদ্রকে প্রভাবিত-করণশালী সূর্যকে অথবা বিদ্বান ব্রাহ্মণকে যে অপমান ক'রে থাকে, সেই ব্রাহ্মণকে, হে রোহিতদেব! কম্পান্বিত করো, তাকে ক্ষীণ ক'রে বন্ধনে পাতিত করো। যে দেবতার প্রভাবে ঋতু অনুসারে বায়ু চালিত ও সমুদ্র প্রবাহিত হয়, যিনি মনুষ্যের মধ্যে প্রাণপূর্ণ করেন, যাঁর কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস চালিত হয়, যিনি বিরাট, যিনি পরমেষ্ঠী, যিনি বৈশ্বানর, যাঁতে প্রজা অগ্নি নিবাস করেন, যিনি প্রাণের তেজের ধারক, যাঁর মধ্যে দিশাসমূহ রশ্মিসকল জল ও যজ্ঞ আশ্রিত, যিনি দ্যাবাপৃথিবীর দ্রষ্টা, যিনি ব্রহ্মণস্পতি, যিনি ভূত-ভবিষ্য-বর্তমানের তথা ত্রিলোকের স্বামী—এমনই ক্রোধবন্ত সূর্যকে যে অপমান করে অথবা যে বিদ্বান ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী, তাকে, হে রোহিতদেব! কম্পান্বিত করো, ক্ষীণ করো এবং বন্ধনযুক্ত করো। যাঁর অনুকূলে অবস্থান পূর্বক বৃহৎ এবং রথন্তর সাম আচ্ছাদন ক'রে থাকে, যিনি স্বয়ং সূর্য-বরুণ-অগ্নি-মিত্র তথা সবিতারূপে অন্তরিক্ষস্থ এবং ইন্দ্ররূপে স্বর্গস্থ আছেন, যিনি পাপনাশক, যাঁর অয়ন সর্বদা নিয়মবদ্ধ, যাঁর মধ্যে দেবতাগণ লীন হয়ে থাকেন, যিনি সর্বলোকের প্রকাশক, যিনি জলে নিবাসকারী, যিনি সকলের মূল ও ত্রিতাপ-রহিত, যাঁর দ্রুতগামিনী রশ্মিসমূহ স্বর্গে প্রকাশিত, যাঁর প্রভাবে সূর্যের অশ্ব সূর্যরথকে বহন করে এবং বিজ্ঞ পুরুষ যজ্ঞ ইত্যাদি কর্মসমূহকে প্রাপ্ত হয়, যিনি সপ্তর্ষিগণের দ্বারা নমস্কার্য, যাঁর দ্বারা ঋতু ও কালচক্র প্রবর্তিত হয়, যিনি বুদ্ধির উৎপাদক—সেই হেন ক্রোধবন্ত সূর্যের অপরাধীকে অথবা ব্রাহ্মণের হিংসক ব্রহ্মজ্যকে, হে রোহিতদেব! তুমি ব্যথিত ক'রে ক্ষীণ করো এবং বন্ধনে আবদ্ধ করো। যিনি উৎপন্ন হয়ে ভূমিকে আচ্ছাদিত ও জলকে অন্তরিক্ষস্থ করেন, সেই বলপ্রদাতা, আত্মবল-প্রেরক, দেবতাগণের আরাধ্য, সর্বেশ্বর, একপাদ দ্বিপাদ ইত্যাদিরূপে বিক্রমণশীল ব্রহ্মাকে আমরা পূজা ক'রি—এমনই ক্রোধবন্ত দেবের নিকট অপরাধী এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণের হিংসককে, হে রোহিতদেব! তুমি কম্পিত করো, ক্ষীণ করো এবং আপন দৃঢ় পাশে আবদ্ধ করো।...কৃষ্ণা রাত্রির পুত্র সূর্য জাত হয়ে শুভ্রজ্যোতির্ময় রূপে গগনে আরোহণ করছেন এবং তিনিই রোহিত হয়ে রোহনশীল পদার্থের উপর আরোহণ করছেন। (তাঁকে নমস্কার)।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — রোহিতদেবতাকং এতৎ সূক্তং। রোহিত কশ্চিদ্ দেব উদ্যৎসূর্যরূপঃ সূর্যস্য রোহিতনামকো যঃ প্রধানোঽশ্বস্তদ্রূপেন বা কল্পিতঃ। তস্য পরমার্থং রূপং ত্রয়োদশচতুর্দশপঞ্চদশষোড়শ-সপ্তদশাষ্টাদশৈকোনবিংশেষু মন্ত্রেষু দ্রষ্টব্যং।....ইত্যাদি ॥ (১৩কা. ৩অ. ১সূ) ॥

টীকা — এই সূক্তটি রেহিতদেবতাক। রোহিত অর্থে কোন দেবতা উদীয়মান সূর্যরূপে প্রতিভাত অথবা সূর্যের রোহিতনামক যে প্রধান অশ্ব আছে, তার রূপের দ্বারা কল্পিত। তার পরমার্থরূপ ১৩শ থেকে ১৯শতম মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,—'তিনি প্রাতঃকালে বরুণ ও সায়ংকালে অগ্নি হন এবং প্রাতঃকালে উদিত হয়ে মিত্র হয়ে যান; আবার সবিতা রূপে অন্তরিক্ষে ও ইন্দ্র রূপে স্বর্গে স্থির থাকেন'। —ইত্যাদি। সম্প্রদায় অনুসারে যাজ্ঞিকগণ আভিচারিক কর্মসমূহে এই সূক্তের বিনিয়োগ ক'রে থাকেন। এই সূক্তমন্ত্রের দ্বারা দ্বেষ্যগণের ক্ষতিসম্পাদন ইত্যাদি বহু কর্ম সাধিত হয়। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠতম ('ষষ্মিন্ ষড়ুবী পঞ্চ') মন্ত্রের দ্বারা উদবজ্র প্রহরণ, সপ্তম ('যো অন্নাদো অন্নপতিঃ') মন্ত্রের দ্বারা দ্বেষ্যের মনঃপীড়া সংঘটন, ইতাদি সাধিত হয়। (কৌ. ৬।৩)—ইত্যাদি ॥ (১৩কা. ৩অ. ১সূ.)॥

Scanned with CamScanner

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, উষ্ণিক্।]

স এতি সবিতা স্বর্দিবস্পৃষ্ঠেঽবচাকশৎ ॥ ১ ॥
রশ্মিভির্নভ অভৃতং মহেন্দ্র এত্যাবৃতঃ ॥ ২ ॥
স ধাতা স বিধর্তা স বায়ুর্নভ উচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩ ॥
সোঽর্যমা স বরুণঃ স রুদ্রঃ স মহাদেবঃ ॥ ৪ ॥
সো অগ্নিঃ স উ সূর্যঃ স উ এব মহাযমঃ ॥ ৫ ॥
তং বৎসা উপ তিষ্ঠন্ত্যেকশীর্ষাণো যুতা দশ ॥ ৬ ॥
পশ্চাৎ প্রাঞ্চ আ তন্বন্তি যদুদেতি বি ভাসতি ॥ ৭ ॥
তস্যৈষ মারুতো গণঃ স এতি শিক্যাকৃতঃ ॥ ৮ ॥
রশ্মিভির্নভ আভৃতং মহেন্দ্র এত্যাবৃতঃ ॥ ৯ ॥
তস্যেমে নব কোশা বিষ্টম্ভা নবধা হিতাঃ ॥ ১০ ॥
স প্রজাভ্যো বি পশ্যতি যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন ॥ ১১ ॥
তমিদং নির্গতং সহঃ স এষ এক একবৃদেক এব ॥ ১২ ॥
এতে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ — এই সূর্য আকাশপৃষ্ঠে দীপ্যমান হয়ে আগমন করছেন; তিনি আকাশকে আবৃত করছেন। তিনিই ধাতা ও বিধাতা, তিনিই বায়ু ও উচ্ছ্রিত আকাশ। তিনিই অর্যমা, তিনিই বরুণ, তিনিই রুদ্র, তিনিই মহাদেব, তিনিই যম। উদয় হওয়া মাত্রই তিনি দীপ্ত হ'তে থাকেন, তাঁর রশ্মিরাশি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হ'তে থাকে। তাঁর গণ হলেন মরুৎ এবং ইন্দ্র যাঁর কিরণে আবৃত আছেন, সেই সর্বদ্রষ্টা ও সর্বসাক্ষী একতম দেবকে সকলে বরণ ক'রে থাকে।

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্।]

কীর্তিশ্চ যশশ্চাম্ভশ্চ নভশ্চ ব্রাহ্মণবর্চসং চান্নং চান্নাদ্যং চ ॥ ১ ॥
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ২ ॥

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৩॥
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৪॥
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৫॥
স সর্বস্মৈ বি পশ্যতি যচ্চ প্রাণতি যচ্চ ন।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৬॥
তমিদং নিগতং সহ স এষ এক একবৃদেক এব।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৭॥
সর্বে অস্মিন্ দেবা একবৃতো ভবন্তি।
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ — যিনি এই একবৃত সূর্যকে জ্ঞাত হন, তিনি কীর্তি, জল, আকাশ, যশ, ব্রহ্মচর্য, অন্ন ও অন্নপাচনক্রিয়া লাভ করেন। যিনি এই এককৃতকে জ্ঞাত হন, তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বলেন না। এই একবৃতের জ্ঞাতা পুরুষ স্থাবর জঙ্গম সব কিছুই দর্শনশালী হয়ে থাকেন। এই একবৃত সকল দেবতায় ব্যাপ্ত।

◆

তৃতীয় সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্।]

ব্রহ্ম চ তপশ্চ কীর্তিশ্চ যশশ্চাম্ভশ্চ নভশ্চ ব্রাহ্মণবর্চ্চসং
চান্নং চান্নাদ্যং চ। য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ১॥
ভূতং চ ভব্যং চ শ্রদ্ধা চ রুচিশ্চ স্বর্গশ্চ স্বধা চ ॥ ২॥
য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ ৩॥
স এব মৃত্যুঃ সোঽমৃতং সোঽভ্বং স রক্ষঃ ॥ ৪॥
স রুদ্রো বসুবনির্বসুদেয়ে নমোবাকে বষট্কারোঽনু সংহিতঃ ॥ ৫॥
তস্যেমে সর্বে যাতব উপ প্রশিষমাসতে ॥ ৬॥
তস্যামূ সর্বা নক্ষত্রা বশে চন্দ্রমসা সহ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — একবৃতের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্ম, তপ, কীর্তি, যশ, জল, আকাশ, ব্রহ্মতেজ, অন্ন ও অন্নপাচনের শক্তি, ভূত, ভবিষ্য, শ্রদ্ধা, রুচি, স্বর্গ, স্বধা, স্বাহা ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সেই একবৃতই মৃত্যু, অমৃত, রাক্ষস, রুদ্র, বসুবর্গ, বষট্কার। চন্দ্রমা সহ সকল নক্ষত্র তাঁরই বশীভূত।

Scanned with CamScanner

চতুর্থ সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী।]

স বা অহ্নোঽজায়ত তস্মাদহরজায়ত ॥ ১॥
স বৈ রাত্র্যা অজায়ত তস্মাদ্ রাত্রিরজায়ত ॥ ২॥
স বা অন্তরিক্ষাদজায়ত তস্মাদন্তরিক্ষমজায়ত ॥ ৩॥
স বৈ বায়োরজায়ত তস্মাদ্ বায়ুরজায়ত ॥ ৪॥
স বৈ দিবোঽজায়ত তস্মাদ্ দ্যৌরধ্যজায়ত ॥ ৫॥
স বৈ দিগ্‌ভ্যোঽজায়ত তস্মাদ্ দিশোঽজায়ন্ত ॥ ৬॥
স বৈ ভূমেরজায়ত তস্মাদ্ ভূমিরজায়ত ॥ ৭॥
স বা অগ্নেরজায়ত তস্মাদগ্নিরজায়ত ॥ ৮॥
স বা অদ্ভ্যোঽজায়ত তস্মাদাপোঽজায়ন্ত ॥ ৯॥
স বা ঋগ্‌ভ্যোঽজায়ত তস্মাদৃচোঽজায়ন্ত ॥ ১০॥
স বৈ যজ্ঞাদজায়ত তসাদ্ যজ্ঞোঽজায়ত ॥ ১১॥
স যজ্ঞস্তস্য যজ্ঞঃ স যজ্ঞস্য শিরস্কৃতম্ ॥ ১২॥
স স্তনয়তি স বি দ্যোততে স উ অশ্মানমস্যতি ॥ ১৩॥
পাপায় বা ভদ্রায় বা পুরুষায়াসুরায় বা ॥ ১৪॥
যদ্বা কৃণোষ্যোষধীর্যদ্বা বর্ষসি ভদ্রয়া যদ্বা জন্যমবীবৃধঃ ॥ ১৫॥
তাবাংস্তে মঘবন্ মহিমোপো তে তন্বঃ শতম্ ॥ ১৬॥
উপো তে বধ্বে বদ্ধানি যদি বাসি ন্যর্বুদম্ ॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ — দিবা, রাত্রি, বায়ু, আকাশ, দিকসমূহ, পৃথিবী, অগ্নি, জল, ঋক্‌সমূহ, যজ্ঞ—এগুলি সেই একবৃত হ'তেই প্রকট বা উৎপন্ন হয়েছে, আবার এগুলি হ'তেই সেই একবৃত প্রকট হয়েছেন। সেই একবৃত যজ্ঞের শীর্ষ রূপ। তিনিই দীপ্ত হচ্ছেন, তিনিই কড়কড় ক'রে ধ্বনিত হচ্ছেন, তিনিই শিলাপাত করছেন। তিনিই পাপীগণের, কল্যাণকারী পুরুষগণের, অসুরগণের, ঔষধি সমুদায়ের এবং বর্ষণের উৎপন্নকর্তা। তিনিই ইন্দ্র, তিনিই মহিমায় মহান এবং তিনিই অন্ত-রহিত।

◆

পঞ্চম সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী।]

ভূয়ানিন্দ্রো নমুরাদ্ ভূয়ানিন্দ্রাসি মৃত্যুভ্যঃ ॥ ১॥
ভূয়ানরাত্যা শচ্যাঃ পতিস্ত্বমিন্দ্রাসি বিভূঃ
প্রভূরিতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ ॥ ২॥

নমস্তে অস্তু পশ্যত পশ্য মা পশ্যত ॥ ৩॥
অন্নাদ্যেন যশসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ৪॥
অম্ভো অমো মহঃ সহ ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্।
নমস্তে অস্তু পশ্যত......ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ৫॥
অম্ভো অরুণং রজতং রজঃ সহ ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্।
নমস্তে অস্তু পশ্যত......ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ — (সেই একবৃত দেবতা) ইন্দ্র ও মৃত্যুর কারণ সমূহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তিনি দান-প্রতিবন্ধিকা শক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তিনি বৈভববন্ত এবং আরাধ্য। তাঁকে নমস্কার। জল-পৌরুষ-মহত্তা এবং সম্পন্নতার রূপধারী তাঁকে আমরা আরাধনা করছি। সেই অন্নবান্ দেব আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অধ্যাত্মম্

[ঋষি : ব্রহ্মা। দেবতা : অধ্যাত্মম্, রোহিত, আদিত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, উষ্ণিক্, বৃহতী।]

উরুঃ পৃথুঃ সুভূর্ভুব ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্।
নমস্তে অস্তু পশ্যত পশ্য মা পশ্যত।
অন্নাদ্যেন যশসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ১॥
প্রথো বরো ব্যচো লোক ইতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্।
নমস্তে অস্তু পশ্যত......ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ২॥
ভবদ্বসুরিদদ্বসুঃ সংযদ্বসুরায়দ্বসুরিতি ত্বোপাস্মহে বয়ম্ ॥ ৩॥
নমস্তে অস্তু পশ্যত পশ্য মা পশ্যত ॥ ৪॥
অন্নাদ্যেন যশসা তেজসা ব্রাহ্মণবর্চসেন ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — বৃহতী, বিস্তৃতা ও উৎকৃষ্টা ভূমি এবং আকাশ স্বরূপ সেই একবৃত দেবতাকে আমরা আরাধিত করছি। ব্যক্ত ও অভীষ্ট লোকরূপে তোমাকে আমরা আরাধনা করছি। ভবদ্‌বসু, ইদদ্‌বসু, সংযদ্‌বসু ও আয়দ্‌বসুর রূপে আমরা তোমার আরাধনা করছি। তুমি আমাদের অন্ন-যশ-তেজ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দর্শন করো। আমরা তোমার উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করছি।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — এতদপি রোহিতদেবতাকং। বিনিয়োগস্তু 'স এতি' ইত্যনুবাকং জপতি স্বর্গকাম ইতি বিনিয়োগমালায়াং ॥ (১৩কা. ৪অ. ১-৬সূ.)॥

টীকা — রোহিত দেবতা-বিষয়ক এই সূক্তমন্ত্রগুলির বিনিয়োগ 'জপতি স্বর্গকাম' এই বিনিয়োগমালায় দেওয়া হয়েছে।—এই অনুবাকের ছয়টি সূক্তই মূলে যথাক্রমে পর্যায়সূক্ত ব'লে উল্লেখিত আছে। এই চতুর্থ অনুবাকটি পূর্বোক্ত তৃতীয় অনুবাকের পরিপূরক ॥ (১৩কা. ৪অ. ১-৬সূ.)॥

॥ ইতি ত্রয়োদশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

Scanned with CamScanner

চতুর্দশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বিবাহ-প্রকরণম্

[ঋষি : সূর্যা সাবিত্রী। দেবতা : আত্মা, সোম, বিবাহ, বধূবাস, সংস্পর্শমোচন, বিবাহমন্ত্রাশিষ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, বৃহতী, উষ্ণিক্।]

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১॥
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২॥
সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিম্।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৩॥
যৎ ত্বা সোম প্রপিবন্তি তত আ প্যায়সে পুনঃ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৪॥
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাব্ণামিচ্ছৃন্বন্ তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৫॥
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্ যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ৬॥
রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্ বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতা ॥ ৭॥
স্তোমা আসন্ প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছন্দ ওপশঃ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎ পুরোগবঃ ॥ ৮॥
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎ পত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯॥
মনো অস্যা অন আসীদ্ দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্যা পতিম্ ॥ ১০॥
ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবৈতাম্।
শ্রোত্রে তে চক্রে আস্তাং দিবি পন্থাশ্চরাচরঃ ॥ ১১॥
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎ প্রযতী পতিম্ ॥ ১২॥

Scanned with CamScanner

সূর্যয়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
মঘাসু হন্যন্তে গাবঃ ফল্গুনীষু ব্যুহ্যতে ॥ ১৩॥
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবযাতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎ ক্ব দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৪॥
যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ।
বিশ্বে দেবা অনু ত্বদ্ বামজানন্ পুত্রঃ পিতরমবৃণীত পূষা ॥ ১৫॥
দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্ গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ ॥ ১৬॥
অর্যমণং যজামহে সুবন্ধুং পতিবেদনম্।
উর্বরুকমিব বন্ধনাৎ প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ ॥ ১৭॥
প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্।
যথেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি ॥ ১৮॥
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবাঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকে স্যোনং তে অস্তু সহসম্ভলায়ৈ ॥ ১৯॥
ভগস্ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি ॥ ২০॥
ইহ প্রিয়ং প্রজায়ৈ তে সমৃধ্যতামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং স্পৃশস্বাথ জির্বির্বিদথমা বদাসি ॥ ২১॥
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্বশ্নুতম্।
ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বস্তকৌ ॥ ২২॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরি যাতোঽর্ণবম্।
বিশ্বান্যো ভুবনা বিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়সে নবঃ ॥ ২৩॥
নবোনবো ভবসি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেষ্যগ্রম্।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাস্যায়ন্ প্র চন্দ্রমস্তিরসে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৪॥
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসূ।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূত্বা জায়া বিশতে পতিম্ ॥ ২৫॥
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধন্তে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতির্বন্ধেষু বধ্যতে ॥ ২৬॥
অশ্লীলা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্ বধ্বো বাসসঃ স্বমঙ্গমভ্যূর্ণুতে ॥ ২৭॥
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনম্।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মোত শুম্ভতি ॥ ২৮॥

Scanned with CamScanner

তৃষ্টমেতৎ কটুকমপাষ্টবদ্ বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বেদ স ইদ্ বাধূয়মর্হতি ॥ ২৯॥
স ইৎ তৎ স্যোনং হরতি ব্রহ্মা বাসঃ সুমঙ্গলম্।
প্রায়শ্চিত্তিং যো অধ্যেতি যেন জায়া ন রিষ্যতি ॥ ৩০॥
যুবং ভগং সং ভরতং সমৃদ্ধমৃতং বদন্তাবৃতোদ্যেষু।
ব্রহ্মণস্পতে পতিমস্যৈ রোচয় চারু সম্ভলো বদতু বাচমেতাম্ ॥ ৩১॥
ইহেদসাথ ন পরো গমাথেমং গাবঃ প্রজয়া বর্ধয়াথ।
শুভং যতীরুস্রিয়াঃ সোমবর্চসো বিশ্বে দেবাঃ ক্রন্নিহ বো মনাংসি ॥ ৩২॥
ইমং গাবঃ প্রজয়া সং বিশাথায়ং দেবানাং ন মিনাতি ভাগম্।
অস্মৈ বঃ পূষা মরুতশ্চ সর্বে অস্মৈ বো ধাতা সবিতা সুবাতি ॥ ৩৩॥
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সন্তু পন্থানো যেভিঃ সখায়ো যন্তি নো বরেয়ম্।
সং ভগেন সমর্যম্ণা সং ধাতা সৃজতু বর্চসা ॥ ৩৪॥
যচ্চ বর্চো অক্ষেষু সুরায়াং চ যদাহিতম্।
যদ্ গোষ্বশ্বিনা বর্চস্তেনেমাং বর্চসাবতম্ ॥ ৩৫॥
যেন মহানঘ্ন্যা জঘনমশ্বিনা যেন বা সুরা।
যেনাক্ষা অভ্যষিচ্যন্ত তেনেমাং বর্চসাবতম্ ॥ ৩৬॥
যো অনিধ্মো দীদয়প্স্বন্তর্যং বিপ্রাস ঈড়তে অধ্বরেষু।
অপাং নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবৃধে বীর্য্যবান্ ॥ ৩৭॥
ইদমহং রুশন্তং গ্রাভং তনূদূষিমপোহামি।
যো ভদ্রো রোচনস্তমুদচামি ॥ ৩৮॥
আস্যৈ ব্রাহ্মণাঃ স্নপনীর্হরন্ত্ববীরঘ্নীরুদজন্ত্বাপঃ।
অর্যম্ণো অগ্নিং পর্যেতু পূষন্ প্রতীক্ষন্তে শ্বশুরো দেবরশ্চ ॥ ৩৯॥
শং তে হিরণ্যং শমু সন্ত্বাপঃ শং মেথির্ভবতু শং যুগস্য তর্দ্ম।
শং ত আপঃ শতপবিত্রা ভবন্তু শমু পত্যা তন্বং সং স্পৃশস্ব ॥ ৪০॥
খে রথস্য খেঽনসঃ খে যুগস্য শতক্রতো।
অপালামিন্দ্র ত্রিষ্পূত্বাকৃণোঃ সূর্যত্বচম্ ॥ ৪১॥
আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং রয়িম্।
পত্যুরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যস্বামৃতায় কম্ ॥ ৪২॥
যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুরস্তং পরেত্য ॥ ৪৩॥
সম্রাজ্ঞ্যেধি শ্বশুরেষু সম্রাজ্ঞ্যুত দেবৃষু।
ননান্দুঃ সম্রাজ্ঞ্যেধি সম্রাজ্ঞ্যুত শ্বশ্রাঃ ॥ ৪৪॥

Scanned with CamScanner

যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যাশ্চ তত্নিরে যা দেবীরন্তাঁ অভিতোঽদদন্ত।
তাস্ত্বা জরসে সং ব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরি ধৎস্ব বাসঃ ॥ ৪৫॥
জীবং রুদন্তি বি নয়ন্ত্যধ্বরং দীর্ঘামনু প্রসিতিং দীধ্যুর্নরঃ।
বামং পিতৃভ্যো য ইদং সমীরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ে পরিষ্বজে ॥ ৪৬॥
স্যোনং ধ্রুবং প্রজায়ৈ ধারয়মি তেঽশ্মানং দেব্যাঃ পৃথিব্যা উপস্থে।
তমা তিষ্ঠানুমাদ্যা সুবর্চা দীর্ঘং ত আয়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥ ৪৭॥
যেনাগ্নিরস্যা ভূম্যা হস্তং জগ্রাহ দক্ষিণম্।
তেন গৃহ্ণামি তে হস্তং মা ব্যথিষ্ঠা ময়া সহ প্রজয়া চ ধনেন চ ॥ ৪৮॥
দেবস্তে সবিতা হস্তং গৃহ্ণাতু সোমো রাজা সুপ্রজসং কৃণোতু।
অগ্নিঃ সুভগাং জাতবেদাঃ পত্যে পত্নীং জরদষ্টিং কৃণোতু ॥ ৪৯॥
গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ৫০॥
ভগস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহপতিস্তব ॥ ৫১॥
মমেয়মস্তু পোষ্যা মহ্যং ত্বাদদ্ বৃহস্পতিঃ।
ময়া পত্যা প্রজাবতি সং জীব শরদঃ শতম্ ॥ ৫২॥
ত্বষ্টা বাসো ব্যদধাচ্ছুভে কং বৃহস্পতেঃ প্রশিষা কবীনাম্।
তেনেমাং নারীং সবিতা ভগশ্চ সূর্যামিব পরি ধত্তাং প্রজয়া ॥ ৫৩॥
ইন্দ্রাগ্নী দ্যাবাপৃথিবী মাতরিশ্বা মিত্রাবরুণা ভগো অশ্বিনোভা।
বৃহস্পতির্মরুতো ব্রহ্ম সোম ইমাং নারীং প্রজয়া বর্ধয়ন্তু ॥ ৫৪॥
বৃহস্পতিঃ প্রথমঃ সূর্যায়াঃ শীর্ষে কেশাঁ অকল্পয়ৎ।
তেনেমামশ্বিনা নারীং পত্যে সং শোভয়ামসি ॥ ৫৫॥
ইদং তদ্রূপং যদবস্ত যোষা জায়াং জিজ্ঞাসে মনসা চরন্তীম্।
তামন্বর্তিষ্যে সখিভির্নবগ্বৈঃ ক ইমান্ বিদ্বান্ বি চচর্ত পাশান্ ॥ ৫৬॥
অহং বি ষ্যামি ময়ি রূপমস্যা বেদদিৎ পশ্যন্ মনসঃ কুলায়ম্।
ন স্তেয়মদ্মি মনসোদমুচ্যে স্বয়ং শ্রন্থানো বরুণস্য পাশান্ ॥ ৫৭॥
প্র ত্বা মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাদ্ যেন ত্বাবধ্নাৎ সবিতা সুশেবাঃ।
উরুং লোকং সুগমত্র পন্থাং কৃণোমি তুভ্যং সহপত্ন্যৈ বধু ॥ ৫৮॥
উদ্যচ্ছধ্বমপ রক্ষো হনাথেমাং নারীং সুকৃতে দধাত।
ধাতা বিপশ্চিৎ পতিমস্যৈ বিবেদ ভগো রাজা পুর এতু প্রজানন্ ॥ ৫৯॥
ভগস্ততক্ষ চতুরঃ পাদান্ ভগস্ততক্ষ চত্বার্যুষ্পলানি।
ত্বষ্টা পিপেশ মধ্যতোঽনু বর্ধ্রানৎসা নো অস্তু সুমঙ্গলী ॥ ৬০॥

Scanned with CamScanner

সুকিংশুকং বহতুং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পতিভ্যো বহতুং কৃণু ত্বম্ ॥ ৬১॥
অভ্রাতৃঘ্নীং বরুণাপশুঘ্নীং বৃহস্পতে।
ইন্দ্রাপতিঘ্নীং পুত্রিনীমাস্মভ্যং সবিতর্বহ ॥ ৬২॥
মা হিংসিষ্টং কুমার্যং স্থূণে দেবকৃতে পথি।
শালায়া দেব্যা দ্বারং স্যোনং কৃণ্মো বধূপথম্ ॥ ৬৩॥
ব্রহ্মাপরং যুজ্যতাং ব্রহ্ম পূর্বং ব্রহ্মান্ততো মধ্যতো ব্রহ্ম সর্বতঃ।
অনাব্যাধাং দেবপুরাং প্রপদ্য শিবা স্যোনা পতিলোকে বি রাজ ॥ ৬৪॥

বঙ্গানুবাদ — সত্যের দ্বারা পৃথিবী-আকাশ ও সূর্য-চন্দ্রমা স্থিত, সূর্যের দ্বারা আকাশ স্থিত, সোমের দ্বারা পৃথিবী পূজিত ও সত্যবলযুক্ত হয়ে আছে। সোম নক্ষত্রগণের নিকটে থাকেন। সোম-ঔষধিকে চূর্ণ ক'রে পানকারী জন নিজেকে সোমপায়ী ব'লে উপলব্ধি করে, কিন্তু এই সোম ভাগই সোম নয়; যাকে জ্ঞানীজন সোম বলেন, তা আরও কিছু, তাকে চূর্ণ ক'রে পান করা যায় না।...যখন সূর্যা পতির নিকট চলেন, তখন জ্ঞান উপবর্হণ, চক্ষু অভ্যঞ্জন ও দ্যাবাপৃথিবী আবরণে পরিণত হয়। ন্যোচনী রৈম্যা সূর্যার সাথে গমন করে। তারা নারাশংসী গাথা সমূহে সজ্জিতা হয়ে সূর্যার পরিধান বহন ক'রে চলেছিল। স্তোত্রসমূহ সূর্যার কেশজাল, স্তুতিসমূহ প্রতিধি, অগ্নি পুরোগব ও অশ্বিদ্বয় সূর্যার বর হয়। যখন সে পতির সাথে মিলিত হয়, তখন মন রথরূপ হয়েছিল, শুভ্রতা বৃষভ হয়েছিল এবং দ্যুলোক গৃহরূপ হয়েছিল। ঋক্-সাম দুই বৃষভ, সূর্য-চন্দ্র চক্র, ব্যান অক্ষদণ্ড হয়েছিল এবং মঘা-ফাল্গুনী নক্ষত্রে রথ আকর্ষিত হয়েছিল। অশ্বিদ্বয় তিন চক্রের রথে আগমন করেছিলেন। সূর্যা রথে উপবিষ্টা হয়ে পতির সমীপে চলেন। সবিতা সূর্যাকে বিবাহের যৌতুক দেন। ইন্দ্র আশীর্বাদ করেন—এই কন্যা সৌভাগ্যবতী-সুসন্তানশালিনী হোক। এই মধুরভাষিণী শ্রেষ্ঠ কর্মশালিনী কন্যা সুখী হোক। সে স্বগৃহে গমন পূর্বক পালিকা এবং সর্ববশকর্ত্রী হোক। আপন গৃহে গার্হপত্যাগ্নির প্রতি সচেতন থাকুক। তার সন্তানের নিমিত্ত বস্তুনিচয় বৃদ্ধি লাভ করুক।...ব্রহ্মণস্পতি এই পতি-পত্নীর মনকে উজ্জ্বল করুন।...পূষা, মরুৎ-গণ, ধাতা, সবিতা এদের মার্গকে সুগম করুক।...শ্বশুর-দেবর এর প্রতীক্ষায় আছেন।....হে বধূ? তোমার নিমিত্ত জল কল্যাণকারী হোক, আকাশ সুখদায়ী হোক, সুবর্ণ সুখদ হোক। তুমি কল্যাণ লাভ পূর্বক পতি-দেহকে স্পর্শ করো।...হে শতকর্মা ইন্দ্র! আমি সেই হবিকে পবিত্র ক'রে সূর্য-সম দীপ্তিমান অগ্নিকে উপহার দিয়েছি। হে বধূ! সন্তান, ধন, সৌভাগ্য ও প্রসন্নতার কামনাশালিনী তুমি পতির অনুকূল থেকে অমৃতময় সুখ প্রাপ্ত হও। অমৃতবর্ষক সমুদ্র, যেমন নদীসমূহের রাজ্যকে প্রাপ্ত হয়, তেমনই তুমি পতিগৃহকে প্রাপ্ত হয়ে সম্রাজ্ঞীর সমান হও। তুমি শ্বশুর, দেবর, ননদ ও শ্বশ্রূ—সকলের মধ্যে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকো। হে আয়ুষ্মতী! স্ত্রীগণ কর্তৃক সূত্র-বুনন পূর্বক নির্মিত এই শতায়ু দানশীল বস্ত্র পরিধান করো। যজ্ঞরূপা কন্যাকে যখন পুরুষ (পতি) গ্রহণ পূর্বক গমন করে, তখন (কন্যার) পিতা শোক করতে থাকেন, কন্যাপক্ষীয় সকলে তার নিমিত্ত রোদন করে। এই নিমিত্ত, (বরের কথন)—হে বধূ! তুমি মাতৃপক্ষীয় এবং বরপক্ষীয় সকলকে আলিঙ্গন করো। আমি এই পাষাণ তোমার উপবেশনের জন্য রাখছি; হে শোভনরূপশালিনী ও সকলকে প্রসন্নতা-দানশালিনী! তুমি এর উপর উপবিষ্টা হও। হে বধূ! যে

Scanned with CamScanner

প্রকারে অগ্নি এই পৃথিবীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করেছিলেন, সেই প্রকারে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করছি। তুমি দুঃখী হয়ো না। আমার সাথে ধন-সন্তানসহ নিবাস করো।...তোমাকে ভগ, অর্যমা, সবিতা ও লক্ষ্মী গৃহস্থ ধর্মের নিমিত্ত আমাকে প্রদান করেছেন।...তুমি আমার ধর্ম-পত্নী এবং আমি তোমার ধর্মপতি। বৃহস্পতি তোমাকে আমার নিমিত্ত দান করেছেন; অতএব তুমি সন্তানবতী ও শতায়ু হয়ে আমার পোষক থাকো। হে শুভে! বৃহস্পতির আজ্ঞাক্রমে ত্বষ্টাদেব এই কল্যাণকারী বস্ত্র নির্মাণ করেছেন। এই বস্ত্রের দ্বারা সবিতা ও ভগ দেবতা তোমাকে সন্তান-ইত্যাদি সম্পন্ন করুন। অশ্বিদ্বয় ইন্দ্রাগ্নি, মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী, বৃহস্পতি, বায়ু, মরুৎ-বর্গ, ব্রহ্মা ও সোম দেবতা এই স্ত্রীকে সন্তানে সমৃদ্ধ করুন।...(ঋত্বিকের কথন)—হে অশ্বিদ্বয়! যেমন বৃহস্পতি সূর্যার কেশবিন্যাস ক'রে সজ্জিত করেছিলেন, তেমনই আমরাও পতির নিমিত্ত এই স্ত্রীকে সজ্জিত করছি। আমি এর মনরূপ হৃদয়কে জ্ঞাত আছি। এর রূপকে দর্শন ক'রে একে নিজের দ্বারা আবদ্ধ করছি। আমি চৌর্যকর্ম করছি না। স্বয়ং এর কেশরাশি গ্রথিত ক'রে বরুণ-পাশ হ'তে মুক্ত করছি।....হে বৃহস্পতি! হে ইন্দ্র! হে সবিতা! এই বধূকে তার ভ্রাতা, পতি, পশু ইত্যাদির ক্ষয়কারিণী না ক'রে পুত্র, ধন ইত্যাদির সম্পন্নকর্ত্রী ক'রে আমাদের প্রাপ্ত করাও। হে দেবগণ! এই বধূকে বহনশালী রথের যেন কোন হানি না ঘটে। আমরা তার পতিশালার দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে এই বধূর আগমন-পথকে কল্যাণময় ক'রে দিচ্ছি। এই পথের সম্মুখভাগে, পশ্চাতে, ভিতরে, বাহিরে, মধ্যভাগে, সর্বদিকে ব্রাহ্মণগণ বিরাজিত থাকুন। হে বধূ! তুমি দেবগণের নিবাসশালিনী, রোগ-রহিত, স্বাস্থ্যপ্রদ পতিগৃহকে প্রাপ্ত হও এবং এই স্থানে মঙ্গলময়ী হয়ে প্রসন্ন থাকো।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — বিবাহপরমেতৎ কাণ্ডং। তত্র বক্ষ্যমানানি কর্মাণি ভবন্তি। তেষু তন্মন্ত্রবিনিয়োগাঃ সূত্রকারেণ প্রায়োঽন্বর্থমেব কৃতান্তে কৌশিকে দশমেধ্যায়ে বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতাস্তত্রৈব দ্রষ্টব্যাঃ। অত্র তু কর্মক্রমস্য মন্ত্রবৎ দিগ্‌দর্শনং।...ইত্যাদি ॥ (১৪কা. ১অ. ১সূ.)॥

টীকা — চতুর্দশ কাণ্ডের দু'টি অনুবাকের দু'টি সূক্তই বিবাহ সম্পর্কিত। এগুলির যথাযথ বিনিয়োগ কৌশিক সূত্রের দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। এখানে কর্মক্রমের দিগ্‌দর্শন উল্লেখিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত সূক্তটি কন্যার পিতৃগৃহে করণীয় কর্ম ও মন্ত্রাবলীর বিনিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সবিতাদেবের কন্যা সূর্যার বিবাহকে উপলক্ষ ক'রে যা বলা হয়েছে, তা লোকসমাজে প্রচলিত সাধারণ বিবাহ সম্পর্কের প্রযোজ্য। যেমন,—আজ্যহোম (১৮, ২৩-২৪ মন্ত্র), কুমারীর হস্তগৃহীত শরাবসম্পূট কোনও অনুচরের মাধ্যমে বরের প্রতি প্রেরণ (৩১ মন্ত্র), ব্রাহ্মণ প্রেরণ (৩১), কুমারী রক্ষার্থে পালক প্রেরণ (৩৪), জল গ্রহণার্থে ভ্রমণ ও জলে লোষ্ট্র প্রক্ষেপণ (৩৭), অবগাহন (৩৮), জলের কলস পূরণ (৩৮), জলের ঘট যথাক্রমে আনয়ন (৩৯), সেই জলে সকল জলকার্যকরণ এবং শাখায় ঘটস্থাপন ও পুনরায় আজ্যহোম (১৭), কুমারীর কেশবন্ধন (৫৮), বর কর্তৃক পাণিগ্রহণ (৪৮-৫২), কন্যার ললাটপ্রদেশে হিরণ্যবন্ধন (৪০-৪১), কুমারীকে শীতল জলে সেচন (৩৫, ৪৩), অক্ষত বস্ত্রে কুমারীর আচ্ছাদন (৪৫, ৫৩), বরবধূকে অক্ষত বস্ত্র পরিহিত করণ (৪৫,৫৩, ৫৫), বধূর সীমন্তে বর কর্তৃক শষ্প লেপন (৫৫-৫৬) তথা অমন্ত্রক ব্রীহি-যব লেপন, পিতৃগৃহ থেকে নীয়মানা কন্যার ও পিতৃগৃহস্থ আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন (৪৬) ইত্যাদি কথিত হয়েছে ॥ (১৪কা. ১অ. ১সূ.)॥

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : বিবাহ-প্রকরণম্

[ঋষি : সাবিত্রী, সূর্যা। দেবতা : আত্মা, যক্ষ্মনাশিনী, দাম্পত্য পরিপন্থিনাশনী, দেবগণ। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, জগতী, অষ্টি, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, গায়ত্রী, পংক্তি, উষ্ণিক্, শক্করী।]

ভুভ্যমগ্রে পর্য্যবহন্‌ৎসূর্যাং বহতুনা সহ।
স নঃ পতিভ্যো জায়াং দা অঙ্গে প্রজয়া সহ ॥ ১ ॥
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ২ ॥
সোমস্য জায়া প্রথমং গন্ধর্বস্তেপরঃ পতিঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৩ ॥
সোমো দদদ্ গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্ ॥ ৪ ॥
আ বামগন্‌ৎসুমতির্বাজিনীবসূ ন্যশ্বিনা হৃৎসু কামা অরংসত।
অভূতং গোপা মিথুনা শুভস্পতী প্রিয়া অর্যমণো দুর্যাঁ অশীমহি ॥ ৫ ॥
সা মন্দসানা মনসা শিবেন রয়িং ধেহি সর্ববীরং বচস্যম্।
সুগং তীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থাণুং পথিষ্ঠামপ দুর্মতিং হতম্ ॥ ৬ ॥
যা ওষধয়ো যা নদ্যো যানি ক্ষেত্রাণি যা বনা।
তাস্ত্বা বধু প্রজাবতীং পত্যে রক্ষন্তু রক্ষসঃ ॥ ৭ ॥
এমং পন্থামরুক্ষাম সুগং স্বস্তিবাহনম্।
যস্মিন্ বীরো ন রিষ্যত্যন্যেষাং বিন্দতে বসু ॥ ৮ ॥
ইদং সুমে নরঃ শৃণুত যয়াশিষা দম্পতী বামমশ্নুতঃ।
যে গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ দেবীরেষু বানস্পত্যেষু যেহধি তস্থুঃ।
স্যোনাস্তে অস্যৈ বধ্বৈ ভবন্তুমা হিংসিষুর্বহতুমুহ্যমানম্ ॥ ৯ ॥
যে বধ্বশ্চন্দ্রং বহভুং যক্ষ্মা যন্তি জনাঁ অনু।
পুনস্তান্ যজ্ঞিয়া দেবা নয়ন্তু যত আগতাঃ ॥ ১০ ॥
মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী।
সুগেন দুর্গমতীতামপ দ্রান্তুরাতয়ঃ ॥ ১১ ॥
সং কাশয়ামি বহতুং ব্রহ্মণা গৃহৈরঘোরেণ চক্ষুষা মিত্রিয়েণ।
পর্যাণদ্ধং বিশ্বরূপং যদস্তি স্যোনং পতিভ্যঃ সবিতা তৎ কৃণোতু ॥ ১২ ॥

শিবা নারীয়মস্তমাগন্নিমং ধাতা লোকমস্যৈ দিদেশ।
তামর্যমা ভগো অশ্বিনোভা প্রজাপতিঃ প্রজয়া বর্ধয়ন্তু ॥ ১৩॥
আত্মন্বত্যুর্বরা নারীয়মাগন্ তস্যাং নরো বপত বীজমস্যাম্।
সা বঃ প্রজাং জনয়দ্ বক্ষণাভ্যো বিভ্রতী দুগ্ধমৃষভস্য রেতঃ ॥ ১৪॥
প্রতি তিষ্ঠ বিরাডসি বিষ্ণুরিবেহ সরস্বতি।
সিনীবালি প্র জায়তাং ভগস্য সুমতাবসৎ ॥ ১৫॥
উদ্ ব ঊর্মিঃ শম্যা হন্ত্বপো যোক্ত্রাণি মুঞ্চত।
মাদুষ্কৃতৌ ব্যেনসাবঘ্ন্যাবশুনমারতাম্ ॥ ১৬॥
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী স্যোনা শগ্মা সুশেবা সুযমা গৃহেভ্যঃ।
বীরসূর্দেবৃকামা সং ত্বয়ৈধিষীমহি সুমনস্যমানা ॥ ১৭॥
অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুযমা সুবর্চাঃ।
প্রজাবতী বীরসূর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য ॥ ১৮॥
উত্তিষ্ঠেতঃ কিমিচ্ছন্তীদমাগা অহং ত্বেড়ে অভিভূঃ স্যাদ্ গৃহাৎ।
শূন্যৈষী নির্ঋতে যাজগন্ধোত্তিষ্ঠারাতে প্র পতে মেহ রংস্থাঃ ॥ ১৯॥
যদা গার্হপত্যমসপর্যৈৎ পূর্বমগ্নিং বধূরিয়ম্।
অধা সরস্বত্যৈ নারি পিতৃভ্যশ্চ নমস্কুরু ॥ ২০॥
শর্ম বর্মৈতদা হরাস্যৈ নার্যা উপস্তরে।
সিনীবালি প্র জায়তাং ভগস্য সুমতাবসৎ ॥ ২১॥
যং বল্বজং ন্যস্যথ চর্ম চোপস্তৃণীথন।
তদা রোহতু সুপ্রজা যা কন্যা বিন্দতে পতিম্ ॥ ২২॥
উপ স্তৃণীহি বল্বজমধি চর্মণি রোহিতে।
তত্রোপবিশ্য সুপ্রজা ইমমগ্নিং সপর্যতু ॥ ২৩॥
আ রোহ চর্মোপ সীদাগ্নিমেষ দেবো হন্তি রক্ষাংসি সর্ব।
ইহ প্রজাং জনয় পত্যে অস্মৈ সুজ্যৈষ্ঠ্যো ভবৎ পুত্রস্ত এষঃ ॥ ২৪॥
বি তিষ্ঠন্তাং মাতুরস্যা উপস্থান্নানারূপাঃ পশবো জায়মানাঃ।
সুমঙ্গল্যুপ সীদেমমগ্নিং সম্পত্নী প্রতি ভূষেহ দেবান্ ॥ ২৫॥
সুমঙ্গলী প্রতরণী গৃহাণাং সুশেবা পত্যে শ্বশুরায় শম্ভূঃ।
স্যোনা শ্বশ্রৈ প্র গৃহান্ বিশেমান্ ॥ ২৬॥
স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ।
স্যোনাস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে স্যোনা পুষ্টায়ৈষাং ভব ॥ ২৭॥
সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা দৌর্ভাগ্যৈর্বিপরেতন ॥ ২৮॥

Scanned with CamScanner

যা দুর্হার্দো যুবতয়ো যাশ্চেহ জরতীরপি।
বর্চো ন্বস্যৈ সং দত্তাথাস্তং বিপরেতন ॥ ২৯॥
রুক্মপ্রতরণং বহ্যং বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতম্।
আরোহৎ সূর্য্যা সাবিত্রী বৃহতে সৌভগায় কম্ ॥ ৩০॥
আ রোহ তল্পং সুমনস্যমানেহ প্রজাং জনয় পত্যে অস্মৈ।
ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা জ্যোতিরিগ্রা উষসঃ প্রতিঃ জাগরাসি ॥ ৩১॥
দেবা অগ্রে ন্যপদ্যন্ত পত্নীঃ সমস্পৃশন্ত তন্ব স্তনূভিঃ।
সূর্যেব নারি বিশ্বরূপা মহিত্বা প্রজাবতী পত্যা সং ভবেহ ॥ ৩২॥
উত্তিষ্ঠেতো বিশ্বাবসো নমসেড়ামহে ত্বা।
জামিমিচ্ছ পিতৃষদং ন্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি ॥ ৩৩॥
অপ্সরসঃ সধমাদং মদন্তি হবির্ধানমন্তরা সূর্যং চ।
তাস্তে জনিত্রমভি তাঃ পরেহি নমস্তে গন্ধর্বর্তুনা কৃণোমি ॥ ৩৪॥
নমো গন্ধর্বস্য নমসে নমো ভামায় চক্ষুষে চ কৃণ্মঃ।
বিশ্বাবসো ব্রহ্মণা তে নমোভি জায়া অপ্সরসঃ পরেহি ॥ ৩৫॥
রায়া বয়ং সুমনসঃ স্যামোদিতো গন্ধর্বমাবীবৃতাম্।
অগন্ৎস দেবঃ পরমং সধস্থমগন্ম যত্র প্রতিরন্ত আয়ুঃ ॥ ৩৬॥
সং পিতরাবৃত্বিয়ে সৃজেথাং মাতা পিতা চ রেতসো ভবাথঃ।
মর্য ইব যোষামধিরোহয়ৈনাং প্রজাং কৃণ্বাথামিহ পুষ্যতং রয়িম্ ॥ ৩৭॥
তাং পূষং ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতি যস্যামুশন্তঃ প্রহরেম শেপঃ ॥ ৩৮॥
আ রোহোরুমুপ ধৎস্ব হস্তং পরি ষ্বজস্ব জায়াং সুমনস্যমানঃ।
প্রজাং কৃণ্বাথামিহ মোদমানৌ দীর্ঘং বামায়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥ ৩৯॥
আ বাং প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরহোরাত্রাভ্যাং সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মঙ্গলী পতিলোকমা বিশেমং শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪০॥
দেবৈর্দত্তং মনুনা সাকমেতদ্ বাধূয়ং বাসো বধ্বশ্চ বস্ত্রম্।
যো ব্রহ্মণে চিকিতুষে দদাতি স ইদ্ রক্ষাংসি তল্পানি হন্তি ॥ ৪১॥
যং মে দত্তো ব্রহ্মভাগং বধূয়োর্বাধূয়ং বাসো বধ্বশ্চ বস্ত্রম্।
যুবং ব্রহ্মণেনুমন্যমানৌ বৃহস্পতে সাকমিন্দ্রশ্চ দত্তম্ ॥ ৪২॥
স্যোনাদ্যোনেরধি বুধ্যমানৌ হসামুদৌ মহসা মোদমানৌ।
সুগূ সুপুত্রৌ সুগৃহৌ তরাথো জীবাবুষসো বিভাতীঃ ॥ ৪৩॥
নবং বসানঃ সুরভিঃ সুবাসা উদাগাং জীব উষসো বিভাতীঃ।
আণ্ডাৎ পতত্রীবামুক্ষি বিশ্বাস্মাদেনসস্পরি ॥ ৪৪॥

Scanned with CamScanner

শুম্ভনী দ্যাবাপৃথিবী অন্তিসুম্নে মহিব্রতে।
আপঃ সপ্ত সুস্রুবুর্দেবীস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥ ৪৫॥
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতসস্তেভ্য ইদমকরং নমঃ ॥ ৪৬॥
য ঋতে চিদভিশ্রিষঃ পুরা জত্রুভ্য আতৃদঃ।
সন্ধাতা সন্ধিং মঘবা পুরূবসুর্নিষ্কর্তা বিহ্রুতং পুনঃ ॥ ৪৭॥
অপাস্মাৎ তম উচ্ছতু নীলং পিশঙ্গমুত লোহিতং যৎ।
নির্দহনী যা পৃষাতক্যস্মিন্ তাং স্থাণাবধ্যা সজামি ॥ ৪৮॥
যাবতীঃ কৃত্যা উপবাসনে যাবন্তো রাজ্ঞো বরুণস্য পাশাঃ।
ব্যৃদ্ধয়ো যা অসমৃদ্ধয়ো যো অস্মিন্ তা স্থাণাবধি সাদয়ামি ॥ ৪৯॥
যা মে প্রিয়তমা তনূঃ সা মে বিভায় বাসসঃ।
তস্যাগ্রে ত্বং বনস্পতে নীবিং কৃণুষ্ব মা বয় রিষাম ॥ ৫০॥
যে অন্তা যাবতীঃ সিচো য ওতবো যে চ তন্তবঃ।
বাসো যৎ পত্নীভিরুতং তন্নঃ স্যোনমুপ স্পৃশাৎ ॥ ৫১॥
উশতীঃ কন্যলা ইমাঃ পিতৃলোকাৎ পতিং যতীঃ।
অব দীক্ষামসৃক্ষত স্বাহা ॥ ৫২॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
বর্চো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৩॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
তেজো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৪॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
ভগো গোষু প্রবিষ্টো যস্তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৫॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
যশো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৬॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
পয়ো গোষু প্রবিষ্টং যৎ তেনেমাং সং সৃজামসি ॥ ৫৭॥
বৃহস্পতিনাবসৃষ্টাং বিশ্বে দেবা অধারয়ন্।
রসো গোষু প্রবিষ্টো যস্তেনেমাং সং সৃজানসি ॥ ৫৮॥
যদীমে কেশিনো জনা গৃহে তে সমনর্তিষু রোদেন কৃণ্বন্তোঽঘম্।
অগ্নিষ্ট্বা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৫৯॥
যদীয়ং দুহিতা নব বিকেশ্যরুদদ্ গৃহে রোদেন কৃণ্বত্যঘম্।
অগ্নিষ্ট্বা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৬০॥

Scanned with CamScanner

যজ্জাময়ো যদ্যুবতয়ো গৃহে তে সমনর্তিষু রোদেন কৃন্বতীরঘম্।
অগ্নিষ্টা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৬১ ॥
যৎ তে প্রজায়াং পশুষু যদ্বা গৃহেষু নিষ্ঠিতমঘকৃদ্ভিরঘং কৃতম্।
অগ্নিষ্টা তস্মাদেনসঃ সবিতা চ প্র মুঞ্চতাম্ ॥ ৬২ ॥
ইয়ং নার্যুপ ব্রূতে পূল্যান্যাবপন্তিকা।
দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ৬৩ ॥
ইহেমাবিন্দ্র সং নুদ চক্রবাকেব দম্পতী।
প্রজয়ৈনৌ স্বস্তকৌ বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতাম্ ॥ ৬৪ ॥
যদাসন্দ্যামুপধানে যদ্ বোপবাসনে কৃতম্।
বিবাহে কৃত্যাং যাং চক্রুরাস্নানে তাং নি দধ্মসি ॥ ৬৫ ॥
যদ্ দুষ্কৃতং যচ্ছমলং বিবাহে বহতৌ চ যৎ।
তৎ সম্ভলস্য কম্বলে মৃজ্মহে দুরিতং বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥
সম্ভলে মলং সাদয়িত্বা কম্বলে দুরিতং বয়ম্।
অভূম যজ্ঞিয়াঃ শুদ্ধাঃ প্র ণ আয়ূংসি তারিষৎ ॥ ৬৭ ॥
কৃত্রিমঃ কন্টকঃ শতদন্ য এষঃ।
অপাস্যাঃ কেশ্যং মলমপ শীর্ষণ্যং লিখাৎ ॥ ৬৮ ॥
অঙ্গাদঙ্গাদ্ বয়মস্যা অপ যক্ষ্মং নি দধ্মসি।
তন্মা প্রাপৎ পৃথিবীং মোত দেবান্ দিবং মা প্রাপদুর্বন্তরিক্ষম্।
অপো মা প্রাপন্মলমেতদগ্নে যমং মা প্রাপৎ পিতৃংশ্চ সর্বান্ ॥ ৬৯ ॥
সং ত্বা নহ্যামি পয়সা পৃথিব্যাঃ সং ত্বা নহ্যামি পয়সৌষধীনাম্।
সং ত্বা নহ্যামি প্রজয়া ধনেন সা সন্নদ্ধা সনুহি বাজমেমম্ ॥ ৭০ ॥
অমোহহমস্মি সা ত্বং সামাহমস্ম্যৃক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্।
তাবিহ সং ভবাব প্রজামা জনয়াবহৈ ॥ ৭১ ॥
জনিযন্তি নাবগ্রবঃ পুত্রিযন্তি সুদানবঃ।
অরিষ্টাসূ সচেবহি বৃহতে বাজসাতয়ে ॥ ৭২ ॥
যে পিতরো বধূদর্শা ইমং বহতুমাগমন্।
তে অস্যৈ বধ্বৈ সম্পত্ন্যৈ প্রজাবচ্ছর্ম যচ্ছন্তু ॥ ৭৩ ॥
যেদং পূর্বাগন্ রশনায়মানা প্রজামস্যৈ দ্রবিণং চেহ দত্ত্বা।
তাং বহন্ত্বগতস্যানু পন্থাং বিরাডিয়ং সুপ্রজা অত্যজৈষীৎ ॥ ৭৪ ॥
প্র বুধ্যস্ব সুবুধা বধ্যমানা দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায়।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো দীর্ঘং ত আয়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গানুবাদ — হে অগ্নি! প্রথমে যৌতুকের সাথে তোমার নিমিত্ত সূর্যাকে আনয়ন করেছিলাম,

তুমি আমাদের সন্তানবতী পত্নী প্রদান করো। অগ্নি আয়ু ও তেজের সাথে আমাদের পত্নী প্রদান করেছেন। এর পতিও দীর্ঘজীবী হোক।... হে পত্নী! তুমি প্রথমে সোমের, পুনরায় গন্ধর্বের এবং পুনরায় অগ্নির পত্নী হয়েছো। অগ্নির দ্বারা তুমি আমাকে প্রদত্তা হয়েছো। অশ্বিদ্বয়ের হৃদয়ে যা কিছু অভীষ্ট আছে, তা সবই আমরা পতি-পত্নী প্রাপ্ত হয়েছি।...হে বধূ! ঔষধি, নদী, ক্ষেত্র, বনানী তোমার ও তোমার পতিকে রক্ষা করুক, তোমাকে সন্তানশালিনী ক'রে তুলুক। আমরা এমন সুখময় ধনদ পথে চলবো, যেখানে বীরগণের হানি ঘটে না। গন্ধর্ব ও অপ্সরাবর্গ এই পথকে সুখদ করুন এবং যৌতুকে প্রাপ্ত ধনকে যেন নষ্ট না করেন।...এই দুর্গম পথকেও সুগমতার দ্বারা উত্তীর্ণ করুক এবং আমাদের শত্রু দুর্গতিগ্রস্ত হোক। সবিতাদেব যৌতুকের সামগ্রীকে সুখদায়ক করুন। এই কল্যাণী স্ত্রী ধাতার দ্বারা নির্মিত পতিগৃহকে লাভ করেছে। এই বধূকে অশ্বিদ্বয়, অর্যমা, ভগ ও প্রজাপতি সন্তানের দ্বারা প্রবৃদ্ধ করুন।...হে পুরুষ (পতি)! তুমি এই উর্বরা নারীতে বীজ বপন করো। ঋষভের সমান তোমার বীর্যকে ধারণ পূর্বক এই যোনি সন্তান উৎপন্ন করুক। হে সরস্বতী! তুমি বিরাট্; তুমি প্রতিষ্ঠিতা হও। হে সিনীবালী! তুমি ভগদেবতার অনুকূলা হয়ে সন্তানোৎপত্তি করো। হে বধূ! তুমি স্নিগ্ধ দৃষ্টি রক্ষা ক'রে পতিকে অক্ষীণ করো। তুমি বীর পুত্র উৎপন্ন ক'রে সকলকে সুখী করো। তুমি পতি ও দেবরের অহানিকারিকা, পশুবর্গের হিতসাধিকা, প্রজাবতী, শোভন কান্তিশালিনী ও সুখী হয়ে অগ্নির পূজন করো। হে নির্ঋতি! তুমি অন্যত্র গমন করো।...হে স্ত্রী! তুমি এই রোহিত মৃগের চর্মের উপরে আগ্নি দেবতার সমীপে উপবেশন করো এবং দেবতাগণকে সুশোভিত করো। তুমি পতি-শ্বশুর-শ্বশ্রূকে সুখী ক'রে গৃহপ্রবেশ করো।...এই মনভাবন সুন্দর পর্যঙ্কের উপর সূর্যা আরোহণ করেছিলেন, তুমিও প্রসন্নতাপূর্বক এই পালঙ্কের উপর আরোহন করো, পতির নিমিত্ত সন্তানোৎপত্তি করো, সমান মনোভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করো, নিত্য উষাকালে জাগরিতা হও।....হে বিশ্বাবসু! তুমি হবির্ধানের স্থানে ও অপ্সরাগণের হর্ষিত হওয়ার স্থানে গমন করো।...গন্ধর্বের ক্রোধময় নেত্রকে নমস্কার।...হে পতি-পত্নী। তোমরা দু'জন পিতা-মাতা হওয়ার উদ্দেশে ঋতুকালে মিলিত হও। মানবোচিত বিধিতে আরোহণ করো এবং সন্তানোৎপত্তি করো। হে পূষা! যাতে বীজবপন হয়, তেমন করো।...হে পতি! তুমি জায়াকে স্পর্শ করো। প্রসন্নতার সাথে তোমরা দু'জনে প্রজা-উৎপত্তির কর্ম করো। সবিতা তোমাদের আয়ু-বৃদ্ধি করুন, অর্যমা দিবা ও রাত্রির মিলনের সমান তোমাদের মিলিত করুন, প্রজাপতি প্রজা-উৎপত্তি করুন।...(বর-বধূর প্রার্থনা)—আমরা দু'জন হাস্য-প্রসন্নতা ও সুখবোধ প্রাপ্ত হয়ে পুত্র ইত্যাদির দ্বারা সম্পন্ন হবো এবং বহু উষা উত্তীর্ণ করতে থাকবো। আমরা অণ্ড হ'তে মুক্ত পক্ষীর ন্যায় সকল পাপ হ'তে মুক্ত হবো। ভস্মকরণশালিনী কৃত্যাসমূহ, বরুণপাশ এবং অসমৃদ্ধিসমূহ স্থবির হয়ে যাক। বনস্পতি দেবতার কৃপায় আমাদের সুখপ্রদ বস্ত্রে সজ্জিত দেহ দীপ্যমান হয়ে থাকুক।...(ঋত্বিকের বক্তব্য)—পিতৃগৃহ হ'তে পতিগৃহে গমনকারিণী এই কন্যা অনেক কামনা নিয়ে গমন করছে।... লাজ-সমূহকে আহুতি দিয়ে এই বধূ পতির শতায়ুষ্য কামনা করছে। ইন্দ্রের কৃপায় এই পতি-পত্নীর প্রীতি চক্রবাকমিথুনের সমান হোক।...বিবাহকালে যৌতুক-গ্রহণ জনিত যে দোষ ঘটেছে, তা আমরা কম্বলে স্থাপিত করছি। কম্বলে পাপরাশি স্থিত ক'রে এই যজ্ঞীয় পুরুষ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দেবগণ একে পূর্ণায়ু করুন। এই কৃত্রিম রূপে নির্মিত শত শত দন্তশালী কঙ্কা, এর শীর্ষস্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে এর মস্তকের এবং অঙ্গে অঙ্গে পুঞ্জীভূত মলরাশিকে দূর করুক। এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'তে সংহারক

Scanned with CamScanner

দোষরাশি দূরীভূত করছি। এই দোষ-সমূহ আমাকে, অন্তরিক্ষকে, আকাশকে, পৃথিবীকে, দেবগণকে, পিতৃগণকে এবং যমকে যেন না স্পর্শ করে। হে জায়া! পৃথিবীর দুগ্ধসমতুল্য সারতত্ত্বের দ্বারা এবং ঔষধি সমূহের সারতত্ত্বের দ্বারা আমি তোমাকে সংযুক্ত করছি। তুমি প্রজা ও ধনে সমৃদ্ধ হয়ে ধনপ্রদায়িনী হও।...(বরের উক্তি)—হে জায়া! তুমি ঋক্—আমি সাম, তুমি পৃথিবী—আমি আকাশ, আমি বিষ্ণু—তুমি লক্ষ্মী। আমরা দু'জনে একসাথে অবস্থান পূর্বক সন্তানোৎপত্তি করবো। আমরা মঙ্গলময় দানে দাতা পুত্রকে লাভ করবো। আমরা বিপুল অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত সংযুক্ত থেকে সকল প্রাণীর দ্বারা অহিংসতি থাকবো।...হে সুবুদ্ধি! জাগ্রত হওয়ার পর শত বর্ষের আয়ু প্রাপ্ত করণের নিমিত্ত জাগ্রত হও। সবিতাদেব তোমাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। তুমি গৃহপত্নীর যোগ্য রূপে গৃহে গমন করো।

টীকা — পূর্ব সূক্তে উল্লেখিত 'সূক্তস্য বিনিয়োগঃ' অনুসারে এই সূক্তটিও বিবাহ-সম্পর্কিত। এই স্থানেও বিবাহ-প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে। সূর্যদুহিতা সূর্যার বিবাহকে উপলক্ষ ক'রে এই সূক্তেও লোকসমাজে প্রচলিত সাধারণ বিবাহের রীতি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ব সূক্তটি যেমন কন্যার পিতৃগৃহ সম্পর্কিত, এই সূক্তটি তেমনই বধূর পতিগৃহ সম্পর্কিত। যেমন,—বরের গৃহে বধূ-আনয়ন, বধূ ও বরের যানারোহণ, অগ্রে বরকর্তার গমন, দক্ষিণ পদের দ্বারা প্রথম গমনারম্ভ, বধূবস্ত্রের দশাখণ্ড চতুষ্পথে ক্ষেপণ পূর্বক তার উপর দণ্ডায়মান হয়ে প্রায়শ্চিত্ত, মহাবৃক্ষ দর্শন পূর্বক জপ করণ, শ্মশান দর্শনে জপ করণ, সুপ্ত বধূকে প্রবোধন, কু-দৃষ্টি-সম্পন্না স্ত্রীগণের আগমনে মন্ত্রজপ, গৃহাগত যানের বলীবর্দদ্বয়ের বিমোচন. গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে গোময় পিণ্ডের উপরে প্রস্তর স্থাপন, তদুপরি পলাশের মধ্যমপত্র গ্রহণ পূর্বক ঘৃত ও ঘৃতের উপর চারিটি দূর্বার অগ্রভাগ স্থাপন ও তদুপরি বধূকে স্থাপন, বধূর বরগৃহে প্রবেশ—পূর্ণপাত্রে কুম্ভফল ও আতপ তাণ্ডুল সহ বধূসঙ্গে বরেরও প্রবেশ, অগ্নি প্রজ্বালন পূর্বক উভয়ে উভয়ের হস্ত গ্রহণ পূর্বক পরিণয়, আগ্নি-সরস্বতী-পিতৃ-সূর্য-মিত্র-বরুণের উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপনের অনুমন্ত্রণ, রোহিতচর্ম আহরণ ও তার উপরে বধূর উপবেশন ইত্যাদি এবং তারপর চতুর্থিকা কর্মের যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলি প্রথম সূক্তে কথিত হয়েছে; যেমন, আচার্যের দ্বারা বরবধূকে অক্ষত বস্ত্র পরিধান করানো, বধূসীমন্তে শস্প-ব্রীহি-যব সমর্পণ ইত্যাদি ॥ (১৪কা. ২অ. ১সূ.) ॥

॥ ইতি চতুর্দশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

Scanned with CamScanner

পঞ্চদশ কাণ্ড।

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : পংক্তি, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ ॥ ১ ॥
স প্রজাপতিঃ সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ ॥ ২ ॥
তদেকমভবৎ তল্ললামমভবৎ তন্মহদভবৎ।
তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ তদ্ ব্রহ্মাভবৎ তৎ
তপোঽভবৎ তৎ সত্যমভবৎ তেন প্রাজায়ত ॥ ৩ ॥
সোঽবর্ধত স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
স দেবানামীশাং পর্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ ॥ ৫ ॥
স একব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ ॥ ৬ ॥
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্ ॥ ৭ ॥
নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণোতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ — স্থিত হওয়ামাত্রই ব্রাত্য প্রজাপতিকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। প্রজাপতি আত্মাকে দর্শন করেছিলেন এবং সকলেই উৎপন্ন করেছিলেন। প্রজাপতিই জ্যেষ্ঠ, মহৎ, ললাম, ব্রহ্মা, তপ ও সত্য হয়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর হ'তেই এগুলি উৎপন্ন হয়েছিল। সেগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারাই মহান্ ও মহাদেব হয়েছিল। তিনিই দেবতাবর্গের স্বামী—ঈশান হয়েছিলেন। তিনি সকল সমূহের স্বামী এক 'ব্রাত্য' হয়েছিলেন। তিনি ধনু উত্তোলিত করেছিলেন, সেটিই 'ইন্দ্রধনু' নামে অভিহিত হয়েছিল। সেই ব্রাত্যের তুন্দদেশ নীলবর্ণের এবং পৃষ্ঠদেশ লোহিতবর্ণের হয়েছিল। শত্রুকে তিনি নীলের দ্বারা বেষ্টন করেন এবং দ্বেষীকে লোহিতের দ্বারা বিদীর্ণ করেন।

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, পংক্তি, গায়ত্রী, উষ্ণিক্।]

স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১ ॥
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্ ॥ ২ ॥

Scanned with CamScanner

বৃহতে চ বৈ স রথন্তরায় চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ৩॥
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাং চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি ॥ ৪॥
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ৫॥
ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ॥ ৬॥
মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী
রেষ্মা প্রতোদঃ ॥ ৭॥
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ৮॥
স উদতিষ্ঠৎ স দক্ষিণাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ৯॥
তং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ যজ্ঞশ্চ
যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যচলন্ ॥ ১০॥
যজ্ঞাযজ্ঞিয়ায় চ বৈ স বামদেব্যায় চ যজ্ঞায় চ
যজমানায় চ পশুভ্যশ্চা বৃশ্চতে য এবং
বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ১১॥
যজ্ঞাযজ্ঞিয়স্য চ বৈ স বামদেব্যস্য চ যজ্ঞস্য চ
যজমানস্য চ পশূনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি
তস্য দক্ষিণায়াং দিশি ॥ ১২॥
উষাঃ পুংশ্চলী মন্ত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ১৩॥
অমাবাস্যা চ পৌর্ণমাসী চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্।
মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রত্যেদঃ।
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃ সরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ১৪॥
স উদতিষ্ঠৎ স প্রতীচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১৫॥
তং বৈরূপং চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্ ॥ ১৬॥
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ১৭॥
বৈরূপস্য চ বৈ স বৈরাজস্য চাপাং চ বরুণস্য চ
রাজ্ঞঃ প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রতীচ্যাং দিশি ॥ ১৮॥

Scanned with CamScanner

ইরা পুংশ্চলী হসো মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ১৯॥
অহশ্চ রাত্রী চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্
মাতরিশ্বা চ পবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ।
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পুরঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ২০॥
স উদতিষ্ঠৎ স উদীচীং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ২১॥
তং শ্যৈতং চ নৌধসং চ সপ্তর্ষয়শ্চ সোমশ্চ রাজানুব্যচলন্ ॥ ২২॥
শ্যৈতায় চ বৈ স নৌধসায় চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ সোমায়
চ রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি ॥ ২৩॥
শ্যৈতস্য চ বৈ স নৌধসস্য চ সপ্তর্ষীণাং চ সোমস্য
চ রাজ্ঞঃ প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্যোদীচ্যাং দিশি ॥ ২৪॥
বিদ্যুৎ পুংশ্চলী স্তনয়িত্নুর্মাগধো বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং
রাত্রী কেশা হরিতৌ প্রবর্তৌ কল্মলির্মণিঃ ॥ ২৫॥
শ্রুতং চ বিশ্রুতং চ পরিষ্কন্দৌ মনো বিপথম্ ॥ ২৬॥
মাতরিশ্বা চ পাবমানশ্চ বিপথবাহৌ বাতঃ সারথী রেষ্মা প্রতোদঃ ॥ ২৭॥
কীর্তিশ্চ যশশ্চ পরিঃসরাবৈনং কীর্তির্গচ্ছত্যা যশো গচ্ছতি
য এবং বেদ ॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ — তিনি উত্থিত হয়ে পূর্ব দিকে গমন করেছিলেন। বৃহৎ সাম, রথন্তর সাম, সূর্য ও সকল দেবতা তাঁর পশ্চাতে গমন করেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের নিন্দক যারা, তারা এই দুই সাম, সূর্য ও সকল দেবতা হিংসা ক'রে থাকে, এবং ব্রাহ্মণগণের যিনি সংস্কারকর্তা, তাঁর নিকট সামদ্বয় ইত্যাদি প্রিয় হয়ে যায়, তথা পূর্বদিকে তাঁর ধাম হয়। শ্রদ্ধা পুংশ্চলী, বিজ্ঞান বস্ত্র, দিবা পাপ, রাত্রি কেশ, মিত্র মাগধ, হরিৎ প্রবর্ণ, কল্মলি তাঁর মণি হয়ে থাকে। ভূত-ভবিষ্য ও মন তাঁর রথ তথা মাতরিশ্বা-পবমান তাঁর সারথি হয়। তিনি দক্ষিণ দিকে গমন করলে যজ্ঞাযজ্ঞিয় সাম-যজ্ঞ-যজমান-পশু-বামদেব্য তাঁকে অনুসরণ করে। ব্রাত্যের নিন্দক যারা, তারা উক্ত সকলের নিকট অপরাধী হয় এবং আদরকর্তা উক্ত সকলের প্রিয় হয়। তখন দক্ষিণ দিকে তাঁর ধাম হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তাঁর রথ হয়। ব্রাত্য পশ্চিম দিকে গমন করলে বরুণ, জল, বৈরূপ সাম, বৈরাজ সাম, তাঁকে অনুর্বতন করে। এরা ব্রাত্যের নিন্দকদের অপরাধী হয় এবং সংস্কারকর্তা এদের প্রিয় হয়। রাত্রি ও দিবস তাঁর রথ হয়। এইভাবে ব্রাত্য উত্তর দিকে গমন করলে সপ্তর্ষি, সোম ইত্যাদি তাঁকে অনুধাবন করলে, তারা ব্রাত্যের নিন্দকদের প্রতি অপরাধী ও ব্রাত্যের সংস্কারকর্তার প্রিয় হয়। উত্তর দিক তাঁর ধাম হয় এবং শ্রুত-বিশ্রুত তাঁর রথ হয়।—এমন যিনি জ্ঞাত হন, তিনি কীর্তি ও যশ লাভ ক'রে থাকেন।

Scanned with CamScanner

◆

তৃতীয় সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, উষ্ণিক্, জগতী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্।]

স সম্বৎসরমূর্ধ্বোঽতিষ্ঠৎ তং দেবা অব্রুবন্ ব্রাত্য
কিং নু তিষ্ঠসীতি ॥ ১ ॥
সোঽব্রবীদাসন্দীং মে সং ভরন্ত্বিতি ॥ ২ ॥
তস্মৈ ব্রাত্যায়াসন্দীং সমভরন্ ॥ ৩ ॥
তস্যা গ্রীষ্মশ্চ বসন্তশ্চ দ্বৌ পাদাবাস্তাং শরচ্চ বর্ষাশ্চ দ্বৌ ॥ ৪ ॥
বৃহচ্চ রথন্তরং চানূচ্যেত আস্তাং যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ তিরশ্চ্যে ॥ ৫ ॥
ঋচঃ প্রাঞ্চস্তন্তবো যজূংষি তির্যঞ্চঃ ॥ ৬ ॥
বেদ আস্তরণং ব্রহ্মোঽপবর্হণম্ ॥ ৭ ॥
সামাসাদ উদ্গীথোঽপশ্রয়ঃ ॥ ৮ ॥
তামাসন্দীং ব্রাত্য আরোহৎ ॥ ৯ ॥
তস্য দেবজনাঃ পরিষ্কন্দা আসন্ৎসঙ্কল্পাঃ প্রহায্যা
বিশ্বানি ভূতান্যুপসদঃ ॥ ১০ ॥
বিশ্বান্যেবাস্য ভূতান্যুপসদো ভবন্তি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ — তিনি বর্ষব্যাপী ঋজুভাবে দণ্ডায়মান থাকায় দেবগণ জিজ্ঞাসা করলেন—'হে ব্রাত্য! তুমি দণ্ডায়মান আছো কেন?' ব্রাত্য বললেন—'আমার নিমিত্ত আসন্দী (ক্ষুদ্র খট্টা) নির্মাণ করো।' দেবতাগণ সেই মতো যে আসন্দী নির্মাণ করলেন তার চারিটি পদ (পায়া) হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত ও শরৎ। বৃহৎ, রথন্তর, যজ্ঞাযজ্ঞিয় ও বামদেব্য নাম চারিটি সাম তার তিরশ্চ্য (আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত তক্তা) হয়েছিল। ঋক্ সমূহ তন্ত ও যজুঃ সূক্ষ্ম সূত্র হয়েছিল। বেদ হয়েছিল আস্তরণ এবং ব্রহ্ম হয়েছিলেন উপবর্হন (উপাধান বা বালিশ)। ব্রাত্য সেই আসন্দীতে উপবেশন করলে দেবতাগণ তাঁর পরিকর হয়েছিলেন।

◆

চতুর্থ সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : জগতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্।]

তস্মৈ প্রাচ্যা দিশঃ ॥ ১ ॥
বাসন্তৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ বৃহচ্চ রথন্তরং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ২ ॥
বাসন্তাবেনং মাসৌ প্রাচ্যা দিশো গোপায়তো বৃহচ্চ
রথন্তরং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

তস্মৈ দক্ষিণায়া দিশঃ ॥ ৪॥
গ্রৈষ্মৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ৫॥
গ্রৈষ্মাবেনং মাসৌ দক্ষিণায়া দিশো গোপায়তো যজ্ঞাযজ্ঞিয়ং
চ বামদেব্যং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ৬॥
তস্মৈ প্রতীচ্যা দিশঃ ॥ ৭॥
বার্ষিকৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ বৈরূপং চ বৈরাজং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ৮॥
বার্ষিকাবেনং মাসৌ প্রতীচ্যা দিশো গোপায়তো বৈরূপং
চ বৈরাজং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ৯॥
তস্মা উদীচ্যা দিশঃ ॥ ১০॥
শারদৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বংশ্চ্যৈতং চ নৌধসং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ১১॥
শারদাবেনং মাসাবুদীচ্যা দিশো গোপায়তঃ শ্যৈতং
চ নৌধসং চানু তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ১২॥
তস্মৈ ধ্রুবায়া দিশঃ ॥ ১৩॥
হৈমনৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ ভূমিং চাগ্নিং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ১৪॥
হৈমনাবেনং মাসৌ ধ্রুবায়া দিশো গোপায়তো ভূমিশ্চাগ্নিশ্চানু
তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ১৫॥
তস্মা ঊর্ধ্বায়া দিশঃ ॥ ১৬॥
শৈশিরৌ মাসৌ গোপ্তারাবকুর্বন্ দিবং চাদিত্যং চানুষ্ঠাতারৌ ॥ ১৭॥
শৈশিরাবেনং মাসাবূর্ধ্বায়া দিশো গোপায়তো দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চানু
তিষ্ঠতো য এবং বেদ ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ — দেবতাগণ ফাল্গুন ও চৈত্রকে (বসন্ত ঋতুর মাস দু'টিকে) পূর্ব দিকের রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন এবং বৃহৎ ও রথন্তর সামকে অনুষ্ঠাতা ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁরা গ্রীষ্ম ঋতুর দুই মাসকে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠকে) দক্ষিণ দিকের রক্ষক এবং যজ্ঞযজ্ঞিয় ও বামদেব্য সামকে অনুষ্ঠাতা রূপে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা আষাঢ়-শ্রাবণ দু'টি মাসকে (বর্ষা ঋতুকে) পশ্চিম দিকের রক্ষকরূপে বহাল করেছিলেন এবং বৈরূপ-বৈরাজ সামদ্বয়কে তার অনুষ্ঠাতা ক'রে দিয়েছিলেন। দেবতাগণ উত্তর দিকের রক্ষক রূপে শরৎ ঋতুর ভাদ্র ও আশ্বিন দু'টি মাসকে নিয়োজন করেছিলেন এবং নৌধস ও শ্বেত নামক সামদ্বয়কে তার অনুষ্ঠাতা ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁরা ধ্রুব দিকের রক্ষক রূপে হেমন্তের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসদ্বয়কে প্রবৃত্ত করেছিলেন এবং পৃথিবী ও অগ্নিকে তার অনুষ্ঠাতা করেছিলেন। দেবতাগণ শিশির ঋতুর পৌষ ও মাঘ মাসকে ঊর্ধ্বদিকের রক্ষকরূপে ব্যাপৃত করেছিলেন এবং তাদের অনুষ্ঠাতা করেছিলেন আকাশ ও আদিত্যকে।

Scanned with CamScanner

◆

পঞ্চম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র। ছন্দ : গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি, বৃহতী।]

তস্মৈ প্রাচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদ্ ভবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১॥
ভব এনমিষ্বাসঃ প্রাচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদনুষ্ঠাতানু
তিষ্ঠাত নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ২॥
নাস্য পশূন্ ন সমানান্ হিনস্তি য এবং বেদ ॥ ৩॥
তস্মৈ দক্ষিণায়া দিশো অন্তর্দেশাচ্ছর্বমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ৪॥
শর্ব এমমিষ্বাসো দক্ষিণায়া দিশো অন্তর্দেশাদনুষ্ঠাতানু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ৫॥
তস্মৈ প্রতীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাৎ পশুপতিমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ৬॥
পশুপতিরেনমিষ্বাসঃ প্রতীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ৭॥
তস্মা উদীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদুগ্রং দেবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ৮॥
উগ্র এনং দেব ইষ্বাস উদীচ্যা দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ৯॥
তস্মৈ ধ্রুবায়া দিশো অন্তর্দেশাদ্ রুদ্রমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১০॥
রুদ্র এনমিষ্বাসো ধ্রুবায়া দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ১১॥
তস্মা ঊর্ধ্বায়া দিশো অন্তর্দেশান্মহাদেবমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১২॥
মহাদেব এনমিষ্বাস ঊর্ধ্বায়া দিশো অন্তর্দেশাদনু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ১৩॥
তস্মৈ সর্বেভ্যো অন্তর্দেশেভ্য ঈশানমিষ্বাসমনুষ্ঠাতারমকুর্বন্ ॥ ১৪॥
ঈশান এনমিষ্বাসঃ সর্বেভ্যো অন্তর্দেশেভ্যোঽনুষ্ঠাতানু
তিষ্ঠতি নৈনং শর্বো ন ভবো নেশানঃ ॥ ১৫॥
নাস্য পশূন্ ন সমানান্ হিনস্তি য এবং বেদ ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ — দেবগণ পূর্ব দিকের কোণ হ'তে বাণ সন্ধান-করণশালী ভবকে (ব্রাত্যকে) সেই দিকের অনুষ্ঠাতা ক'রে দিয়েছিলেন। সেই ব্রাত্যের নিমিত্ত দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ধ্রুব, ঊর্ধ্ব এবং সর্ব দিক হ'তে বাণ প্রক্ষেপকারী (উক্ত দিকসমূহের ক্রমানুসারে ক্রমশঃ) শর্ব, পশুপতি, উগ্রদেব, রুদ্র, মহাদেব ও ঈশানকে অনুষ্ঠাতা ক'রে দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ উক্ত উক্ত দিকে ব্রাত্যের এইরকম নামকরণ হয়)।

Scanned with CamScanner

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র। ছন্দ : পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, জগতী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্।]

সং ধ্রুবাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১॥
তং ভূমিশ্চাগ্নিশ্চৌষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ বানস্পত্যাশ্চ বীরুধশ্চানুব্যচলন্ ॥ ২॥
ভূমেশ্চ বৈ সোঽগ্নেশ্চৌষধীনাং চ বনস্পতীনাং চ
বানস্পত্যানাং চ বীরুধাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩॥
স ঊর্ধ্বাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ৪॥
তমৃতং চ সত্যং চ সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ নক্ষত্রাণি চানুব্যচলন্ ॥ ৫॥
ঋতস্য চ বৈ স সত্যস্য চ সূর্যস্য চ চন্দ্রস্য চ
নক্ষত্রাণাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬॥
স উত্তমাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ৭॥
তমৃচশ্চ সামানি চ যজূষিং চ ব্রহ্ম চানুব্যচলন্ ॥ ৮॥
ঋচাং চ বৈ স সাম্নাং চ যজুষাং চ ব্রহ্মণশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯॥
স বৃহতীং দিশমনুব্যচলৎ ॥ ১০॥
তমিতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্ ॥ ১১॥
ইতিহাসস্য চ বৈ স পুরাণস্য চ গাথানাং চ নারাশংসীনাং
চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২॥
স পরমাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১৩॥
তমাহবনীয়শ্চ গার্হপত্যশ্চ দক্ষিণাগ্নিশ্চ যজ্ঞশ্চ
যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যচলন্ ॥ ১৪॥
আহবনীয়স্য চ বৈ স গার্হপত্যস্য চ দক্ষিণাগ্নেশ্চ যজ্ঞস্য
চ যজমানস্য চ পশূনাং চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৫॥
সোঽনাদিষ্টাং দিশমনু ব্যচলৎ ॥ ১৬॥
তমৃতবশ্চার্তবাশ্চ লোকাশ্চ লৌক্যাশ্চ
মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চাহোরাত্রে চানুব্যচলন্ ॥ ১৭॥
ঋতূনাং চ বৈ স আর্তবানাং চ লোকানাং চ লৌক্যানাং
চ মাসানাং চার্ধমাসানাং চাহোরাত্রয়োশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৮॥
সোঽনাবৃত্তাং দিশমনু ব্যচলৎ ততো নাবৎর্স্যন্নমন্যত ॥ ১৯॥
তং দিতিশ্চাদিতিশ্চেড়া চেন্দ্রাণী চানুব্যচলন্ ॥ ২০॥
দিতেশ্চ বৈ সোঽদিতেশ্চেড়ায়াশ্চেন্দ্রাণ্যাশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২১॥
স দিশোঽনু ব্যচলৎ তং বিরাডনু ব্যচলৎ সর্বে চ দেবাঃ সর্বাশ্চ দেবতাঃ ॥ ২২॥

বিরাজশ্চ বৈ স সর্বেষাং চ দেবানাং সর্বাসাং চ
দেবতানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৩॥
স সর্বানন্তর্দেশাননু ব্যচলৎ ॥ ২৪॥
তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চানুব্যচলন্ ॥ ২৫॥
প্রজাপতেশ্চ বৈ স পরমেষ্ঠিনশ্চ পিতুশ্চ পিতামহস্য চ
প্রিয়ং ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ — সেই ব্রাত্য ধ্রুব দিকে গমন করলে পৃথিবী, অগ্নি, বনস্পতি ও বনস্পতি সমূহের ঔষধি সকল তাঁর অনুগত হয়। তিনি ঊর্ধ্ব দিকে গমন করলে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, সত্য তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি উত্তর দিকে গমন করলে সাম, যজুঃ, ঋক্‌সমূহ ও ব্রহ্ম তাঁর পশ্চাতে গমন করে। তিনি বৃহতী দিকে গমন করলে পুরাণ, ইতিহাস ও মনুষ্যের প্রশংসাত্মক গাথাসমূহ তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি পরম দিকে প্রস্থান করলে আহ্বানীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি তাঁর অনুগামী হয় এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞ, যজমান ও পশুগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। তিনি অনাদিষ্ট দিকে চলমান হ'লে ঋতুসমূহ, পদার্থ, লোক, মাস, পক্ষ, দিবস ও রাত্রি তাঁর পশ্চাতে চলে। তিনি অনাবৃত দিকে অগ্রসর হ'লে তাঁর পশ্চাতে ইড়া, ইন্দ্রাণী, দিতি ও অদিতিও গমন করেছিলেন। তিনি সর্ব দিকের উদ্দেশে গমনের পর বিরাট্ ইত্যাদি সকল দেবতা তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। তিনি অন্তর্দিশাভিমুখে গমন করলে প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, পিতা ও পিতামহও তাঁর অনুগমন করেছিলেন।—যিনি এই প্রকার জ্ঞাত হন, তিনি উক্ত দেবতাবর্গের কৃপাপাত্র হয়ে থাকেন এবং তাঁকে তাঁরা হিংসিত করেন না।

◆

সপ্তম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : রুদ্র। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, পংক্তি।]

স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বান্তং পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ ॥ ১॥
তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষং ভূত্বানুব্যবর্তয়ন্ত ॥ ২॥
ঐনমাপো গচ্ছন্ত্যৈনং শ্রদ্ধা গচ্ছত্যৈনং বর্ষং গচ্ছতি য এবং বেদ ॥ ৩॥
তং শ্রদ্ধা চ যজ্ঞশ্চ লোকশ্চান্নং চান্নাদ্যং চ ভূত্বাভিপর্যাবর্তন্ত ॥ ৪॥
ঐনং শ্রদ্ধা গচ্ছত্যৈনং যজ্ঞো গচ্ছত্যৈনং লোকো গচ্ছত্যৈনমন্নাং
গচ্ছত্যৈনমন্নাদ্যং গচ্ছতি য এবং বেদ ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — সেই ব্রাত্য পৃথিবীর অন্তে গমন ক'রে সমুদ্রের মহিমায় সমুদ্র হয়ে গিয়েছিলেন। প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, পিতা, পিতামহ, জল ও শ্রদ্ধা—এঁরা সকলে বর্ষারূপ হয়ে তাঁর অনুকূল হয়ে গিয়েছিলেন। লোক, যজ্ঞ, অন্ন, অন্নাদ্য ও শ্রদ্ধা আপন সত্তাতে প্রাদুর্ভূত হয়ে তাঁর চারিদিকে অবস্থিত হয়েছিলেন।—এই সম্পর্কে জ্ঞাত জন জল-শ্রদ্ধা-বর্ষা প্রাপ্ত হন এবং লোক-অন্ন-

Scanned with CamScanner

অন্নাদ্য-শ্রদ্ধা-যজ্ঞ লাভ করেন।

সূক্তস্য বিনিয়োগঃ — অত্র কাণ্ডে ব্রাত্যমহিমা প্রপঞ্চ্যতে। ব্রাত্য নাম উপনয়নাদিসংস্কারহীনঃ পুরুষঃ। সোঽর্থাদ্ যজ্ঞাদিবেদবিহিতাঃ ক্রিয়াং কর্তুং নাধীকারী। ন স ব্যবহারযোগ্যশ্চেত্যাদি জনমতং মনসিকৃত্য ব্রাত্যোধিকারী ব্রাত্যো মহানুভাবো ব্রাত্যো দেবপ্রিয়ো ব্রাত্যো দেবাধিদেব এবোত প্রতিপাদ্যতে। যত্র ব্রাত্যো গচ্ছতি বিশ্বং জগদ্ বিশ্বে চ দেবাস্তত্র তস্মিন্ স্থিতে তিষ্ঠান্ত তাস্মংশ্চলতি তে চলন্তি। যদা স গচ্ছতি রাজবৎ গচ্ছতীত্যাদি। ন পুনরেতৎ সর্বব্রত্যেপরং প্রতিপাদনং অপি তু কঞ্চিদ্বিদ্বত্তমং মহাধিকারং পুণ্যশীলং বিশ্বসম্মানং কর্মপরৈর্ব্রাহ্মণৈর্বিদ্বিষ্টং ব্রাতং অনুলক্ষ্য বচনং ইতি মন্তব্যং॥ (১৫কা. ১অ. ১-৭সূ.)॥

টীকা — আমরা এই কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সাতটি সূক্ত (এবং পরবর্তী অনুবাকের সূক্তগুলি) পর্যালোচনা ক'রে যে ব্রাত্যের মহিমা জ্ঞাত হই, তা সাধারণ্যে প্রচলিত 'ব্রাত্য' নামে আখ্যাত পুরুষ নন। সাধারণতঃ উপনয়ন ইত্যাদি সংস্কারবিহীন বা সাবিত্রী-মন্ত্রভ্রষ্ট বা অযোগ্যকালে উপনীত পুরুষকেই ব্রাত্য বলা হয়। সেই দিকের বিচারে প্রচলিত 'ব্রাত্যজন' যজ্ঞ ইত্যাদি বেদবিহিত কর্মের অনধিকারী, এবং ব্যবহার যোগ্য নয়। জনগণের মধ্যে এমনই ধারণার কথা মনে রেখে এখানে যে ব্রাত্যের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে তা ঐ প্রচলিত ব্রাত্যের সঙ্গে মেলে না। কারণ, এই ব্রাত্যকে মহাদেব বা শিবরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শিবের অপরাপর সংজ্ঞাগুলিও এই ব্রাত্যে আরোপিত দেখা যায়। শ্মশানবাসী, সর্বাঙ্গে ভস্মধারী, পশুচর্ম-পরিধেয়ী বা দিগ্বাসা, সর্পনির্মিত কটিবন্ধ ও সর্পোত্তরীয় ধারণকারী শিবকে প্রচলিত ধারণা অনুসারে ব্রাত্য ব'লে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মহানুভাব ব্রাত্য, দেবপ্রিয় ব্রাত্য, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তেজের মূলীভূত ব্রাত্য; তিনি দেবতাগণেরও অধিদেবতা ও দেবাদিদেব। এই হেন সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ব্রাত্যদেবতাকে অপর সকল দেবতা কেমন অনুসরণ করেন, কেমন পরিচর্যা করেন, ইত্যাদি বিষয়গুলি উপর্যুক্ত সাতটি সূক্তে এবং পরবর্তী অনুবাকের সূক্তগুলিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই অনুবাকের পঞ্চম সূক্তে দেবতারূপে ব্রাত্যের পরিবর্তে 'রুদ্র' নামটি উল্লেখ করে তাঁর শিবত্ব স্থিরীকৃত হয়েছে। ঋগ্বেদেও এই 'রুদ্র' নামটি উল্লেখ করে তাঁর শিবত্ব স্থিরীকৃত হয়েছে। ঋগ্বেদেও এই 'রুদ্র' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং প্রাক্-বৈদিক যুগের অনার্য-উপাসিত শিবকে বৈদিকোত্তর কালে যে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়, বর্তমান ও পরবর্তী অনুবাকের সূক্তগুলিতে তারই পরিচায়ক রূপে চিহ্নিত করা যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে আগমশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদির উদ্ভব, কিংবা প্রাক্-বৈদিক যুগের বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে বেদবিরোধী ব'লে চিহ্নিত করণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যায়। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নিতান্তই কম ॥ (১৫কা. ১অ. ১-৭সূ.) ॥

◆◆

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, পংক্তি]

সোঽরজ্যত ততো রাজন্যোঽজায়ত ॥ ১ ॥

স বিশঃ সবন্ধূনন্নমন্নাদ্যমভ্যুদতিষ্ঠৎ ॥ ২ ॥

বিশাং চ বৈ স সবন্ধুনাং চান্নস্য চান্নাদ্যস্য চ প্রিয়ং
ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — রঞ্জন পূর্বক (অর্থাৎ সকলের প্রীতিকারক হয়ে) সেই ব্রাত্যদেব রাজা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রজাগণের অন্ন ও অন্নাদ্যের অনুকূল হলেন।—এই জ্ঞাতশীল প্রজাবর্গ, অন্ন ও অন্নাদ্যের প্রিয় হয়।

◆

দ্বিতীয় সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : বৃহতী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

স বিশোঽনু ব্যচলৎ ॥ ১॥
তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যচলন্ ॥ ২॥
সভায়াশ্চ বৈ স সমিতেশ্চ সেনায়াশ্চ সুরায়াশ্চ প্রিয়ং
ধাম ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ — তিনি (সেই ব্রাত্যদেব) প্রজার অনুকূল ব্যবহার করেছিলেন. সভা-সমিতি-সেনা-সুরা তাঁর অনুকূল হয়ে গিয়েছিল।—এমন যিনি জ্ঞাত হন, তিনি সভা ইত্যাদির প্রিয় হন।

◆

তৃতীয় সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : বৃহতী, পংক্তি, উষ্ণিক্।]

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথিগৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১॥
শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েৎ তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে
তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে ॥ ২॥
অতো বৈ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোদতিষ্ঠতাং তে অব্রূতাং কং প্র বিশাবেতি ॥ ৩॥
অতো বৈ বৃহস্পতিমেব ব্রহ্ম প্রা বিশত্বিন্দ্রং ক্ষত্রং তথা বা ইতি ॥ ৪॥
অতো বৈ বৃহস্পতিমেব ব্রহ্ম প্রবিশদিন্দ্রং ক্ষত্রম্ ॥ ৫॥
ইয়ং বা উ পৃথিবী বৃহস্পতির্দ্যৌরেবেন্দ্রঃ ॥ ৬॥
অয়ং বা উ অগ্নির্ব্রহ্মাসাবাদিত্যঃ ক্ষত্রম্ ॥ ৭॥
ঐনং ব্রহ্ম গচ্ছতি ব্রহ্মবর্চসী ভবতি ॥ ৮॥
যঃ পৃথিবীং বৃহস্পতিমগ্নিং ব্রহ্ম বেদ ॥ ৯॥

ঐনমিন্দ্রিয়ং গচ্ছতীন্দ্রিয়বান্ ভবতি ॥ ১০॥
য আদিত্যং ক্ষত্রং দিবমিন্দ্রং বেদ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — এই হেন বিজ্ঞ ব্রাত্য যে রাজার অতিথি হন, তিনি যদি তাঁকে (ব্রাত্যদেবকে) সম্মান করেন, তবে সেই রাজার রাষ্ট্র এবং ক্ষাত্রশক্তির বিনাশ হয় না। ব্রাত্যের নির্দেশে ব্রাহ্মবল বৃহস্পতিতে এবং ক্ষাত্রবল ইন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আকাশই ইন্দ্র, পৃথিবীই বৃহস্পতি; আদিত্য ক্ষাত্রবল, অগ্নি ব্রহ্মবল। যিনি পৃথিবীকে বৃহস্পতি ও অগ্নিকে ব্রহ্ম ব'লে জ্ঞাত হন, তিনি ব্রাহ্মবল ও ব্রহ্মতেজঃ প্রাপ্ত হন। যিনি আদিত্যকে ক্ষত্র ও দ্যুলোককে ইন্দ্র ব'লে জ্ঞাত হন, তিনি ইন্দ্রিয় সমুদায়কে (অর্থাৎ অক্ষুন্ন ইন্দ্রিয় শক্তিকে) লাভ করেন।

◆

চতুর্থ সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : পংক্তি, শক্করী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্।]

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১॥
স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্য ক্বাঽবাৎসীর্ব্রাত্যোদকং ব্রাত্য
তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে
বশস্তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি ॥ ২॥
যদেনমাহ ব্রাত্য ক্বাঽবাৎসীরিতি পথ এব তেন দেবযানানব রুন্দ্ধে ॥ ৩॥
যদেনমাহ ব্রাত্যোদকমিত্যপ এব তেনাব রুনদ্ধে॥ ৪॥
যদেনমাহ ব্রাত্য তর্পয়ন্ত্বিতি প্রাণমেব তেন বর্ষীয়াংসং কুরুতে ॥ ৫॥
যদেনমাহ ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্ত্বিতি প্রিয়মেব তেনাব রুন্দ্ধে ॥ ৬॥
ঐনং প্রিয়ং গচ্ছতি প্রিয়ঃ প্রিয়স্য ভবতি য এবং বেদ ॥ ৭॥
যদেনমাহ ব্রাত্য যথা তে বশস্তথাস্ত্বিতি বশমেব তেনাব রুন্দ্ধে॥ ৮॥
ঐনং বশো গচ্ছতি বশী বশিনাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯॥
যদেনমাহ ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি নিকামমেব তেনাব রুন্দ্ধে ॥ ১০॥
ঐনং নিকামো গচ্ছতি নিকামে নিকামস্য ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — এই হেন বিজ্ঞ ব্রাত্য যাঁর ঘরে অতিথি হন, তিনি তাঁকে স্বয়ং আসন প্রদান পূর্বক নিবেদন করেন যে, ব্রাত্য তাঁর গৃহেই অবস্থান করুন এবং তাঁর গৃহস্থ জন তাঁকে তুষ্ট করুন। এমন বলার ফলে সেই বক্তার দেবযান পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং তিনি নিজেই আপন প্রাণের সিঞ্চন করেন । গৃহস্বামী যখন ব্রাত্যকে বলেন যে, তাঁর গৃহে জল আছে, তখন তিনি নিজের নিমিত্তই অশেষ জল প্রাপ্তি থাকেন। যখন তিনি বলেন যে, ব্রাত্যের যা প্রিয়, তা-ই হবে, তখন বক্তা তাঁর নিজের প্রিয় কর্মসমূহেরই পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে থাকেন। গৃহস্বামী যখন বলেন যে, তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনই সব তাঁর বশীভূত হোক, তখন বক্তা নিজেই সকলের বশকর্তা হয়ে যান। গৃহস্বামী

Scanned with CamScanner

যখন ব্রাত্যকে বলেন যে, যেমন তাঁর কামনা তেমনই হোক, তখন বক্তা তাঁর নিজেরই কামনাপূর্তি ক'রে নেন!—এমন যিনি জানেন, তিনি বক্তার ন্যায় উক্ত উক্ত অভীষ্ট ফল লাভ করেন।

◆

পঞ্চম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : গায়ত্রী, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্।]

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য
উদ্ধৃতেম্বগ্নিম্বধিশ্রিতেঽগ্নিহোত্রেঽতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১॥
স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্ ব্রাত্যাতি সৃজ হোষ্যামীতি ॥ ২॥
স চাতিসৃজেজ্জুহুয়ান্ন চাতিসৃজেন্ন জুহুয়াৎ ॥ ৩॥
স য এবং বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৪॥
প্র পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি প্র দেবযানম্ ॥ ৫॥
ন দেবেষ্বা বৃশ্চতে হুতমস্য ভবতি ॥ ৬॥
পর্যস্যাস্মিংল্লোক আয়তনং শিষ্যতে য এবং
বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৭॥
অথ য এবং বিদুষা ব্রাত্যেনানতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ৮॥
ন পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি ন দেবযানম্ ॥ ৯॥
আ দেবেষু বৃশ্চতে অহুতমস্য ভবতি ॥ ১০॥
নাস্যাস্মিংল্লোক আয়তনং শিষ্যতে য এবং
বিদুষা ব্রাত্যেনানতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ — অগ্নিহোত্রের সময় ব্রাত্যের গৃহে অতিথি হয়ে তাঁকে কেউ হোম-করণের জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করলে তিনি যদি তাঁকে আজ্ঞা প্রদান করেন তবে তিনি আহুতি প্রদান করেন, অন্যথায় করেন না। এইভাবে বিদ্বান ব্রাত্যের আজ্ঞাক্রমে যিনি আহুতি প্রদান করেন, তাঁর আহুতি দেবতাগণের নিকট উপনীত হয়। আজ্ঞা না হ'লেও যিনি আহুতি প্রদান করেন, তখন সেই আহুতি তাঁর দেবযান-পিতৃযান মার্গকে অবরুদ্ধ ক'রে দেয় এবং আহুতিও নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ দেবতাগণই সেই আহুতি নষ্ট ক'রে দিয়ে থাকেন।

◆

ষষ্ঠ সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, বৃহতী, পংক্তি, জগতী।]

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ১॥
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ২॥

Scanned with CamScanner

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৩॥
যেঽন্তরিক্ষে পুণ্যা লোকস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ৪॥
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যস্তৃতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৫॥
যে দিবি পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ৬॥
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যশ্চতুর্থীং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৭॥
যে পুণ্যানাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনব রুন্দ্ধে ॥ ৮॥
তদ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽপরিমিতা রাত্রীরতিথির্গৃহে বসতি ॥ ৯॥
য এবাপরিমিতাঃ পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাব রুন্ধে ॥ ১০॥
অথ যস্যাব্রাত্যো ব্রাত্যধ্রুবো নামবিভ্রত্যতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ ॥ ১১॥
কর্ষেদেনং ন চৈনং কর্ষেৎ ॥ ১২॥
অস্যৈ দেবতায়া উদকং যাচামীমাং দেবতাং বাসয় ইমামিমাং দেবতাং
পরি বেবেষ্মীত্যেনং পরি বেবিষ্যাৎ ॥ ১৩॥
তস্যামেবাস্য তদ্ দেবতায়াং হুতং ভবতি য এবং বেদ ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ — এই হেন ব্রাত্য যাঁর গৃহে অতিথি হন, তখন প্রথম রাত্রির ফলস্বরূপ তিনি পৃথিবীর পুণ্যলোক সমূহকে জয় করেন। দ্বিতীয় রাত্রির ফলস্বরূপ অন্তরিক্ষের পুণ্যলোক সমূহকে, তৃতীয় রাত্রির ফলস্বরূপ পুণ্যাত্মবর্গের পুণ্যলোককে, বহুরাত্রির ফলস্বরূপ অসংখ্য পুণ্যলোককে নিজের নিমিত্ত উন্মুক্ত ক'রে থাকেন। যদি অব্রাত্যও ব্রাত্যবেশে আগত হয়, তবে তাকেও বিদূরিত করা উচিত নয়। তাঁকেও দেবতা-জ্ঞানে স্বাগত জ্ঞাপন করা উচিত।

◆

সপ্তম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্।]

স যৎ প্রাচীং দিশমনু ব্যচলন্মারুতং শর্ধো ভূত্বানুব্যচলন্মনোঽন্নাদং কৃত্বা ॥ ১॥
মনসান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২॥
স যদ্ দক্ষিণাং দিশমনু ব্যচলদিন্দ্রো
ভূত্বানুব্যচলদ্ বলমন্নাদং কৃত্বা ॥ ৩॥
বলেনান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ৪॥
স যৎ প্রতীচীং দিশমনু ব্যচলদ্ বরুণো রাজা
ভূত্বানুব্যচলদপোঽন্নাদীঃ কৃত্বা ॥ ৫॥
অদ্ভিরন্নাদীভিরন্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ৬॥
স যদুদীচীং দিশমনু ব্যচলৎ সোমা রাজা ভূত্বানুব্যচলৎ
সপ্তর্ষিভির্হুত আহুতিমন্নাদীং কৃত্বা ॥ ৭॥

Scanned with CamScanner

আহুত্যান্নাদ্যান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ৮॥
স যদ্ ধ্রুবাং দিশমনু ব্যচলদ্ বিষ্ণুর্ভূত্বানুব্যচলদ্ বিরাজমন্নাদীং কৃত্বা ॥ ৯॥
বিরাজান্নাদ্যান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১০॥
স যৎ পশূননু ব্যচলদ রুদ্রো ভূত্বানুব্যচলদোষধীরন্নাদীঃ কৃত্বা ॥ ১১॥
ওষধীভিরন্নাদীভিরন্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১২॥
স যৎ পিতৃননু ব্যচলদ্ যমো রাজা ভূত্বানুব্যচলৎ স্বধাকারমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৩॥
স্বধাকারেণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১৪॥
স যন্মনুষ্যাননু ব্যচলদগ্নির্ভূত্বানুব্যচলৎ স্বাহাকারমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৫॥
স্বাহাকারেণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১৬॥
স যদূর্ধ্বাং দিশমনু ব্যচলদ্ বৃহস্পতির্ভূত্বানুব্যচলদ্
বষট্কারমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৭॥
বষট্কারেণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ১৮॥
স যদ্ দেবাননু ব্যচলদীশানো ভূত্বানুব্যচলন্মন্যুমন্নাদং কৃত্বা ॥ ১৯॥
মন্যুনান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২০॥
স যৎ প্রজা অনু ব্যচলৎ প্রজাপতির্ভূত্বানুব্যচলৎ প্রাণমন্নাদং কৃত্বা ॥ ২১॥
প্রাণেনান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২২॥
স যৎ সর্বানন্তর্দেশাননু ব্যচলৎ পরমেষ্ঠী ভূত্বানুব্যচলদ্ ব্রহ্মান্নাদং কৃত্বা ॥ ২৩॥
ব্রহ্মণান্নাদেনান্নমত্তি য এবং বেদ ॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ — যখন সেই ব্রাত্য বায়ুর অনুকূলে পূর্বাভিমুখে গমন করতে থাকেন, তখন তিনি আপন মনকে অন্নাদ (অন্নভোক্তা) ক'রে নিয়েছিলেন। অতঃপর দক্ষিণ দিকে গমন কালে তিনি আপন মনকে অন্নাদ ক'রে স্বয়ং ইন্দ্র রূপে গমনশীল হয়েছিলেন। যখন তিনি পশ্চিম দিকে গমন করলেন তখন তিনি জলকে অন্নাদ ক'রে স্বয়ং বরুণরূপে গমনশীল হলেন। উত্তর দিকে গমন করলে তিনি স্বয়ং সোম রাজা হয়েছিলেন এবং সপ্তর্ষিগণের দ্বারা প্রদত্ত আহুতিকে অন্নাদরূপে গঠিত ক'রে নিয়েছিলেন। ধ্রুব দিকে চলমান হয়ে তিনি বিরাট্‌কে অন্নাদে পরিণত করে স্বয়ং বিষ্ণুরূপে গমন করেছিলেন। পশুগণের অভিমুখে গমন করলে তিনি ঔষধিগুলিকে অন্নাদ ক'রে নিয়ে নিজেকে রুদ্ররূপে গঠিত করেছিলেন। এইভাবে যখন তিনি পিতৃগণের দিকে গমন করেছিলেন তখন স্বধাকে অন্নাদে পরিণত ক'রে নিজে যম হয়ে গমন করেছিলেন, মনুষ্যগণের দিকে গমনকালে স্বাহাকে অন্নাদ ও নিজেকে অগ্নিতে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছিলেন, ঊর্ধ্ব দিকে গমনকালে বষট্কারকে অন্নাদ ও নিজে বৃহস্পতি হয়ে গমন করেছিলেন, দেবতাগণের দিকে গমনকালে যজ্ঞকে অন্নাদ ও নিজেকে ঈশানে পরিণত ক'রে নিয়েছিলেন, প্রজাগণের দিকে যাত্রা ক'রে তিনি প্রাণকে অন্নাদ ক'রে নিজে প্রজাপতি রূপে চলমান হয়েছিলেন এবং যখন তিনি সর্ব অন্তর্দিশাভিমুখে সংক্রমণ করেছিলেন তখন ব্রহ্মাকে অন্নাদ ক'রে নিজে প্রজাপতি হয়েছিলেন।—এই সকল বিষয়ে জ্ঞাতশীল জন অন্নাদ, বিরাট্, ঔষধি, স্বধাকার, স্বাহাকার, বষট্কার, যজ্ঞ ও ব্রহ্মের দ্বারা অন্ন ও জল লাভ ক'রে থাকেন।

◆

অষ্টম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : পংক্তি, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

তস্য ব্রাত্যস্য ॥ ১॥
সপ্ত প্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ ॥ ২॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ ঊর্ধ্বো নামায়ং সো অগ্নিঃ ॥ ৩॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ ॥ ৪॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ ৫॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য চতুর্থঃ প্রাণো বিভূর্নামায়ং স পবমানঃ ॥ ৬॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য পঞ্চমঃ প্রাণো যোনির্নাম তা ইমা আপঃ ॥ ৭॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়ো নাম ত ইমে পশবঃ ॥ ৮॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য সপ্তমঃ প্রাণোঽপিরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ — সেই ব্র্যাত্যের সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অপান ও সপ্ত ব্যান। প্রথম উর্ধ্ব প্রাণ—অগ্নি, দ্বিতীয় প্রৌঢ় প্রাণ—আদিত্য, তৃতীয় অভ্যুদয় প্রাণ—চন্দ্রমা, চতুর্থ বিভুপ্রাণ—পবমান, পঞ্চম যোনিপ্রাণ—জল, ষষ্ঠ প্রিয়প্রাণ—পশু এবং সপ্তম অপরিমিত প্রাণ—প্রজা।

◆

নবম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : উষ্ণিক্, ত্রিষ্টুপ্, গায়ত্রী।]

তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য প্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী ॥ ১॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য দ্বিতীয়োঽপানঃ সাষ্টকা ॥ ২॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য তৃতীয়োঽপানঃ সামাবাস্যা ॥ ৩॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য চতুর্থোঽপানঃ সা শ্রদ্ধা ॥ ৪॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য পঞ্চমোঽপানঃ সা দীক্ষা ॥ ৫॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য ষষ্ঠোঽপানঃ স যজ্ঞঃ ॥ ৬॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য সপ্তমোঽপানস্তা ইমা দক্ষিণাঃ ॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ — এই ব্রাত্যের প্রথম অপান পৌর্ণমাসী, দ্বিতীয় অষ্টকা, তৃতীয় অমাবস্যা, চতুর্থ শ্রদ্ধা, পঞ্চম দীক্ষা, ষষ্ঠ যজ্ঞ এবং সপ্তম অপান দক্ষিণা।

Scanned with CamScanner

দশম সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : পংক্তি, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্।]

তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য প্রথমো ব্যানঃ সেয়ং ভূমিঃ ॥ ১॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য দ্বিতীয়ো ব্যানস্তদন্তরিক্ষম্ ॥ ২॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য তৃতীয়ো ব্যানঃ সা দ্যৌঃ ॥ ৩॥
তস্য ব্রাত্যস। যোঽস্য চতুর্থো ব্যানস্তানি নক্ষত্রাণি ॥ ৪॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য পঞ্চমো ব্যানস্ত ঋতবঃ ॥ ৫॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য ষষ্ঠো ব্যানস্ত আর্তবাঃ ॥ ৬॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যোঽস্য সপ্তমো ব্যানঃ স সম্বৎসরঃ ॥ ৭॥
তস্য ব্রাত্যস্য। সমানমর্থং পরি যন্তি দেবাঃ সম্বৎসরং বা
এতদৃতবোঽনুপরিষন্তি ব্রাত্যং চ ॥ ৮॥
তস্য ব্রাত্যস্য। যদাদিত্যমভিসংবিশন্ত্যমাবাস্যাং চৈব তৎপৌর্ণমাসীং চ ॥ ৯॥
তস্য ব্রাত্যস্য। একং তদেষামমৃতত্বমিত্যাহুতিরেব ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ — এই ব্রাত্যের প্রথম ব্যান—ভূমি, দ্বিতীয়—অন্তরিক্ষ, তৃতীয়—দ্যৌ, চতুর্থ-নক্ষত্র,পঞ্চম—ঋতু সমুদায়, ষষ্ঠ—আর্তব ও সপ্তম ব্যান—সম্বৎসর। দেবতা-সম্বৎসর ইত্যাদি এঁরই অনুগমন করে। অমাবস্যা-পূর্ণিমা এঁরই মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে। এঁকে প্রদত্ত একটি আহুতিও অবিনাশিনী হয়ে থাকে।

একাদশ সূক্ত : অধ্যাত্ম-প্রকরণম্

[ঋষি : অথর্বা। দেবতা : অধ্যাত্ম, ব্রাত্য। ছন্দ : পংক্তি, বৃহতী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্।]

তস্য ব্রাত্যস্য ॥ ১॥
যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স অদিত্যো যদস্য সব্যমক্ষ্যস্যৌ স চন্দ্রমাঃ ॥ ২॥
যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সো অগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং সব্যঃ
কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ ॥ ৩॥
অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সম্বৎসরঃ শিরঃ ॥ ৪॥
অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায় ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ — এই ব্রাত্যের দক্ষিণ চক্ষু—আদিত্য, বাম চক্ষু—চন্দ্রমা, দক্ষিণ শ্রোত্র—অগ্নি, বাম শ্রোত্র—পবমান। এঁর নাসিকা হলো দিবস ও রাত্রি, শীর্ষ কপাল হলেন দিতি ও অদিতি এবং শির হলো সম্বৎসর। ইনি দিবা ও রাত্রের প্রতিটি মুহূর্তে সকলের পূজনীয়। এই হেন ব্রাত্যকে নমস্কার।

টীকা — এই অনুবাকের সূক্তগুলির বিনিয়োগ এবং আলোচনা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয়—এই কাণ্ডের সব সূক্তই মূলে যথাক্রমে পর্যায়সূক্ত ব'লে উল্লেখ আছে ॥ (১৫কা. ২অ. ১-১১সূ.) ॥

॥ ইতি পঞ্চদশং কাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

Scanned with CamScanner